বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩৪১ ॥ ০৪ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ২১ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৪ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

মার্কিন পণ্যে শুল্ক পর্যালোচনা চলছে: প্রেস সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক পর্যালোচনা করছে বাংলাদেশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দ্রুততম সময়ে শুল্কহার যৌক্তিক করার বিভিন্ন বিকল্প খুঁজে বের করবে। যা এই বিষয়টি সমাধানে অত্যন্ত জরুরি।

শিগগিরই নেতা-নেত্রী দেশে ফিরে দলের সঙ্গে কাজ করবেন: টুকু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, ফ্যাসিবাদী সরকার ও তার দোসররা এ দেশে বিভিন্ন ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে। পতিত ফ্যাসিবাদ যারা দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দেশের জনগণকে হত্যা করেছে তারা এই দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এটাই স্বাভাবিক।

বঙ্গোপসাগরের দীর্ঘ উপকূলরেখা ভারতের: এস জয়শঙ্কর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সম্প্রতি চীন সফরে গিয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে ভারতের 'সেভেন সিস্টার্স' খ্যাত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি। পরে বিষয়টি নিয়ে ভারতজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এর ধারাবাহিকতায় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দাবি করেছেন বঙ্গোপসাগরে দীর্ঘতম উপকূলরেখা ভারতের।

চাকরির পেছনে না ঘুরে তরুণদের উদ্যোক্তা হতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, গরিব মানুষের কর্মসংস্থান দরকার, টাকার না। কিন্তু অন্যরা বললো অর্থ চাকরির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলতে শুরু করলাম ঋণ একজনের মানবাধিকার। তখন বলা শুরু করলো, ব্যাংকের ঋণের সঙ্গে মানবাধিকারের সম্পর্ক কী। একজন মানুষের আশ্রয়ের জন্য, জীবনে চলার জন্য ঋণ প্রাপ্তি মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে। তখন আমি ভাবলাম যদি ব্যাংক ঋণ না দেয় তাহলে আমি কেন তাদের জন্য নিজের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করছি না। ১ ডলার ঋণ দিয়ে শুরু করে আমি নিজের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলাম। অনেক সময় লাগলো, কিন্তু অবশেষে আমি গ্রামের মানুষের জন্য একটা ব্যাংক তৈরি করতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক। বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) ব্যাংককের স্থানীয় সময় বিকালে বিমসটেক সম্মেলনের সাইডলাইনে 'বিমসটেক ইয়ং জেনারেশন ফোরাম: হোয়ার দ্যা ফিউচার মিটস' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে এসব কথা বলেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বিমসটেকে এটি আমার প্রথম মিটিং। আর এই মিটিংয়ের শুরুটাই হয়েছে তরুণদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমি তরুণদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা করি এবং তা আমাকে তরুণদের চোখে দেখা পথে চলতে সহায়তা করে। সেজন্য বিমসটেকে আমার যাত্রা তরুণদের মাধ্যমে শুরু হওয়ায় আমি আনন্দিত। ভূমিকম্পে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এই ঘটনা আমাদের মানুষকে রক্ষা করার সক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। প্রকৃতির এই অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ সম্পর্কে আমরা এখনও আগে থেকে জানতে পারি না। প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টায় এবং মানুষকে রক্ষায় আমাদের এখনও অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। বাংলাদেশও ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে আছে। সৌভাগ্যবশত আমাদের এখনও এই ধরনের ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাংককে পৌছালে থাইল্যান্ডের মন্ত্রী জিরাপর্ন সিন্ধুপ্রাই তাকে স্বাগত জানান।

বিমসটেক দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ২০তম বিমসটেক মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বৃহস্পতিবারের ওই বৈঠকে বিমসটেক সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যোগ দিয়েছেন। সকালে বিমসটেকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আঞ্চলিক সংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিমসটেক সমুদ্র পরিবহন সহযোগিতা চুক্তিতে সই করেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তার বক্তব্যে বিমসটেকের সদস্যদের অংশীদারত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সম্মিলিত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতের জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। তিনি আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বাড়ানোর মাধ্যমে বিমসটেক এফটিএর কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাস্তব ও ফলাফলমুখী সহযোগিতার ওপর জোর দেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১২ লাখ রোহিঙ্গার বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি রোহিঙ্গাদের অধিকার ও নিরাপত্তার সঙ্গে তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

যত বড় চাঁদাবাজ হোক না কেন ছাড় দেওয়া হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রাঙামাটি প্রতিনিধি : টাই-স্যুট পরা যত বড় চাঁদাবাজ হোক না কেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) রাঙামাটি সেক্টরে প্রেস ব্রিফিংকালে তিনি একথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কোনো অবস্থায় দুর্নীতি টলারেট করা হবে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্ন ঘটালে তাকেও আমরা ছাড়বো না। সেনাবাহিনীর সাবেক এ কর্মকর্তা বলেন, এখানে বড় সমস্যা ২-এর পাতায় দেখুন

মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূতের ফোনালাপ

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের উপজাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যালেক্স এন ওং গত বুধবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ (উচ্চ প্রতিনিধি) খলিলুর রহমানের সঙ্গে টেলিকনফারেন্স করেছেন। দুই কর্মকর্তা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে সম্মত হয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, নতুন মার্কিন প্রশাসন এবং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ের যোগাযোগ। মার্কিন সরকার সম্প্রতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নতুন আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করেছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় ২-এর পাতায় দেখুন

যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি ঘিরে প্রশাসনে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : পদোন্নতি নিয়ে সরকারি কর্মকর্তা নাখোশ। তাদের মধ্যে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ ও অস্থিরতা। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি দিতে গিয়ে বর্তমান সরকার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। মূলত বিগত সরকারের দোসর হিসাবে চিহ্নিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিগত ১৫ বছরে বঞ্চিত বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা আবারো পদোন্নতিবঞ্চিত হয়েছেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে গোটা প্রশাসনে বিরাজ করছে চাপা ক্ষোভ ও অস্থিরতা। এ পরিস্থিতিতে অতিসম্প্রতি পদোন্নতি বঞ্চিত শতাধিক কর্মকর্তা মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সঙ্গে দেখা করে পদোন্নতি দাবি করে লিখিত আবেদন করেছেন। তারা আশ্বাস দিয়েছেন বিষয়টি দেখবেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, অতিসম্প্রতি বর্তমান সরকার যুগ্মসচিব পদে ১৯৬ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের ২৪তম ব্যাচকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ওই ব্যাচের মোট ৩৪৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৪৪ জন পদোন্নতি পেয়েছেন। ফলে শুধু ২৪তম ব্যাচেরই ২০০ জন কর্মকর্তা নিয়মিত পদোন্নতিবঞ্চিত হয়েছেন। কোনো কারণ ছাড়াই বিগত সরকারের সময় উপসচিব হিসাবে পদোন্নতিবঞ্চিত প্রায় শতাধিক কর্মকর্তাও এবার যুগ্মসচিব হিসাবে পদোন্নতিবঞ্চিত হয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। সূত্র জানায়, কোনো কোনো কর্মকর্তা বিগত সরকারের আমলে যেমন নিয়মিত পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন পেয়েছেন, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়েও তাদের কেউ কেউ কোনো বাধা ছাড়াই পদোন্নতি পেয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে, সুবিধাভোগী ওসব কর্মকর্তার পদোন্নতির নেপথ্যে বর্তমান সরকারের প্রভাবশালী আমলারাই ভূমিকা রেখেছেন। যে কারণে পদোন্নতি ২-এর পাতায় দেখুন

ঈদের চতুর্থ দিনেও চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের ভিড়

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যস্ততম এই শহরের রাজধানীবাসী ঈদের ছুটিতে পরিবার ও বাচ্চাদের নিয়ে প্রকৃতির মাঝে ঘুরতে আসেন জাতীয় চিড়িয়াখানা। ঈদুল ফিতরের চতুর্থ দিন গতকাল বৃহস্পতিবারও চিড়িয়াখানায় ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। এদিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ঈদের প্রথম তিন দিনের মতন চিড়িয়াখানায় ভিড় দেখা যায়। দেখা যায়, স্থায়ী টিকিট কাউন্টার থাকলেও ঈদের কয়েকদিনের ভিড় সামলাতে বাড়তি কাউন্টার খোলা হয়েছে। তবু লোকজনকে টিকিট পেতে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। চিড়িয়াখানায় প্রবেশের প্রথমে রাস্তায় ভোগান্তি পরতে হচ্ছে দর্শনার্থীদের। তারপর চিড়িয়াখানার সামনের চত্বরে হকারদের জটলা ও টিকিট কাউন্টারের লম্বা লাইন অনেক দর্শনার্থীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরীণ শিশু পার্কে স্লিপার, রেলগাড়ির রাইডারের ২-এর পাতায় দেখুন

৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আবু জাফর বলেছেন, দেশে জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। প্রকৃত পক্ষে যে জনবল দরকার, সে তুলনায় আমাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসাসেবায় আরও জনবল বাড়াতে হবে। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, প্রতিকুলতা আছে তারপরও মানুষের জন্য মানসম্মত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। তাই দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সংকট দূর করতে নতুন করে ৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার ২-এর পাতায় দেখুন

ইলন মাস্কের স্টারলিংকের হাত ধরে নতুন যুগের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে একটি বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, যেটি আনছে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা 'স্টারলিংক'। বিশ্বের অনেক দেশে সফলভাবে কার্যক্রম চালানোর পর, বাংলাদেশেও আগামী ৯ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবে এই পরিষেবা। পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বড় কোম্পানি এবং ই-কমার্স ও ডিজিটাল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো স্টারলিংকের গ্রাহক হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, এই নতুন প্রযুক্তি দেশের ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নতুন প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে, স্থানীয় ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি, তারা তেমন কোনো চাপ অনুভব করছেন না। স্টারলিংক একটি স্যাটেলাইট-ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা, যা লো আর্থ অরবিট স্যাটেলাইট ব্যবহার করে দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রদান করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের স্থানীয় আইএসপি (ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী) প্রতিষ্ঠানগুলো অপটিক ফাইবার ও মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে। ফলে, শহরাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড সংযোগ ভালো থাকলেও, গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন ও উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ। টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, স্টারলিংক শুধু ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতাই বদলাবে না, বরং অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষিসহ নানা খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। বিশেষত, এটি সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন আনতে পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে ফাইবার অপটিক পৌঁছানো কঠিন। স্টারলিংকের মাধ্যমে সরাসরি স্যাটেলাইট থেকে ইন্টারনেট সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তারা আরও বলেন, স্থানীয় আইএসপি প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

গুলশানে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর গুলশান কালাচাঁদপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাসা থেকে নিলয় গায়েন (২৮) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি পেশায় একজন ফুডপান্ডার রাইডার ছিলেন। গত বুধবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন গুলশান থানার এসআই রাজু আহমেদ। তিনি জানান, খবর পেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে গুলশান কালাচাঁদপুরের ৩৮/৩ নাজিরের ম্যাচের চতুর্থ তলার একটি রুম থেকে নিলয় গায়েনকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করি। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গামছা ও চাদরের অংশ দিয়ে গলায় ফাঁস দেন। পরে লাশ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুপুরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এসআই রাজু আহমেদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ২-এর পাতায় দেখুন

প্রিয়জনদের সাথে ঈদের ছুটি কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরছে কর্মজীবী মানুষ। ছবিটি বৃহস্পতিবার কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে তোলা।

ঢাকায় ফিরছে মানুষ, অনেকে বাড়ির পথে

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদের ছুটি কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরতে শুরু করেছেন কর্মজীবী মানুষেরা। তবে ছুটি না পাওয়ার কারণে যারা ঈদে বাড়ি যেতে পারেননি, তারা এখন ছুটি পেয়ে গ্রামের পথে ছুটছেন। ফলে ঈদের চতুর্থ দিনেও ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কমলাপুর রেলস্টেশনে দেখা গেছে, ফিরতি যাত্রীর তুলনায় ঢাকা ছাড়া মানুষের সংখ্যা বেশি। প্ল্যাটফর্মজুড়ে মানুষের গমগমে উপস্থিতি। অনেকে অপেক্ষায় তাদের নির্ধারিত ট্রেনে ওঠার জন্য। কেউ আবার টিকিট সংগ্রহে ব্যস্ত। রেলওয়ের তথ্য সেবা কর্মকর্তারা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত কমলাপুর থেকে মোট ১২টি ট্রেন দেশের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। যাত্রীদের চাপ থাকলেও ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলো যুক্তরাষ্ট্র

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন দেশের পণ্যের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন। গত বুধবার হোয়াইট হাউজে সংবাদ সম্মেলন করে নতুন এই ঘোষণা দিয়েছেন তিনি, যাকে 'বাণিজ্য যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করছে অনেক দেশ। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়িয়ে ৩৭ শতাংশ করা হয়েছে। এতদিন দেশটিতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর গড়ে ১৫ শতাংশ করে শুল্ক ছিল। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। হোয়াইট হাউজের রোজ গার্ডেনে উপস্থিত সাংবাদিকসহ সমবেতদের উদ্দেশে বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাম্প বলেন, 'আজ খুব ভালো খবর' থাকবে। এই দিনকে যুক্তরাষ্ট্রের 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিবস' এবং নতুন শুল্ক আরোপকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, এই দিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশের প্রধান দুই রপ্তানি বাজারের একটি যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের একটি বড় অংশ রপ্তানি হয় দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি হয় প্রায় ৮৪০ কোটি ডলার, যা প্রধানত তৈরি পোশাক। গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি দাঁড়ায় ৭৩৪ কোটি ডলারে। নতুন করে উচ্চ মাত্রায় এই শুল্ক আরোপে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদরা। ট্রাম্পের পাল্টা এই শুল্ক আরোপে ভারতের পণ্যের ওপর ২৬ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। পাকিস্তানের পণ্যের ওপর ২৯ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ৩৪ শতাংশ। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ, ২-এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত টিউলিপের আইনজীবীরা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে যে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের উত্তর দিতে তার আইনজীবীরা প্রস্তুত। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিউলিপ নিজে এই দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে কয়েকমাস ধরেই একাধিক অভিযোগ আনা হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করা হয়নি। গত জানুয়ারিতে টিউলিপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একাধিক দুর্নীতিতে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ আনা হয়। এরপর তদন্তের স্বার্থে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। মন্ত্রীত্ব ছাড়ার পর জনসম্মুখে এটি ছিল তার প্রথম বক্তব্য। স্কাই নিউজকে গত মাসে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ২-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েলি হামলায় গাজায় আরও ২৪ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলি বাহিনী গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে রাতভর একাধিক প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন। খান ইউনিসের কাছে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত তাঁবুতে এক হামলায় অন্তত চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। গাজা শহরের উত্তরাঞ্চলীয় শুজাইয়া এলাকায় একটি বাড়িতে ইসরায়েলের বোমা হামলায় অন্তত তিনজন নিহত ও ১৫ জন আহত হন। হাসপাতাল সূত্র আল জাজিরাকে জানায়, বুধবার ভোর থেকে চালানো হামলায় অন্তত ৭৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা ইউএনআরডব্লিউ-এর একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নারী-শিশুসহ অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ৫০ হাজার ৪২৩ ফিলিস্তিনি নিহত এবং এক লাখ ১৪ হাজার ৬৩৮ জন আহত হয়েছেন। উপত্যকাটির সরকার পরিচালিত তথ্য অফিস জানায়, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা হাজারো নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত হিসেবে ধরে নিয়ে মোট প্রাণহানি ৬১ হাজার ৭০০ ছাড়িয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে চালানো হামলায় ইসরায়েলে অন্তত এক হাজার ১৩৯ জন নিহত হন এবং দুই শতাধিক লোককে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সিরিয়ার দামেস্ক, হামা ও হোমস প্রদেশে নতুন করে হামলা চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনে আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের শ্রীপুরের সাতখামাইর রেল স্টেশনের কাছে মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনের পাওয়ার কার বগিতে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫ মিনিটে চলন্ত ট্রেনে এ আগুনের ঘটনা ঘটে। মাওনা ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ট্রেনের পরিচালক শাহাদাত হোসেন বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেনটি শ্রীপুর উপজেলার সাতখামাইর স্টেশনে প্রবেশের আগেই ট্রেনের পাওয়ার কার থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনার পর ঢাকা- ২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই-আগস্টের গণহত্যা

বিচার বানচালে মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের প্রমাণ মিলেছে

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেছেন, জুলাই-আগস্টের গণহত্যায় ট্রাইব্যুনালের বিচার বানচাল করতে পতিত সরকারের মোটা অঙ্কের বিনিয়োগের সুর্নির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে প্রসিকিউশন। বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে গণমাধ্যমকে তিনি এ কথা বলেন। তাজুল ইসলাম বলেন, একইসঙ্গে নেপথ্যের কুশীলবদেরও চিহ্নিত করা হয়েছে। এর আগে, বুধবার (২ এপ্রিল) চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, জুলাই-আগস্টের গণহত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনার মামলার খসড়া তদন্ত রিপোর্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের হাতে এসেছে। একাধিকবার অপরাধ প্রমাণে তথ্য-প্রমাণ মিলেছে খসড়া তদন্ত রিপোর্টে। পার পাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, চূড়ান্ত তালিকা পেলে আমরা ব্যবস্থা নেব। তবে খসড়ার ২-এর পাতায় দেখুন

মোহাম্মদপুরে সাঁড়াশি অভিযানে গ্রেপ্তার ৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় দিনব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপির মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গত বুধবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- সাগর তালুকদার (২০), আল আমিন (২৩), সুজন মিয়া (২২), বিপ্লব হোসেন ওরফে সম্রাট (২৭), দিলীপ চন্দ্র দাস (২৭) ও সোহাগ। মেহেদী হাসান বলেন, গত বুধবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ সাঁড়াশি অভিযানে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ ০৪ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ২১ চৈত্র ১৪৩১ বাংলা

সরকারি চাকুরেদের আয়-ব্যয়ের তারতম্য দেখার সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেই

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকুরেদের আয়-ব্যয়ের তারতম্য দেখার সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদবিবরণী দাখিল মূলত এক ধরণের লোক দেখানো কাজ। কারণ ওসব সম্পদ বিবরণী খতিয়ে না দেখে বরং বস্তাবন্দি করে ফেলে রাখা হয়। দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে সরকারি কর্মচারীদের বিধি অনুযায়ী পাঁচ বছর পর পর বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদের হিসাব দিতে হতো। বিগত ১৫ বছরে তাদের কারো কারো সম্পদ অনেক গুণ বেড়েছে। অনেকের বিদেশেও সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় সরকারি চাকুরেদের সম্পদের বিষয়ে খুব বেশি নজর রাখা যায় না। শুধু গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গেলেই দাখিল করা হিসাবের সত্যতা নিরূপণ করা হয়। আর সেক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ দেখে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারি চাকরিজীবীদের সম্পদবিবরণী নেয়া একটি রুটিন কাজ। তবে ওসব বিবরণীর ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে ব্যবস্থা নেয়া হলে প্রশাসনে তা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু ওসব বিবরণী বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। বলা যেতে পারে এটি একটি লোক দেখানো কাজ। যে কারণে সম্পদবিবরণীগুলো বিশ্লেষণ করা হয় না। এমনকি সরকারের সংশ্লিষ্টদের বিশ্লেষণ করার সক্ষমতাও গড়ে তোলা হয়নি। তারপরও সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব সরকারিভাবে নেয়া হয়। মূলত সতর্ক করাই বিবরণী দাখিলের উদ্দেশ্য। সম্পদের হিসাব যাচাই করার কার্যকর উপায় খোঁজায় কারোর নজর নেই। সূত্র জানায়, দেশব্যাপী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদবিবরণী সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ। তারপরও অসৎ পথে, জনসেবা ব্যহত করে কারা বিত্তশালী হচ্ছে তা নজরদারি করাই বিবরণী গ্রহণ করার উদ্দেশ্য। কিন্তু পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতায় এ বিষয়ে খুব বেশি নজর রাখা যায় না। শুধু গোয়েন্দা তথ্য পাওয়া গেলেই দাখিল করা হিসাবের সত্যতা নিরূপণ করা হয়। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্যাডার কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও মাঠ প্রশাসনের কর্মচারীর সংখ্যা কমবেশি ৬৮ হাজার। শুধু ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যাই ৬,৫৩৯। প্রায় সবাই মন্ত্রণালয়ে তাদের সম্পদের হিসাববিবরণী জমা দিয়েছেন। বিভাগীয় ও ডিসি অফিসের কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে সম্পদের হিসাব জমা দিয়েছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও দপ্তরে প্রায় ১৫ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। তাদের হিসাবও জমা পড়ছে। কিন্তু সম্পদের বিবরণীগুলো জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা-৫ শাখার একটি রুমে ফাইলবন্দী থাকে। সেখানে হাতে হাতে হিসাব করতে হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গত ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যেই সম্পদের হিসাব জমা দিতে হয়েছিলো। পরবর্তীতে তার সময় বাড়িয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়। তাছাড়া এবারই প্রথম যাদের সম্পদ নেই তাদেরও জনস্বার্থে হিসাব জমা দেয়ার কথা বলা হয়। সূত্র আরো জানায়, সম্পদবিবরণী যাচাইয়ে ডিজিটাল ডাটাবেজ থাকা জরুরি। তা থাকলে সরকার পুরো বিষয়টি তাৎক্ষনিকভাবে হালনাগাদ করতে পারতো। কারো বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে তার

৭-এর পাতায় দেখুন

খরায় ফাটছে জমি, নলকূপেও মিলছে না পানি

নীলফামারী প্রতিনিধি : খরায় নীলফামারীতে সেচ সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। জেলার কিছু অঞ্চলে ধানের জমিতে ফাটল দেখা দিয়েছে, আর পানির স্তর নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েল থেকেও সহজে পানি মিলছে না। শ্যালো মেশিন দিয়ে সেচ দিতেও সমস্যা হচ্ছে। উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। সরেজমিন জেলার বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায়, বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে জমিতে চাষ করা হয়েছে বোরো ধান। সেচ না থাকায় জমিতে ফাটল ধরেছে। এর সঙ্গে পানির স্তর নেমে যাওয়ায় টিউবওয়েল থেকেও মিলছে না পানি। বাসিন্দারা অনেকে দূর থেকে পানের পানি সংগ্রহ করছেন। যদিও কেউ কেউ গভীর সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে পানির ব্যবস্থা করছেন। সৈয়দপুর আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লোকমান হাকিম জানান, গত বছর এই সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ ২৪ মিলিমিটার হলেও চলতি মৌসুমে এ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫ মিলিমিটার। তাপমাত্রা গত এক সপ্তাহ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে। তিনি বলেন, বাড়তি তাপমাত্রা এবং বৃষ্টি না হওয়ায় পানির স্তর নেমে যাওয়ায় সেচে সমস্যা দেখা দিয়েছে। খাবার পানিও সহজে মিলছে না টিউবওয়েল থেকে। জমিতে সহজে সেচ দিতে না পারা ও খাওয়াসহসহ ব্যবহারিক পানি না

৭-এর পাতায় দেখুন

পেছানোর সুযোগ নেই, ১০ এপ্রিল থেকেই এসএসসি পরীক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার : এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা পেছানোসহ দুই দফা দাবি জানিয়েছে একদল পরীক্ষার্থী। তারা এ দাবি আদায়ে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র বলছে, এসএসসি পরীক্ষা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। ১০ এপ্রিল থেকেই রুটিন মেনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়ানো গুজব ও কথিত অসহযোগ আন্দোলন না করে পরীক্ষার্থীদের শেষ সময়ের প্রস্তুতিতে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কামাল উদ্দিন বলেন, পরীক্ষার সব প্রস্তুতি শেষ। সব কেন্দ্রে পরীক্ষার সরঞ্জামাদি পাঠানোর কাজও শেষ পর্যায়ে। এ মুহূর্তে পরীক্ষা পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। এখন এ ধরনের আন্দোলন অযৌক্তিক। তিনি বলেন, আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে প্রায় সব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেওয়ার পক্ষে। শিক্ষার্থী নামধারী কিছু কিছু ব্যক্তি ফেসবুকের মাধ্যমে পরীক্ষা পেছানোর ষড়যন্ত্র করছে। গুজব ছড়াচ্ছে। পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এসব গুজবে কান না দিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত হবে। এর আগে বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) সকালে 'এসএসসি পরীক্ষার্থী ২০২৫'-এর পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষা একমাস পেছানো এবং প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষার মাঝে ৩-৪ দিন বিরতি রাখার দাবি তুলে ধরে পরীক্ষার্থীরা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পবিত্র রমজান মাসে রোজা রেখে ১৯ লাখ ২৮ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থীর ভালোভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। ঈদের পরপরই পরীক্ষা হওয়ায় পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এতে ফল বিপর্যয় হতে পারে। তাই একমাস সময় দিলে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে তারা। বিজ্ঞপ্তিতে তারা আরও উল্লেখ করে, এপ্রিল ও মে মাসে প্রচণ্ড গরম পড়ে। গরমে একটানা পরীক্ষা

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারত থেকে এলো ১০ হাজার ৮৫০ মেট্রিক টন চাল

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র চুক্তির আওতায় (প্যাকেজ-৮) ভারত থেকে ১০ হাজার ৮৫০ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল নিয়ে এমভি এইচটি ইউনাইট নামে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাহাজে রক্ষিত চালের নমুনা পরীক্ষা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। চাল খালাসের কার্যক্রম দ্রুত শুরু হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় জানায়, উন্মুক্ত দরপত্র চুক্তির আওতায় ভারত থেকে মোট ৫ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৯টি প্যাকেজে ৪

৭-এর পাতায় দেখুন

আরও ৫৭ হাজার কোটি টাকা আদায়ে চাপ দিচ্ছে আইএমএফ

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের জানুয়ারিতে অপ্রত্যাশিতভাবে কর বৃদ্ধি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এরপর প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পূর্বাভাস দেওয়া হয়, বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা থেকে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় সম্ভব। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) চায়, আগামী অর্থবছরে কর ছাড় কমিয়ে ও করের হার বাড়িয়ে সরকার অতিরিক্ত ৫৭ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করুক।এ অবস্থায় এনবিআর কর্মকর্তারা বলছেন, অতিরিক্ত এ রাজস্ব

সংগ্রহ করা না গেলে আইএমএফের ঋণের চতুর্থ কিস্তি যা ইতোমধ্যে মার্চ থেকে বিলম্বিত হয়েছে এবং আসন্ন পঞ্চম কিস্তি পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তারা আরও বলেন, আইএমএফ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দাবিগুলো জানায়নি। তবে শনিবার (৫ এপ্রিল) ঢাকায় সংস্থাটির প্রতিনিধি দল আসার পর আনুষ্ঠানিকভাবে এসব শর্ত উপস্থাপন করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।বিষয়টি নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনবিআরের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, জানুয়ারির কর বৃদ্ধির ধাক্কা এখনও পুরোপুরি সামলানো যায়নি। তাছাড়া সব কর ছাড় একসঙ্গে বাতিল করাও সম্ভব নয়। এনবিআরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে কিছু কর ছাড় পুরোপুরি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য কিছু কর ছাড় বিশেষ করে আয়করের ক্ষেত্রে বাতিল

৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ১২ দিন পর যুবদলকর্মীর মৃত্যু

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামে ঈদ শুভেচ্ছার ব্যানার টাঙানো নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ যুবদলকর্মী মো. জিহাদ (২৭) ১২ দিন পর মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। গত ২১ মার্চ রাত সোয়া ৮টার দিকে খুলশী থানার কুসুমবাগ আবাসিক এলাকায় ঈদের শুভেচ্ছা ব্যানার টাঙানো নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে। এতে দুই জন গুলিবিদ্ধ ও দুই জন ছুরিকাঘাতে আহত হন। স্থানী-য়রা জানিয়েছেন, ছাত্রদল নেতা শরীফুল ইসলাম তুহিনের অনুসারীদের সঙ্গে বিএনপি নেতা

৭-এর পাতায় দেখুন

সংস্কার, নির্বাচন, বিচার পুরোটা মিলেই অন্তর্বর্তী সরকার: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

বরিশাল প্রতিনিধি : আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, সংস্কার, বিচার, নির্বাচন এর কোনোটাকে আমি একটার সঙ্গে আরেকটার সাংঘর্ষিক মনে করি না। এর পুরোটা মিলেই হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার, এর পুরোটা মিলেই আমার ৭১ এর মুক্তির লড়াই, এর পুরোটা মিলেই হচ্ছে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান। কিন্তু এ প্রত্যেকটা কাজ করতে হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। একটা সুপ্ত জিনিস, হক জিনিসও চাপিয়ে দিলে জাতি মেনে নেয় না। বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে বরিশাল প্রেস ক্লাবের তৃতীয় তলার মিলনায়তনে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বরিশাল জেলা ও মহানগরে কর্মরত সব

৭-এর পাতায় দেখুন

টিকটক ভিডিও করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বাসার ছাদে টিকটিক ভিডিও করতে গিয়ে সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ভবনের ছাদ থেকে পড়ে সাকিব (১৮) নামের এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বুধবার রাত ৮টার দিকে দক্ষিণ সুরমার ধরাধরপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। মৃত সাকিব দক্ষিণ সুরমার কামালবাজার ইউনিয়নের কুড়িগ্রাম এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে। পুলিশ জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় সাকিবসহ কয়েকজন বন্ধু মিলে টিকটক ভিডিও করতে ধরাধরপুর এলাকায় দোতলা একটি বাসার ছাদে ওঠেন। ভিডিও করার সময় অসাবধানতাবশত সাকিব নিচে পড়ে যান। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী মেডিকেল

৭-এর পাতায় দেখুন

গরমে পানি পান করছে তৃষ্ণার্ত রিক্সাচালক। ছবিটি বৃহস্পতিবার হাটখোলা এলাকা থেকে তোলা।

বান্দরবানে গাছের সঙ্গে পর্যটকবাহী মিনিবাসের ধাক্কা, আহত ২৫

বান্দরবান প্রতিনিধি : বান্দরবানের লামার মিরিঞ্জা এলাকায় গাছের সঙ্গে পর্যটকবাহী মিনিবাসের ধাক্কায় ২৫ জন পুরুষ, নারী ও শিশু আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে এক শিশুসহ তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় লামার মিরিঞ্জা পাহাড়ের মাদানীনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে কয়েকহন হলেন- ডা. ফাহাদ বিন তৈয়ব (৩৪), মালিয়াত জাহান দুলিকা (১২), আব্দুল্লাহ মো. ওমর ফারুক (৫), আওসাফ আহনাফ সিদ্দিকি তাহজিব (১২), ফজল আহমেদ (৫৫), মো. হেলাল (৩১), তাহজীব (১২)। আহতরা সবাই লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ও কলাউজানের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ঈদের ছুটিতে সবাই চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার আধুনগর ও কলাউজান থেকে এসআর নামে একটি মিনিবাসে লামায় বেড়াতে যাচ্ছিল। তাদের মিনিবাসটি লামার মিরিঞ্জা পাহাড়ের মাদানীনগর এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে

৭-এর পাতায় দেখুন

যাত্রীর চাপ নেই, ফাঁকা আসন নিয়েই চলছে বাস

স্টাফ রিপোর্টার : যাত্রীর চাপ কমেছে রাজধানীর গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে। ঈদের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার (০৩ এপ্রিল) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এমন চিত্রই দেখা গেছে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়া এবং ঢাকায় ফেরা- দুই ধরনের যাত্রীই কম। বাস টার্মিনাল এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ঢাকা ছেড়ে যাওয়া বাসগুলোর আসন ফাঁকা থাকছে। এসব বাস অল্পসংখ্যক যাত্রী নিয়েই ঢাকা থেকে বের হচ্ছে। অন্য দিকে স্বজনদের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটিয়ে ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছেন কর্মজীবীরা। গ্রাম থেকে ঢাকায় প্রবেশ করা বাস থেকে তাদের নামতে দেখা গেলেও সেই সংখ্যা খুব বেশি নয়। নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড এলাকা থেকে পরিবার নিয়ে গাবতলীতে এসেছেন মো. নাজমুল। তিনি বলেন, পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর যাচ্ছি। আমার ছোট ১০ মাস বয়সী বাচ্চা সঙ্গে যাচ্ছে। ঈদের আগে সড়কে যানজট থাকে। রাস্তার ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টার যানজটে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে যাবে। এ কারণে ঈদের সময় বাড়ি যাইনি। এখন রাস্তায় তেমন যানজট নেই, দ্রুত সময়ে বাড়ি যাওয়া যাবে। গাবতলীতে আসা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মো. রহমত বলেন, ঢাকায় পরিবারসহ ঈদ করেছি। এখন গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছি। আমরা সাধারণত ভোগান্তি এড়াতে ঈদের আগে যাই না। এখন স্বস্তিতে যাচ্ছি, টিকিট কাটা, বাসে ওঠায় চাপ নেই। রাস্তায় যানজট নেই। ভ্রমণে স্বস্তি রয়েছে। ঈদ শেষে ঢাকায় ফেরা যাত্রী রাজীব

৭-এর পাতায় দেখুন

চালককে খুন করে ভ্যান নিয়ে পালানোর সময় একজনকে গণপিটুনি

মাদারীপুর প্রতিনিধি : মাদারীপুরের শিবচরে সাইদ মোল্লা (৭০) নামের এক ভ্যানচালককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। পরে ভ্যান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সৈকত ঢালী নামে একজনকে আটক করেছেন গ্রামবাসী। গত বুধবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের তালতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদ মোল্লা উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বড় কেশবপুর গ্রামের হামেদ মোল্লার ছেলে। ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি। আটক সৈকত ঢালী (৩৫) শিবচর উপজেলার পাচ্চর ইউনিয়নের কেরানীবাট ঢালীকান্দি এলাকার আদম ঢালীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার রাতে শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি ইউনিয়নের তালতলা নামক স্থানে রাস্তার পাশে স্যাাইদ মোল্লার গলা কাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। এ সময় স্থানীয়রা দলবেঁধে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সাইদ মোল্লার ভ্যানটি উদ্ধারে নামেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে স্থানীয়রা ভ্যানটি

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ফুটপাত থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর শাহবাগ থানার বার কাউন্সিলের বিপরীত পাশে স্থাপত্য অধিদফতরের সামনের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধের (৬০) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে পথচারীরা ফুটপাতে ওই বৃদ্ধকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার এসআই মো. মজিবুল জানান, "সকাল পৌনে ৯টার দিকে আমরা খবর পাই যে বার কাউন্সিলের বিপরীতে স্থাপত্য অধিদফতরের সামনের ফুটপাতে এক বৃদ্ধ পড়ে আছেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়, কিন্তু চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন,স্থানীয়দের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, বৃদ্ধটি ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে মারা গেছেন। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। নিহত বৃদ্ধের পরিচয়

৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা আইসিইউতে শিশুসহ ৩ জন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শিশু আরাধ্যা বিশ্বাসকে যখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আইসিইউতে নেওয়া হচ্ছিল, তখন তার বাবা দিলীপ বিশ্বাস ও মা সাধনা রাণীর লাশ শ্মশানের পথে; ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চিকিৎসকদের নির্দেশে সনাতন স্বেচ্ছাসেবী ফাউন্ডেশনের সেবকরা তাকে নিয়ে যান আইসিইউতে। সেখানে আগে থেকেই আছে দুর্ঘটনায় আহত কলেজছাত্রী তাসনিয়া ইসলাম প্রেমা (১৮)। সে নিহত রফিকুল ইসলাম-লুৎফুন নাহার দম্পতির মেয়ে। হাসপাতালের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন আরাধ্যার মামাতো ভাই দুর্জয় কুমার বিশ্বাস (১৮)। সে কুষ্টিয়ার একটি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। আরাধ্যার কাকা অসিত কুমার বাড়ই ঝিনাইদহ থেকে এসে তাদের সঙ্গ দিচ্ছেন। এসেছেন প্রেমার মামি জেসমিন রহমানও। চিকিৎসকরা জানান, আরাধ্যার ভেঙে যাওয়া দুই পায়ে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়েছে। তার মাথায় আঘাত পেয়েছে। তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। অপরিবর্তিত রয়েছে প্রেমার শারীরিক পরিস্থিতি। এছাড়া দুর্জয়ের হাত ও পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। মাথায় আঘাত থাকায় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এদিকে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে গেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে তারা চমেক হাসপাতালের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড ও আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রোগীদের দেখে আসেন। এ সময় আহতদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। আহতদের চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম উদ্দিন এবং উপ-পরিচালক ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াস চৌধুরী তারা বলেন, আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে। গত বুধবার সকাল ৭টার দিকে লোহাগাড়ার জাঙ্গালিয়া চুনতি বন রেঞ্জ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে বাস ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে মারা যান ১০ জন। এদের মধ্যে একই পরিবারের ৫ সদস্য রফিকুল ইসলাম শামীম (৪৬) ও তার স্ত্রী লুৎফুন নাহার সুমি (৩৫), তাদের দুই মেয়ে ৮ বছরের লিয়ানা এবং ১৪ বছরের আনিশা আক্তার, শামীমের ভাগনি ১৬ বছরের তানিফা ইয়াসমিন (১৬) নিহত হন। এছাড়া মাইক্রোবাসের

৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেটে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল, গ্রেপ্তার ৭

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের মিছিলে অংশগ্রহণের দায়ে সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বুধবার দিবাগত রাত পর্যন্ত নগরীতে সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সাত জনকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের পৃথক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হবে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পূর্ব পাঠানটুলা লন্ডনী রোডের হাফিজ খানের ছেলে সাফায়েত খান (৩৪), মদিনা মার্কেট এলাকার গার্ডেন গলি বাসিন্দা রাহাত নুরের ছেলে জহিরুল ইসলাম (১৯), পাঠানটুলা এলাকার জালাল আহমদের ছেলে সোহেল আহমদ সানী (১৮), সিলেটের টুকেরবাজার নালিয়া এলাকার রমণী মোহন করের ছেলে রবিন কর (২৩), নাইওরপুল এলাকার ফারুক আহমদের ছেলে ফাহিম আহমদ (২৩), শামীমাবাদ এলাকার নুর মিয়ার ছেলে রাজন আহমদ রমজান (২৩), পাঠানটুলা এলাকার মৃত হাফিজ খানের ছেলে বশির খান লাল (৫০) এবং

৭-এর পাতায় দেখুন

ঈদের পর কমেছে সবজি-মুরগির দাম

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদ পরবর্তী রাজধানীর বাজারগুলোতে গ্রীষ্মকালীন সবজি ও মুরগির দাম কমেছে। সরবরাহ ভালো থাকায় গ্রীষ্মকালীন সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা কমেছে। একই সঙ্গে আলু আগের দামেই বিক্রি হলেও পেঁয়াজ কেজিতে ৫ টাকা বেড়েছে। তবে বাজারগুলোতে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম দেখা গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর তালতলা ও শেওড়াপাড়া বাজারঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র। রাজধানীর এসব বাজার

ঘুরে দেখা গেছে, ঈদ পরবর্তী সরবরাহ ভালো থাকায় গ্রীষ্মকালীন সব ধরনের সবজি কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা কমেছে। এসব বাজারে গ্রীষ্মকালীন সবজি বেগুন প্রকারভেদে কেজিতে ২০ টাকা কমে ৬০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, করলা ৬০ থেকে ৮০ টাকা, বরবটি ৯০ টাকায়, পটল কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৬০ টাকা, ধুন্দুল ৭০ টাকা, চিচিঙ্গা কেজিতে ২০ টাকা কমে ৬০ টাকা, কচুর মুখী ১০০ টাকা, কচুর লতি কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে সাজনা ১৬০ টাকা ঝিঙ্গা ৭০ টাকা এবং কাঁচামরিচ ৬০ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে পেঁপে প্রতি কেজি ৬০ থেকে ৭০ টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ায় এসব বাজারে সিম ৬০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৬০ টাকা পিস, বাঁধা কপি ৫০ টাকা পিস, প্রতিটি লাউ বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে পাকা টমেটো কেজিতে ২০ টাকা বেড়ে ৪০ থেকে ৫০ টাকা, গাজর ৫০ টাকা, মুলা ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তবে ঈদ পরবর্তী শশা কেজিতে ৪০ টাকা কমে ৫০ থেকে ৬০ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। এসব বাজারে লেবুর হালি ৩০ থেকে ৪০ টাকা, ধনে পাতা ১৪০ টাকা কেজি, কাঁচা কলা হালি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়, চাল কুমড়া ৬০ টাকা পিস, কেপসি ক্যাপ ১২০ টাকা এবং মিষ্টি কুমড়া ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে লাল শাক ১০ টাকা আঁটি, লাউ শাক ৪০ টাকা, পালং শাক ১৫ টাকা, কলমি শাক আঁটি ১০ টাকা, পুঁই শাক ৪০ টাকা এবং ডাটা শাক ২০ টাকা আঁটি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। এদিকে ঈদ পরবর্তী মুরগির দাম কেজিতে ১০ টাকা কমেছে। এসব বাজারে সোনালি কক মুরগি কেজিতে ১০ টাকা কমে ৩২০ এবং সোনালি হাইব্রিড ২৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লাল লেয়ার মুরগি ৩০০ টাকা, সাদা লেয়ার ২৯০ টাকা, ব্রয়লার মুরগি ২১০ টাকা এবং দেশি মুরগি ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে আলুর দাম স্থিতিশীল রয়েছে। আলু ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে বগুড়ার লাল আলু ৩০ টাকা এবং দেশি পেঁয়াজ কেজিতে ৫ টাকা বেড়ে ৪৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে আদা ১২০ থেকে ২৮০ টাকা, রসুন দেশি ১০০ টাকা

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি ভেবে বিএসএফের গুলি ভারতীয় চোরাকারবারির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তে বিএসএফের বুলেটে এক ভারতীয় চোরাকারবারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার গোরকমণ্ডল সীমান্তের ৯২৯ নম্বর আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের তিন নম্বর সাব পিলারের পাশে শূন্য লাইন থেকে প্রায় ২০০ গজ ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় মরাকুটি (ভোরাম পয়োস্তি) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিজিবি সূত্র জানায়, নিহত ওই ব্যক্তির নাম জাহানুর আলম (২৪)। তিনি ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার গিদালদহ এলাকার ভোরাম পয়োস্তি গ্রামের কবিদুল ইসলামের ছেলে। পরে সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ওই সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে গোরকমণ্ডল ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার ফিরোজ এবং বিএসএফের পক্ষে ৩ বিএসএফ ব্যাটলিয়নের অধীন ভারবান্দা গিদালদহ ক্যাম্পের কমান্ডার গিরিশ চন্দ্র নেতৃত্ব দেন। পতাকা বৈঠকের পর সকাল ১০টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে গুলিতে নিহত ওই ভারতীয় চোরাকারবারীর লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা। স্থানীয়রা জানান, গতকাল

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

যত বড় চাঁদাবাজ হোক না কেন ছাড়

হলো চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজি বন্ধ করতে না পারলে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন পার্বত্য উপদেষ্টা। এখানে এসে দেখলাম এখানকার উন্নয়ন শহরকেন্দ্রিক। এখানে বনায়ন যেগুলো ছিল তা পুড়িয়ে মরুভূমি করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে কি করা যায় চিন্তা-ভাবনা করছি। উপদেষ্টা বলেন, জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। টাকাটা যেন গরিবের হাতে পৌঁছায়। সেই টাকা দিয়ে যেন তারা আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে পারে। দীঘিনালা-বাঘাইছড়ি উপজেলায় স্থানীয়দের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সবজি চাষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বর্তমানে অনেক গাছ-পালা হয়েছে। কিন্তু সেখানকার অনেক স্থানে জুম চাষের কারণে মরুভূমি এলাকায় পরিণত হয়েছে। তাদের সজাগ করতে হবে। আর অত্র এলাকায় চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বাঘাইহাটে আগে বিজিবি ক্যাম্প ছিল না। এখন বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। একদিনে কোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, অস্ত্রের চোরাচালান এদিকে হচ্ছে না অন্যদিকে হচ্ছে। অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার পাহাড় এবং সমতল কোথাও বৈধ নয়। ৫ আগস্ট আন্দোলনের অনেক অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। এসব অস্ত্র উদ্ধার হয়ে গেলে অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও আধুনিক করা হবে। যারা বড় বড় কথা বলে তারাই মারামারি শুরু করে দিয়েছে। এখানে বসে স্যুট-টাই পড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর ওখানে সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছে। তারা চাঁদাবাজি করছে। তারা সাধারণ মানুষ মেরে রাজনীতি করছে। আর তাদের সন্তানরা বাইরে লেখাপড়া করছে। এটা যেন আর না হয়। সরকার এসব বিষয় নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, কিছু মিডিয়ার কাজ হলো গুজব রটানো। তিনি এসময় গণমাধ্যম কর্মীদের সঠিক সংবাদ নিতে অনুরোধ জানান। তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের বলেন, আপনাদের সঠিক সংবাদ গুজবকে হটিয়ে দেবে। এসময় পার্বত্য উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা, বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, বিজিবি সদর দপ্তর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. সোহরাব হোসেন ভূঁইয়া, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, পিলখানা ঢাকার ছুরো চিফ অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ইয়াছির জাহান হোসেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কাজী মোহাম্মদ সাইফুর ইসলাম, পূর্ত বিভাগের উপ-মহাপরিচালক কর্নেল সোহেল আহমেদ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা জি পরিচালক লে.কর্নেল মো. রাতিফ সিদ্দিকী, ডিজি বিজিবির পিএস টু লে. কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মাশরুফী, এনএসআই'র অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আবু নোমান সরকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট ব্যাটালিয়ন (৫৪ বিজিবি) পরিদর্শন করেন।

বিমসটেক দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য

ভূমিতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য মিয়ানমারের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ওপর জোর দেন। বিমসটেকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য খসড়া এজেন্ডা এবং শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণার খসড়া চূড়ান্ত করেছেন। ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে এই খসড়া দুটি বিবেচনা করা হবে। বিমসটেকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঢাকায় ২১তম বিমসটেক মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠক আয়োজনে সম্মত হয়েছেন।

চাকরির পেছনে না ঘুরে তরুণদের

ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হতে হয়নি। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ১৯৭২ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে ফিরে যাই। নতুন একটি দেশে নিজের ভাবনার মতো করে তৈরি করার ইচ্ছায় এবং স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে আমি চেষ্টা করছিলাম জানতে, আমি কী করতে পারি দেশের জন্য। কিন্তু খুব দ্রুত নতুন দেশ গড়ার যে উচ্ছ্বাস ছিল সেটি গায়েব হয়ে গেলো। কারণ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ডামাডোলে অনেক গভীরে ডুবে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালের দিকে বাংলাদেশ অনেক বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে গেল। আমরা সেই সময়ে বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি। কিন্তু এমন দুর্ভিক্ষ আর কখনও বাস্তবে দেখা যায়নি। আপনারা রাস্তায় লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন, তারা কোনও রোগে কিংবা করোনার মতো মহামারিতে মারা যায়নি, দুমুঠো ভাতের জন্য মারা গেছে। আমি তখন তরুণ ছিলাম, শিক্ষকতা করতাম, কিছু করতে চাইতাম, কিন্তু জানতাম না কোথা থেকে শুরু করতে হবে। ছোট ছোট উদ্যোগ নিলাম, কিছু কাজে এলো না। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, পুরো বাংলাদেশের জন্য কাজ করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি একজন ক্ষুদ্র মানব, আমার পক্ষে পুরো বাংলাদেশের জন্য কাজ করা সম্ভব না। তবে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের কাছেই থাকা গ্রামের জন্য কাজ করতে পারি। আমি আমার বাংলাদেশ হিসেবে ওই গ্রামকে বেছে নিলাম। এই গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করবো, যাতে তারা ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে দূরে থাকে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি সারা জীবন চেষ্টা করেছি গ্রামে এমন ধরনের কাজ করতে। একসময় মনে হলো গ্রামও আমার জন্য অনেক বড় বিষয় হয়ে যায়। আমি পুরো গ্রামের জন্য একা কিছু করতে পারবো না। তাই আমি একজন একজন করে কাজ করা শুরু করলাম। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম। তাদের স্থানীয় ভাষা আমার জানা ছিল বলেই কথা বলতে অসুবিধা হয়নি। আমি একজন নারীর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি ঋণ শোধ করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছিলেন। তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন, কিন্তু তার সেই কাজের ফসল ঋণ শোধের পেছনেই চলে গেছে। কারণ ঋণদাতা তার কাছ থেকে নিজেদের নির্ধারণ করা মূল্যেই তার ফসল নিয়ে যেতো। আমি তাকে বললাম, আমি যদি অল্প কিছু অর্থ দেই তাহলে সে কি তার পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারবে? বাজার সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না। তিনি বললেন চেষ্টা করে দেখতে পারি। সেটি আমার দেওয়া প্রথম ঋণ ছিল। এটি তাকে অন্যভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিলো। সামান্য ঋণ একজনের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি ক্যাম্পাসের কাছেরে একটা ব্যাংকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, গ্রামের এই গরিব মানুষকে ঋণ দিচ্ছেন না কেন। আমার কথা শুনে তিনি আকাশ থেকে পড়লেন এবং বললেন গরিব মানুষকে ব্যাংক কখনও ঋণ দেয় না। আমি বললাম, আপনার ব্যাংকিং সিস্টেম পুরোই ভুল। ভুল নীতির ওপর ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আপনাদের মূলনীতি হচ্ছে যাদের যত বেশি আছে তাদের আরও বেশি দেওয়া। বিষয়টি এটার বিপরীত হওয়া উচিত ছিল। যাদের কিছুই নাই তাদের কাছে সবার আগে ব্যাংকের যাওয়া উচিত ছিল। আপনারা সেটি করেন না। সেই পুরনো মূলনীতি এখন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। সমাজকে পরিবর্তন করার যে শক্তি সেটি সেখানেই আটকে আছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, অল্প অল্প অর্থ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দিলে সেটি দ্রুত ফেরত আসে এবং বারবার দেওয়া যায়। সেই একই অর্থ বারবার ব্যবহার করা যায়। দান করা অর্থ একবারই যায়, সেটি আর ফেরত আসে না। একই অর্থ যদি আমি ঋণ হিসেবে দেই, তার সঙ্গে অপারেশনাল খরচ যুক্ত করে ফেরত নিয়ে আসা যায় এবং এটি বারবার করা যায় এবং বিস্তৃতভাবে করা যায়। লাখ লাখ মানুষের কাছে এই সেবা পৌঁছানো যায়।

ঈদের চতুর্থ দিনেও চিড়িয়াখানায়

সামনে শিশু ও অভিভাবকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বিমানবন্দর হাজী ক্যাম্প থেকে মো. আনিসুর রহমান মাদ্রাসায় পড়ুয়া দুই ছেলেকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় এসেছেন। তিনি বলেন, ঈদের প্রথম তিন দিনে চিড়িয়াখানায় আসিনি। আমি জানি ঈদে প্রথম তিন দিন অনেক ভিড় হয়। কিন্তু আজকে (গতকাল বৃহস্পতিবার) এসে দেখছি ভিড়। বাচ্চাদের মূলত বাঘ, সিংহ, হাতি, জিরাফ ও জলহস্তী দেখাতে নিয়ে এসেছি। পুরান ঢাকা এলাকা থেকে ছুটে এসেছেন মো. মানিক বলেন, ভিড়ের বিষয় জানলে ঈদের ছুটি শেষে চিড়িয়াখানায় আসতাম। বাচ্চাদের এখানে জীবজন্তু দেখাবো। জীবজন্তু ওরা জীবন তো দেখে অনেক আনন্দ পাবে। জাতীয় চিড়িয়াখানার পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার বলেন, ঈদের দিন ৭০ হাজারের একটু বেশি এবং দ্বিতীয় দিন এক লাখ ৭০ হাজার, তৃতীয় দিনে এক লাখ ৫০ হাজারের কাছাকাছি দর্শনার্থী এসেছেন চিড়িয়াখানায়। আমরা ধারণা করছি আজ (গতকাল বৃহস্পতিবার) প্রায় ৯০ হাজার দর্শনার্থী প্রবেশ করেছেন। চিড়িয়াখানা সংলগ্ন সড়কে অবৈধভাবে বিভিন্ন পরিবহন পার্কিং করে রাখায় চিড়িয়াখানায় প্রবাসে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে দর্শনার্থীদের। এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় জানতে চাইলে পরিচালক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাকে চিড়িয়াখানার সামনের সড়কটি আমাদের আওতায় নেই। এ বিষয়ে আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ, র‍্যাব ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করেছি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম ছাড়া আমরা কিছু করতে পারছি না এ বিষয়ে। তিনি বলেন, এবার দর্শনার্থীদের জন্য পাশাপাশি গরমটাও একটু বেশি। সেজন্য প্রত্যেক স্থানে আমরা পানির ব্যবস্থা করে রেখেছি। দর্শনার্থীদের জন্যও বেঞ্চ জায়গায় খাওয়ার পানি এবং হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা রেখেছি।

যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি ঘিরে

পেতে তাদের অসুবিধা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রেষণ (এপিডি) মো. এরফানুল হক জানান, পদোন্নতিবঞ্চিতদের আবেদন পাওয়া গেছে। এখন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত দেবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে প্রধান

সরবরাহকারী। ২০১৭ সাল থেকে তারা প্রায় ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অবদান রেখেছে এবং জাতিসংঘকে জরুরি খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র জুলাই বিদ্রোহের সময় বাংলাদেশের ছাত্র-প্রতিবাদী নেতাদের মর্যাদাপূর্ণ ম্যাডেলিন আলব্রাইট অনারারি গ্রুপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইলন মাস্কের স্টারলিংকের হাত ধরে

নেটওয়ার্ক উন্নত করতে পারে এবং সেবার মান বাড়াতে পারবে। তবে স্টারলিংকের প্রভাব কম হবে। তবে সরকারকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা তৈরি করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গ্রাহকরা সবচেয়ে ভালো সেবা উপভোগ করতে পারে। এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টারের (এপনিক) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্য এবং ইন্টারনেট প্রকৌশলী সুমন আহমেদ সাবির বলেন, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক সংযোগ। এর মাধ্যমে অনেক ধরনের পরিষেবা পাওয়া যাবে, এবং সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে দুর্গম এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট সেবা পৌঁছানো। এতে দেশের ইন্টারনেট সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভালো প্রতিযোগিতাও তৈরি হবে। বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, স্টারলিংক চালুর উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। এর মাধ্যমে ইন্টারনেট পরিষেবার বাজারে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, যা একটি ভালো দিক। তবে, স্টারলিংক নিয়ে আইএসপিগুলোর বড় কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, স্টারলিংক ব্যয়বহুল হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন হবে। এছাড়া সারাদেশে আইএসপিগুলোর প্রায় ৮৪-৮৫ লাখ ব্যবহারকারী রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রান্তিক এবং দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সেবা চালু হলে স্টারলিংকের ভূমিকা বড় হবে, বিশেষত ফ্রিল্যান্সারদের জন্য। বর্তমানে যেসব ব্রডব্যান্ড কানেকশন ব্যবহার হচ্ছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর হচ্ছে না। স্যাটেলাইট ইন্টারনেট চালু হলে তাদের সমস্যা সমাধান হবে। তবে, আইএসপিগুলোর সহযোগিতা এবং সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। দেশীয় আইএসপি প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন স্যাটেলাইট সেবার আগমন ঘিরে সতর্ক ও বিশ্লেষণধর্মী অবস্থানে রয়েছে। তারা জানায়, ফাইবারের মাধ্যমে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য স্বল্প খরচে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেশজুড়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। স্টারলিংক, যেহেতু একটি প্রিমিয়াম সেবা, তা শহরাঞ্চলে অনেকের জন্য কিছুটা ব্যয়বহুল হতে পারে। একটি স্থানীয় আইএসপি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বলেন, দেশজুড়ে আমাদের একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু রয়েছে। এখন আমাদের ফাইবার নেটওয়ার্কের উন্নতিতেই বেশি জোর দিচ্ছি। আমরা গ্রাহকদের জন্য স্বল্প খরচে মানসম্মত সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তিনি বলেন, যদিও স্টারলিংক প্রযুক্তিগত দিক থেকে নতুন ও খরচ অনেক বেশি। আমরা স্টারলিংক নিয়ে শঙ্কিত নই তবে আমাদেরও সেবা উন্নত করতে হবে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সভাপতি ইমদাদুল হক বলেন, স্টারলিংক চালু হলে, দেশীয় আইএসপিগুলো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তবে আমাদের প্রতিযোগিতা বাড়বে। তবে শহরগুলোতে স্টারলিংকের সেবা দেওয়ার অনুমোদনের দরকার ছিল না। দেশের পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত যে সকল অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড পৌঁছানো সম্ভব নয় সেসব এলাকায় স্টারলিংককে অনুমোদন দিলে ভালো হতো। এখন সরকার যেহেতু নতুন প্রযুক্তি দিতে চাচ্ছে আমরাও সেটিকে প্রতিযোগিতা হিসেবেই নেব। সবমিলে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা স্বল্প খরচে ব্রডব্যান্ড সেবা দিচ্ছি, যা স্যাটেলাইট ইন্টারনেট দিতে পারবে না। তবে, কর্পোরেট ক্ষেত্রের কিছু গ্রাহক হারাতে হতে পারে। সরকারের উচিত আমাদের রক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা। একইসঙ্গে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন গ্রাম-অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার মান বাড়াতে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, স্টারলিংক সেবাটি মহাকাশ থেকে সরাসরি সিগন্যাল প্রেরণ করে ইন্টারনেট সেবা দেয়। আন্তর্জাতিকভাবে এটি সফল হলেও, বাংলাদেশের ডিজিটাল পরিকাঠামোতে এটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ৯ এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে যাচ্ছে স্টারলিংক, যা দেশের ইন্টারনেট বাজারে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার

পরিকল্পনা নিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। এছাড়া বিসিএসের মাধ্যমে ২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বিসিএস থেকে আরও সাড়ে ৩ হাজার চিকিৎসক নেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নাটোরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানিয়েছেন। এসময় মহাপরিচালক বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য আমরা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে স্বাস্থ্য কার্ড দিয়েছি। এছাড়া গুরুতর আহত ৪০ জনকে দেশের বাইরে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য বিভাগ মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব অর্পণ করেছে। জুলাই অভ্যুত্থানে প্রায় ১৬ হাজারের মতো আহত হয়েছেন। আহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দেশে একজন ডাক্তারের বিপরীতে তিনজন নার্স থাকার কথা থাকলেও সেখানে আমাদের দেশের এই চিত্র উল্টা। ডাক্তারের সংখ্যা বেশি, নার্সের সংখ্যা কম। আবার যে সমস্ত পদ রয়েছে, সেসমস্ত পদে জনবল শুন্য রয়েছে। কোথাও জনবল আছে, আসবাবপত্র নেই। আবার কোথাও আসবাবপত্র আছে তো জনবল নেই। তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য বিভাগ সমন্বিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে খুব শিগগিরই এসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে কাজ করছে। এসময় স্বাস্থ্য বিভাগের রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক ডা. হাবিবুর রহমান, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ নাটোর জেলা শাখার সভাপতি ডাক্তার আমিনুল ইসলাম, সদর হাসপাতালের কনসালটেন্ট ডাক্তার আনিছুজ্জামান পিয়াস ও নাটোর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার মাহবুবুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন। এর আগে মহাপরিচালক জেলা সদর হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। পরে চিকিৎসক সংকট নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বিচার বানচালে মোটা অঙ্কের অর্থ

তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফরমাল চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। তাজুল ইসলাম বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনে গণহত্যার নির্দেশদাতা হিসেবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ ও উপাত্ত রয়েছে। কখনও সরাসরি, কখনও টেলিফোনেসহ নানা মাধ্যমে গুলির নির্দেশ দিয়ে তা আবার নিশ্চিতও করেন শেখ হাসিনা। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। আইনের ভাষায় এ গণহত্যার সুপেরিয়র কমান্ড রেসপনসিবিলিটি শেখ হাসিনার। তার আগে, গত ২৭ মার্চ তিনি জানান, গত ৫ আগস্ট রাজধানীর চাঁনখারপুলে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তদন্ত প্রতিবেদনের খসড়া প্রসিকিউশনের হাতে এসেছে। এই প্রতিবেদন ঈদের পর ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ১৭ অক্টোবর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনের চেষ্টা ও গণহত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪৬ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেনে আগুন

ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। দুর্ঘটনার শিকার ট্রেনটি উদ্ধারে চেষ্টা চালানো হয়। জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ খাইরুল ইসলাম বলেন, মহুয়া কমিউটার ট্রেনের পাওয়ার কারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বর্তমানে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশে টিউলিপের বিপুল সম্পদ রয়েছে যার উৎস নিয়ে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত। এসব অভিযোগের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বরাবর একটি চিঠি লিখেছিলেন টিউলিপের আইনজীবীরা। সাবেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোকে মিথ্যা ও বিরক্তিকর বলে উল্লেখ করেন তারা। কয়েক সপ্তাহ আগে লেখা ওই চিঠিতে আরও বলা হয়, টিউলিপের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত সব জিজ্ঞাসা যেন ২৫ মার্চের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। অন্যথায় ধরে নেওয়া হবে, কর্তৃপক্ষের কাছে আইনসঙ্গত কোনও প্রশ্ন নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে সাবেক মন্ত্রী লিখেছেন, সময়সীমা অতিক্রম হয়ে গেলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করেছে স্কাই নিউজ।

বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ

ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর ৪৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার পণ্যে ৪৪ শতাংশ, তাইওয়ানের পণ্যে ৩২ শতাংশ, জাপানের পণ্যে ২৪ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যে ২৫ শতাংশ, থাইল্যান্ডের পণ্যে ৩৬ শতাংশ, সুইজারল্যান্ডের পণ্যে ৩১ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ৩২ শতাংশ, মালয়েশিয়ার পণ্যে ২৪ শতাংশ, কম্বোডিয়ার পণ্যে ৪৯ শতাংশ, যুক্তরাজ্যের পণ্যে ১০ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্যে ৩০ শতাংশ, ব্রাজিলের পণ্যে ১০ শতাংশ, সিঙ্গাপুরের পণ্যে ১০ শতাংশ, ইসরায়েলের পণ্যে ১৭ শতাংশ, ফিলিপাইনের পণ্যে ১৭ শতাংশ, চিলির পণ্যে ১০ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ার পণ্যে ১০ শতাংশ, তুরস্কের পণ্যে ১০ শতাংশ, কলম্বিয়ার পণ্যে ১০ শতাংশ আরোপ করা হয়েছে। অন্যান্য যেসব দেশের পণ্যের ওপর বেশি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মিয়ানমারের পণ্যে ৪৪ শতাংশ, লাওসের পণ্যে ৪৮ শতাংশ এবং মাদাগাস্কারের পণ্যের ওপর ৪৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। শুল্ক আরোপের ঘোষণাকে 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির প্রতিফলন উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, আজকের দিনকে আমেরিকান শিল্পের 'পুনর্জন্ম' এবং আমেরিকাকে 'আবার সম্পদশালী' করার দিন হিসেবে স্মরণ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, দশকের পর দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য বাধার মুখে রয়েছে। অন্যান্য দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা আরও খারাপ অবস্থা তৈরি করেছে। বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মেধাসত্ত্ব চুরিসহ অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপের অভিযোগ করেছেন তিনি।

ফলাফল বিশ্লেষণ করছে বাংলাদেশ: এদিকে বাংলাদেশি পণ্যের ওপরে ৩৭ শতাংশ শুল্ক বসানোয় বাংলাদেশি রফতানি পণ্য বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব কতটুকু পড়তে পারে এ বিষয়ে কাজ করছে সরকার। বাংলাদেশি পণ্য ওপর আগে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ছিল ১৬ শতাংশ। বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যেমন অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তেমনই বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপরও শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যেমন-ভিয়েতনামের ওপর ৪৬ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ওপর ৪৪ শতাংশ বা মিয়ানমারের ওপর ৪৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। ফলে রফতানির ক্ষেত্রে এর প্রভাব কী পড়তে পারে সেটি হিসাব করে বের করতে হবে। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের একটা সূত্র জানায়, এ বিষয়ে এখন আরও জোরালোভাবে কাজ করতে হবে। আগামী তিন থেকে ছয় মাস এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটতি রয়েছে উল্লেখ করে সূত্র জানায়, বাংলাদেশ বেশি রফতানি করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এখন বেশি পণ্য আমদানি করে আমাদের দেখাতে হবে যে বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা হলেও কমছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা গেছে, আমরা সয়াবিন তেল, তুলা, গম অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করি। এ সময় আমরা যদি কিছুটা বেশি পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করি তাহলে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ কমে আসবে। মোটকথা আমাদের এখন দেখাতে হবে, আমরা বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর বিষয়ে সিরিয়াস। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক পণ্য বেশি রফতানি করে। এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ, বিমানসহ অন্যান্য পণ্য আমদানি করে থাকে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রায় সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রফতানি করেছে।

ঢাকায় ফিরছে মানুষ, অনেকে বাড়ির

ট্রেনগুলো সময়মতো ছেড়ে যাচ্ছে বলে তারা জানান। তবে সকাল থেকে ঢাকায় আসা ট্রেনের সঠিক সংখ্যা তখনও জানা যায়নি। রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলেন, ঈদে ঢাকায় ফিরতি যাত্রার অগ্রিম টিকিটও বিক্রি হয়েছে। ফলে টিকিট নিয়ে ঝামেলা নেই। সব ট্রেন নির্ধারিত সময়েই ছেড়ে যাচ্ছে ও পৌঁছাচ্ছে। ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফেরার তাড়া থাকায় স্টেশনে যাত্রীদের চাপ আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা। স্টেশনে থাকা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অনেকে ঈদের ছুটিতে কাজের ব্যস্ততার কারণে বাড়ি যেতে পারেননি। তারা এখন সামান্য অবসর পেয়ে প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে ছুটছেন গ্রামের উদ্দেশে। কমলাপুর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কথা হয় রফিকুল ইসলাম নামে এক যাত্রীর সঙ্গে। তিনি বলেন, ঈদের সময় কাজ থাকায় বাড়ি যেতে পারিনি, তাই এখন দুই দিনের ছুটি পেয়ে বাড়ি যাচ্ছি। একই কথা বলেন ঢাকার রেস্টুরেন্টকর্মী আহাদ। তিনি বলেন, ঈদে আমাদের ব্যস্ত সময় যায়, তখন ঢাকায় থাকা লাগে। এখন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে বাড়ি যাচ্ছি। এদিকে ছুটি শেষে যারা কর্মস্থলে ফিরছেন তারা জানান, ফিরতে কোনও সমস্যা হয়নি। তবে ট্রেন পূর্ণ ছিল যাত্রীতে।

গুলশানে যুবকের ঝুলন্ত লাশ

ধারণা করা হচ্ছে, তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কী না, তা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। নিলয় গায়েন গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলার চাওচা গ্রামের মৃত নিখিল গায়েনের ছেলে। তিনি গুলশান কালাচাঁদপুরের ওই ভাড়া বাসায় থাকতেন।

ঝিনাইদহে বেদেপল্লিতে পেটে রড ঢুকিয়ে যুবককে হত্যা, আটক ১

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুরের বেদেপল্লির এক যুবককে পিটিয়ে ও পেটে রড ঢুকিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে শ্বশুর আহত হয়েছেন। এ ঘটনার জড়িত থাকার অভিযোগে রুবেল হোসেন নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। গত বুধবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তালাব হোসেন (৩২) ওই এলাকার মৃত আয়ুব আলীর ছেলে। আহত হয়েছেন তার শ্বশুর ছবেদ আলী। বেদেপল্লির কয়েকজন বাসিন্দা জানান, তালাব হোসেনের সঙ্গে প্রতিবেশী রুবেল হোসেনের বিরোধ চলছিল। তালাব এলাকায় থাকতেন না, কাজের প্রয়োজনে বাইরে থাকতেন। এক সপ্তাহ আগে তালাবের বাবা আয়ুব আলী অসুস্থ হয়ে মারা যান। এরপর তালাব বাড়িতে আসেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তার আবার চলে যাওয়ার কথা ছিল। এরই মধ্যে গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম বলেন, রাতে তালাব হোসেন একই মহল্লায় তার শ্বশুর ছবেদ আলীর বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। গভীর রাতে রুবেল সেখানে গিয়ে জখম করেন। জামাতাকে বাঁচাতে গিয়ে শ্বশুর আহত হন। পরে প্রতিবেশীরা গুরুতর আহত অবস্থায় তালাবকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ছবেদ আলী ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তালাবের স্ত্রী জানেদা বেগম বলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে কখনও সাপ, আবার কখনও বানর খেলা দেখিয়ে তাদের সংসার চলতো। স্বামীর আয় দিয়ে তিন মেয়ে আর তার খাবার জুটতো। এখন তাদের কী হবে? কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হবে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কক্সবাজারে ডাকাতের বাড়ি থেকে অস্ত্র-স্বর্ণ ও ৩০ লাখ টাকা উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফে গত বুধবার রাতে এক ডাকাতের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গোলা, ৩০ লাখের বেশি টাকা ও সোনা জব্দ করেছে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড। তবে এ সময় কাউকে আটক করা হয়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাদক, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধে নৌবাহিনী দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত বুধবার রাতে টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের আলিখালিতে হারুন ডাকাতের বাড়িতে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড অভিযান চালায়। হারুন ডাকাতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, ছয়টি তাজা গোলা, পাঁচটি দেশি ধারালো অস্ত্র, ৩০ লক্ষাধিক টাকা, সোনা, একাধিক চেকবই ও ২০টি সিমকার্ড উদ্ধার করা হয়। পরে জব্দ করা আলামত টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। টাকা ও সোনা টেকনাফ কাস্টমস অফিসে হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখতে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকাগুলোয় নৌবাহিনীর নিয়মিত অভিযান চলমান রয়েছে। অপরদিকে একই দিন মধ্যরাতে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ নাফ নদের মোহনায় অভিযান চালিয়ে এক লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধারের কথা জানিয়েছেন কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার মো. সিয়াম-উল-হক। তিনি বলেন, ?'মিয়ানমার থেকে ইয়াবার একটি চালান পাচারের খবরে নাফ নদে যৌথ অভিযানে এই ইয়াবার চালান উদ্ধার করা হয়েছে। জলপথে মাদক-সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এ অভিযান চলমান থাকবে।

বিমসটেকে সমুদ্র পরিবহন সহযোগিতা চুক্তি সই

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বিমসটেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বাস্তব এবং ফলাফলমুখী সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছেন। এসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মন্ত্রীরা বিমসটেক সামুদ্রিক পরিবহন সহযোগিতা চুক্তিতে সই করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ২০তম বিমসটেক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তিনি এই মন্তব্য করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের একদিন আগে বিমসটেকের সাত সদস্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিমসটেক সামুদ্রিক পরিবহন সহযোগিতা চুক্তিতে সই করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের বক্তব্যে সম্মিলিত শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (এফটিএ) কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে ১২ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টি বৈঠকে তোলেন তৌহিদ হোসেন এবং তাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বৈঠকে, বিমসটেকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনের জন্য খসড়া অস্থায়ী এজেন্ডা এবং শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণার খসড়াও চূড়ান্ত করেন। যা আগামীকাল অনুষ্ঠেয় আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে বিবেচনা করা হবে।

যশোরে ফুচকা খেয়ে হাসপাতালে ভর্তির ঘটনায় মামলা, দোকানি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের অভয়নগরে ঈদমেলায় ফুচকা খেয়ে নারী, পুরুষ ও শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় দোকানি মনির হোসেনকে (২৫) পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গত বুধবার রাতে গ্রেপ্তার ওই দোকানিকে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হয়। সোমবার ঈদের দিন বিকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত উপজেলার দক্ষিণ দেয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফুচকা খেয়ে দুই শতাধিক নারী-পুরুষ ও শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আশঙ্কাজনক হওয়ায় ১৪ জনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার পর থেকে ফুচকা দোকানি মনির হোসেন পলাতক ছিলেন। ফুচকা খেয়ে অসুস্থ তানজিম হোসাইন নামে এক ব্যক্তি গত বুধবার মনির হোসেনের বিরুদ্ধে অভয়নগর থানায় মামলা (নম্বর-৩/০২.০৪.২০২৫ দণ্ডবিধির ২৭২/২৭৩/৩৩৬ ধারাসহ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর বিভিন্ন ধারা) দায়ের করেন। রাতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। মনির হোসেন যশোরের মণিরামপুর উপজেলার ঢাকুরিয়া গ্রামের আব্দুল লতিফ ওরফে মিন্টুর ছেলে। অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আলীমুর রাজিব বলেন, ফুচকা খেয়ে গত বুধবার পর্যন্ত ২৩৫ রোগী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় ১৪ জনকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। অবস্থার উন্নতি হয়েছে এমন ১৪৮ জনকে চিকিৎসাপত্র দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। এখন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৭৩ জন ভর্তি রয়েছেন। তাদের অবস্থা উন্নতির দিকে। অভয়নগর থানার ওসি আবদুল আলিম বলেছেন, ফুচকা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া তানজিম হোসাইন গত বুধবার দোকানির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। এরপর রাতে মণিরামপুর উপজেলার ঢাকুরিয়া গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে নেওয়া হয়।

শিক্ষক হত্যার পর ১৩ বছর পর পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনায় শিক্ষক হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কাজী মামুন উল আলমকে (৪২) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর মহাখালী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। সে দীর্ঘ ১৩ বছ ধরে পলাতক ছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার র‍্যাব-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তাপস কর্মকার জানান, মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহাখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাজী মামুন উল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে নেত্রকোনার সদর থানার শিক্ষক হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার এড়াতে দীর্ঘ ১৩ বছর দেশের বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে ছিল মামুন। জিজ্ঞাসাবাদে সে শিক্ষক হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে। গ্রেপ্তারের পর তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান বলে জানান র‍্যাবের এই কর্মকর্তা।

নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসছে সিসি ক্যামেরা

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জ শহরে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও অপরাধ প্রবণতা কমাতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে শহরের প্রাণকেন্দ্র চাষাঢ়া গোলচত্বর থেকে শুরু করে নূর মসজিদ, মেট্রোহল মোড়, ডাক বাংলো ও আর্মি মার্কেট পর্যন্ত সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করেছে জেলা প্রশাসন। পর্যায়ক্রমে পুরো শহরকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। গতকাল বৃহস্পতিবার চাষাঢ়া বিজয়স্তম্ভ এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক। এসময় তিনি বলেন, এই এলাকাটি হচ্ছে আমাদের নারায়ণগঞ্জের প্রাণকেন্দ্র। এখানে আমাদের জাতীয় দিবস থেকে শুরু করে মেলা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম হয়ে থাকে। তাই আমরা এই চাষাঢ়া এলাকাটাকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিতে চেয়েছি। তিনি আরো বলেন, নারায়ণগঞ্জে আমরা গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন সিটির কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এর অধীনে অনেক কাজ চলছে। সেই ধারাবাহিকতায় চাষাঢ়া থেকে শুরু করে ডাক বাংলো ও এপাশে নূর মসজিদ, আর্মি মার্কেট, মেট্রোহল মোড় পর্যন্ত এই পুরো এলাকা সিসি টিভির কাভারেজে নিয়ে এসেছি। এখানে আমরা ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছি। ধীরে ধীরে আমরা পুরে শহরকে সিসিটিভির আওতায় নিয়ে আসবো। এসময় নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) প্রত্যুষ কুমার মজুমদারসহ নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নৌকায় অস্ত্র উঁচিয়ে নাচানাচি, সেনাবাহিনীর হাতে আটক ১৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কেরানীগঞ্জের তুলসীখালী ব্রিজ এলাকায় গত বুধবার সেনাবাহিনীর টহল দল একটি কিশোর গ্যাংয়ের ১৬ সদস্যকে আটক করেছে। এ সময়ে ওই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা ধলেশ্বরী নদীতে নৌকার ওপর বেশ উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে দেশীয় অস্ত্র প্রদর্শন করে নাচানাচি করছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নৌকাটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সার্চ করে কিশোর গ্যাং ওরফে ডেঞ্জার গ্যাংয়ের ১৪ সদস্যসহ ৮টি রামদা ও ৭টি কুড়াল উদ্ধার করা হয়। পরে আটকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও দুই গ্যাং লিডারকে আটক করে সবাইকে কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর টহল দল পালিয়ে যাওয়া সদস্যদের ধরতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

নরসিংদীতে বাজারে আগুন, কোটি টাকার কাপড় পুড়ে ছাই

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর বড় বাজারের ডায়মন্ড টেইলার্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে পুরোপুরি পুড়ে গেছে দুইতলায় অবস্থিত জনপ্রিয় এ টেইলার্সের কাপড়সহ সব মালামাল। গত বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে নরসিংদী ও মাধবদীসহ ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে রাত ১টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, রাত সাড়ে ১০টার দিকে দোকানের অভ্যন্তরে আগুনের সূত্রপাত হয়। কাপড়ের দোকান হওয়ায় মুহূর্তেই পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে দোকানের গ্লাস ভেঙে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। পরে আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয় আনুমানিক কয়েক কোটি টাকার কাপড় পুরোপুরি পুড়ে গেছে। নরসিংদী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার নাঈম ইবনে হাসান বলেন, খবর পেয়ে আমাদের একটি ইউনিট প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে নরসিংদী ও মাধবদী ফায়ার সার্ভিসের মোট পাঁচটি ইউনিট যোগদান করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। কাপড়ের দোকান হওয়ায় ক্ষতি বেশি হলেও তার নিরুপণ করা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে পরে বলা যাবে।

চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় সিএনজি অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাধন বড়ুয়া (৬৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের হরিহর-সারাশিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হন অটোরিকশার যাত্রী চুনচুনি বড়ুয়া (৬৫), বিদু বড়ুয়া (৬৪), পারভীন আক্তার (৫৫) ও মোটরসাইকেল চালক বখতেয়ার হোসেন (২১)। তাদেরকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, পদুয়া ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সারাশিয়া এলাকায় সাবেরহাট থেকে রাজারহাট যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলের সাথে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ সময় গাড়ি দুটি সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে উল্টে যায়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে অটোরিকশার যাত্রী সাধন বড়ুয়ার মৃত্যু হয়। দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার ওসি এটিএম শিফাতুল মাজদার বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার থেকে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঈদুল ফিতরের টানা ৯ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী রোববার থেকে আবার শুরু হচ্ছে ট্রেডিং কর্পোরোশর অব বাংলাদেশের (টিসিবি) সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম। স্মার্ট কার্ডধারী ৬০ লাখ পরিবারের মাঝে প্রতি মাসে পণ্য বিক্রি করে টিসিবি। স্মার্ট কার্ড ছাড়া সর্বসাধারণের জন্য ট্রাকে করেও তেল, ডাল, চিনি বিক্রি করে সংস্থাটি। টিসিবি সূত্রে জানা গেছে, ঈদের আগে সর্বশেষ গত ২৭ মার্চ পর্যন্ত সাশ্রয়ী দামে পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চালিয়েছিলেন তারা। সরকারি ছুটি শেষে ৬ এপ্রিল আবার এ কার্যক্রম শুরু হবে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৬০ লাখ পরিবারের মধ্যে স্মার্টকার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে পণ্য বিক্রি করে টিসিবি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মোট এক কোটি পরিবার কার্ডের বিপরীতে এ পণ্য বিক্রি করা হতো। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর যাচাই-বাছাই শেষে এসব কার্ডের মধ্যে একটি বড় অংশ অযোগ্য বা ভুয়া হিসেবে চিহ্নিত করে। পাশাপাশি নতুন করে উপকারভোগী চিহ্নিত করে নতুন স্মার্টকার্ড বিতরণ কার্যক্রমও চলছে। অন্যদিকে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ট্রাকে করেও পণ্য বিক্রি করে টিসিবি। প্রতিদিন রাজধানীর ৫০টি স্থানে, চট্টগ্রাম নগরীর ২০টি স্থানে এবং বিভাগীয় শহরের পাশাপাশি কিছু শ্রমঘন জেলায় ট্রাকে পণ্য বিক্রির এ কার্যক্রম পরিচালনা করে সংস্থাটি। টিসিবির প্রতিটি ট্রাকে ২০০ জনের পণ্য থাকে। যদিও টিসিবির ট্রাক থেকে পণ্য কিনতে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ ভিড় করেন প্রতিদিন।

চট্টগ্রামে জোড়া খুনের ঘটনায় ২ জন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার থানাধীন বাকলিয়া এক্সেস রোড চন্দনপুরা অংশে প্রাইভেটকারকে ধাওয়া করে গুলি করে জোড়া খুনের ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে নগরের বহদ্দারহাট ও ফটিকছড়ি উপজেলা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তারা হলেন- মো. বেলাল ও মানিক। বেলালকে বহদ্দারহাট এলাকা থেকে এবং মানিককে ফটিকছড়ি উপজেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে বেলালকে গুলি চালাতে দেখা গেছে। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) শাকিলা সোলতানা জানান, প্রাইভেটকারে গুলি করে জোড়া খুনের ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের রিমান্ড আবেদনসহ আদালতে পাঠানো হবে। জিজ্ঞাসাবাদে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। পুলিশ হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। বাকলিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোজাম্মেল হক জানান, সিসিটিভি ফুটেজে বিশ্লেষণ করে গুলি চালানো কয়েকজনকে শনাক্ত করেছি। বেলাল নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যিনি ক্রিম-রঙের টি-শার্ট পরেছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজে তাকে সরাসরি প্রাইভেট কারের দিকে গুলি চালাতে দেখা গেছে। অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৩ জন সন্ত্রাসী ৬টি মোটরসাইকেল ব্যবহার করে এই পরিকল্পিত হামলা চালায়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বোয়াজিদ বোস্তামি এলাকার তালিকাভুক্ত অপরাধী সরওয়ার হোসেন বাবলা, যিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে যান। এ হামলার পেছনে দুটি উদ্দেশ্য ছিল- বায়েজিদ বোস্তামি ও আশপাশের এলাকার অপরাধীদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের লড়াই এবং শীর্ষ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেন প্রকাশ ছোট সাজ্জাদ গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ নেওয়া।

পেছানোর সুযোগ নেই, ১০ এপ্রিল

দেওয়া সম্ভব নয়। গরমের মধ্যে টানা পরীক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। এছাড়া বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পরীক্ষার কেন্দ্রও দূরে। তাই প্রত্যেক পরীক্ষায় তিন-চার দিন বন্ধ দিয়ে নতুন রুটিন করতে হবে। শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ এপ্রিল থেকে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় অংশ নেবে ১৯ লাখ ২৮ হাজার ২৮১ জন পরীক্ষার্থী। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষার লিখিত বা তত্ত্বীয় অংশ শেষ হবে ১৩ মে। মাদরাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলের লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ১৫ মে। এরপর ২২ মে পর্যন্ত চলবে ব্যবহারিক পরীক্ষা।

খরায় ফাটছে জমি, নলকূপেও মিলছে

পাওয়ায় বিপাকে চাষিরা। জেলার ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সদর ও সৈয়দপুর থেকে বাসিন্দারা জানান, তাদের উপজেলায় সেচ ও পানের পানির সংকট দেখা দিয়েছে। এ সময় বোরো জমিতে পানি থাকা খুবই প্রয়োজন। স্থানীয়রা জানান, চৈত্রের এই সময়ে তাপমাত্রা বেশ বাড়তি। খেত-খামারে কৃষকদের কাজকর্মে হাঁসফাঁস অবস্থা। রিকশা, ভ্যানচালকসহ শ্রমজীবীরা অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠেন। বৈশাখ শুরু হওয়ার আগেই তাপের কারণে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে। কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা বলেন, বৃষ্টি না হওয়ায় কারণে সেচের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্য কৃষককসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছি। নীলফামারীতে এবার ৮১ হাজার ৫৭ হেক্টর জমিতে বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকারি চাকুরেদের আয়-ব্যয়ের

বিবরণী খুঁজে পেতে লাখ লাখ ফাইল ঘাটতে হতো না। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জোরেশোরে দুর্নীতিগ্রস্তদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার মধ্যে সম্পদবিবরণীও রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ সরকারের নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ওই লক্ষ্যে এবার মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ডিসির কার্যালয়ে সম্পদবিবরণী জমা নেয়া হয়। এদিকে সম্পদবিবরণীতে অসামঞ্জস্য পাওয়া প্রসঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মোখলেস উর রহমান জানিয়েছেন, সম্পদের বিবরণী জমা না দিলে দণ্ডের কথা সংশ্লিষ্ট আইনে বলা আছে। যত বড়ই হোক, চোরকে চোর বলতে হবে। অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী সরকারের কতটা কাজে আসে জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশিদ জানান, সরকার শৃঙ্খলার স্বার্থে এ বিবরণী জমা নেয়। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও নিয়মানুযায়ী তাদের সম্পদের বিবরণ দেন। কিন্তু তাদের আয়-ব্যয় তারতম্য দেখা গেলে সেটি দেখার তেমন সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নেই; এটি কষ্টসাধ্যও বটে। তবে বেতনস্কেল অনুযায়ী আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য থাকুক সরকার তা চায়।

টিকটক ভিডিও করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যুবকের

কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সিলেটের দক্ষিণ সুরমা থানার ওসি (তদন্ত) মারফত আলী জানান, ছাদের ওপর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে টিকটক করার সময় সাকিব নামের এক যুবকের অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে।

সংস্কার, নির্বাচন, বিচার পুরোটা

সাংবাদিক ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে মোটা দাগে বড় দুটি জনগোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। ১৬-১৭ বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে ভোটের জন্য, নির্বাচনের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। তাদের লম্বা দীর্ঘমেয়াদী কোরবানি রয়েছে, হাজার হাজার মানুষ শহীদ হয়েছে, প্রতিবন্ধী হয়েছে, গুম-খুনের শিকার হয়েছে এবং তাদের মোটা দাগে বড় একটা অবদানও রয়েছে। দ্বিতীয় যেটা হয়েছে গত জুন-জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশের আকাশে নতুন নক্ষত্র এসে হাজির হয়েছে। তারা হচ্ছে আমাদের তরুণরা, যুবকরা, আমাদের শিক্ষার্থীরা। এ দুইটা অংশীজনের ভিন্ন ভিন্ন দাবি রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো গত ১৬-১৭ বছর ধরে বলে আসছে আমি ভোট চাই, নির্বাচন চাই, গণতন্ত্র চাই। আর তরুণদের আকাঙ্ক্ষা যেগুলো দেয়ালে দেয়ালে লেখা হয়েছে সেখানে অবিলম্বে নির্বাচনের কথা বলা নেই। তরুণদের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইনসাফ ও মর্যাদার জায়গায় দুটি সমান। রাজনৈতিক দলের আকাঙ্ক্ষা যেমন ন্যায্য, তেমনি তরুণদের সংস্কারের দাবিগুলোও ন্যায্য। এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার হচ্ছে একটি গণঅভ্যুত্থানের সরকার এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে এত জনসমর্থন নিয়ে এর আগে কোনো সরকার আবির্ভূতও হয়নি। আমার দৃষ্টিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের তিন-সাড়ে বছরের সরকার পরিচালনার পরে সবচেয়ে সফল সরকার হবে প্রফেসর ড. ইউনূসের এপিসোড। আর এটা সময়ের ওপর নির্ভর করবে। তিনি যদি সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২-৩-৪ বছর থাকতে পারেন তাহলে গত ৪-৫ বছর ধরে আমাদের মাঝে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা, সে পথে অনেকটা এগিয়ে যাব। এ সময় সংস্কার, নির্বাচন, বিচারের একটি সম্মিলিত রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানান ফুয়াদ। তিনি মনে করেন, এ রোড ম্যাপ ধরে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। বরিশাল জেলা ও মহানগরের নেতাকর্মীদের আয়োজনে মতবিনিময় সভায় বরিশাল প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেনসহ অন্যান্য টেলিভিশন ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভার শুরুতে নিজ এলাকার মানুষদের সঙ্গে ঈদ উদযাপনের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন তিনি। এ সময় ফুয়াদ বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ঈদ করেছি নিজ এলাকায়। এ সময় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সঙ্গে আলাপ করে জানতে চেয়েছি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ঘুরে ঘুরে তাদের সমস্যাগুলো দেখার চেষ্টা করেছি। তিনি বলেন, রাজনীতিবিদদের সম্মিলিত ব্যর্থতা ছিলে বরিশাল অঞ্চলে। ৭১ এর চেয়েও জরাজীর্ণ অবস্থায় বাস করছি। ন্যূনতম সামাজিক, মানবমর্যাদা, ন্যায় নিশ্চিত করতে পারেনি। মনে রাখতে হবে ৭১ এর ব্যর্থতা ৯০ বা ২৪ জন্ম দিয়েছে।

এ সময় তিনি বাবুগঞ্জ-মুলাদী এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য খাতসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি ওই এলাকায় মাদকের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়াসহ দখলদারিত্বের ভয়ঙ্কর অরাজকতার কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা না করে কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করারও তীব্র সমালোচনা করেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ।

চট্টগ্রামে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ১২ দিন

শাহ আলমের অনুসারীদের ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পরপর খুলশী থানার ওসি মুজিবুর রহমানকে প্রত্যাহার করা হয়। সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় জিহাদকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ ১২ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে মারা যান। খুলশী থানার ওসি আফতার হোসেন বলেন, সংঘর্ষে জিহাদের পায়ে গুলি লেগেছিল, পেটেও ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

সন্দ্বীপে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১৩ : এদিকে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সন্দ্বীপে বিএনপি ও যুবদলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ১৩ জন আহত হয়েছেন। গত বুধবার বিকাল ৫টার দিকে উপজেলার মগধরা ইউনিয়নের পেলিশ্যা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে দুইজন যুবদলের নেতা কামরুল ও মাহিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সন্ধ্যায় তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত ৮ জন মো. সোহেল, মাহফুজ, মিলাদ, আলতাফ, আকবর, নোয়াব, পারভেজ ও দিদার সন্দ্বীপ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। এছাড়া আরও তিনজন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, মগধরা ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মিলাদদের অনুসারীদের সঙ্গে মগধরা ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক মো. কামরুলের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সেখানেও দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সন্দ্বীপ থানার ওসি এ কে এম সফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পেলিশ্যা বাজারে সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

বাংলাদেশি ভেবে বিএসএফের গুলি

বৃহস্পতিবার ভোরে একদল ভারতীয় চোরাকারবারী ওই সীমান্ত দিয়ে চোরাই মালের পোটলা নিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করে। এসময় ভারতীয় ভারবান্দা ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে ৬ রাউন্ড বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে ভারতীয় চোরাকারবারী জাহাঙ্গীর ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এসময় গোলাগুলির শব্দে গোটা সীমান্ত এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লালমনিরহাট ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম জানান, ভোরের দিকে একদল ভারতীয় নাগরিক টহলরত বিএসএফ পোস্টে হামলা চালায়। তখন আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ চারবার বুলেট নিক্ষেপ করলে এক ভারতীয় হামলাকারী নিহত হয়। বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ। এর সঙ্গে বাংলাদেশ বা বিজিবির কোনো সম্পৃক্ততা নেই। এরপরও সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি।

ঈদের পর কমেছে সবজি-মুরগির দাম

এবং ইন্ডিয়ান ২৩০ থেকে ২৪০ টাকা, দেশি মশুর ডাল ১৪০ টাকা, মুগ ডাল ১৮০ টাকা, ছোলা ১১০ টাকা, খেসারির ডাল ১৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এসব বাজারে মিনি কেট চাল প্রকারভেদে ৮২ থেকে ৯২ টাকা এবং নাজির সের ৮৪ থেকে ৯০ টাকা, স্বর্ণা ৫৫ টাকা এবং ২৮ বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকা দরে। অন্যদিকে ঈদ পরবর্তী মাছ বাজার অনেকটাই ক্রেতা-বিক্রেতা শূন্য ছিল দুই চার জন বিক্রেতা কয়েক পদের মাছ নিয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে। তবে দামটা মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। এক কেজি শিং মাছ চাষের (আকারভেদে) বিক্রি হচ্ছে ৪০০ থেকে ৬০০ টাকায়, প্রতি কেজি রুই মাছের দাম বেড়ে (আকারভেদে) ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকায়, চাষের পাঙ্গাস ২০০ থেকে ২২০ টাকায়, চিংড়ি প্রতি কেজি ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। এসব বাজারে গরুর মাংস কেজি প্রতি ৭৮০ টাকায়, গরুর কলিজা ৮০০ টাকা, গরুর মাথার মাংস ৪৫০ টাকা, গরুর বট ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং খাসির মাংস কেজি প্রতি ১১৫০-১২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বাজারগুলোতে এক ডজন লাল ডিম বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকায়, হাঁসের ডিম ২২০ টাকায়, দেশি মুরগির ডিমের হালি ৯০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে।

সিলেটে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল

খাদিমপাড়া এলাকার মতিন মিয়ার ছেলে সোয়েব আহমেদ (২৫)। জানা যায়, গত বুধবার নগরীর ধোপাদীঘিরপাড় এলাকায় মিছিল ও লিফলেট বিতরণ করে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ। ১৫-২০ জনের একটি দল মহানগর ছাত্রলীগের ব্যানারে এই মিছিল বের করে। ব্যানারে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলের ছবি ছিল এবং তার নামে স্লোগান দিতেও শোনা যায়। পরে এর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওটি আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড পেজেও আপলোড করা হয়েছে। এদিকে, ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে গত বুধবার কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মৌলভীবাজার-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী এবং সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রুহেল আহমদ ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ সিরাজের ভাই শামীমাবাদ এলাকার বাসিন্দা ও লন্ডন প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতা শফিকুল ইসলামের বাসায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস বলেন, এসব হামলা ও ভাঙচুর তাদের (আওয়ামী লীগ) দলেরই কোনও কৌশলের অংশ। তাদের নিজ দলের নেতাকর্মীরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। দেশকে অস্থিতিশীল করতে নানা ষড়যন্ত্র করছে তারা। বাসায় হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা তারই অংশ। হামলা-ভাঙচুরের সঙ্গে আমাদের দলের কোনও নেতাকর্মী জড়িত নন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার অভিযোগে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের ওই তিন নেতার বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা হয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, আনোয়ারুজ্জামান ৫ আগস্টের পরপর লন্ডন চলে যান। অন্যদিকে শফিউল আলম চৌধুরী ভারতের কলকাতায় রয়েছেন। এ ছাড়া রুহেলও দেশের বাইরে রয়েছেন।

চট্টগ্রামে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা

যাত্রী দিলীপ বিশ্বাস (৪৩) ও সাধনা রাণী মণ্ডল (৩৭) দম্পতি, দিলীপের ভাই ৬০ বছর বয়সী আশীষ মণ্ডল, মুক্তার হোসেন ও চালক ইউসুফ আলী (৫৫) মারা গেছেন সড়ক দুর্ঘটনায়।

রাজধানীতে ফুটপাত থেকে বৃদ্ধের

শনাক্তের চেষ্টা চলছে জানিয়ে এসআই মজিবুল বলেন, আমরা সিআইডির ক্রাইমসিন ইউনিটকে খবর দিয়েছি। তাদের সহায়তায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে তার পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

চালককে খুন করে ভ্যান নিয়ে

চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় সৈকত ঢালীকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং স্থানীয়দের হাতে আটককৃত সৈকতকে নিজেদের হেফাজতে নয়। শিবচর থানার ওসি মো. রতন শেখ বলেন, নিহতের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করা হয়েছে। ছিনতাইকৃত ভ্যান ও ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যাত্রীর চাপ নেই, ফাঁকা আসন নিয়েই

সরকার বলেন, ঈদের তিন দিন আগেই গ্রামে গিয়েছিলাম। ঈদ শেষ করে আজ (বৃহস্পতিবার) ফিরলাম। ঢাকায় ব্যক্তিগত কিছু কাজ আছে। সেগুলো শেষ করে কর্মস্থলে যোগ দেব। দিগন্ত পরিবহনের স্টাফ মো. মহিদুল বলেন, গাবতলী বাস টার্মিনালে যাত্রী খুবই কম। যাত্রীর তুলনায় বিভিন্ন বাহিনীর ও পরিবহনের কর্মচারী-কর্মকর্তাই বেশি। বেশির ভাগ পরিবহন ফাঁকা যাচ্ছে, ফাঁকা আসছে। আগামীকাল থেকে ঢাকা আসা শুরু করবে গ্রামে যাওয়া মানুষ। কারণ ছুটি শেষ হয়ে আসছে। হানিফ পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার মো. সাগর বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া গাড়িগুলোতে যাত্রী এখন অনেক কম। সিট ফাঁকা যাচ্ছে। আবার ঢাকামুখী গাড়িও সব আসনে যাত্রী নিয়ে ফিরছে না। আশা করছি দুই-এক দিনের মধ্যে কর্মজীবী মানুষ পুরোদমে ঢাকা ফিরতে শুরু করবে।

বান্দরবানে গাছের সঙ্গে পর্যটকবাহী

একটি বড় গাছকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় ২৫ জন আহত হন। পরে স্থানীয় দমকল বাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে লামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। লামা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রিয়াদ হোসেন জানান, বাসটি আপাতত লামা ট্রাফিক হেফাজতে আছে। আহত সবাইকে লামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে লোহাগাড়ায় চলে যায়। গুরুতর আহত হেলপার আমজাদ হোসেনের দুই পা ভেঙে গেছে। তার স্বজনরাও আসছে।

আরও ৫৭ হাজার কোটি টাকা

করা যেতে পারে। তবে, তা রাজস্ব আদায়ে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে এমন নিশ্চয়তা নেই। এনবিআরের ওই কর্মকর্তা বলেন, আবার শুধু কর বাড়ালেই রাজস্ব বাড়বে না। কর ফাঁকি রোধ, করজালের সম্প্রসারণ এবং করদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য অটোমেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন করাও জরুরি। এমন পরিস্থিতিতে সরকার যদি আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চেষ্টা করে, তাহলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন হবে জানিয়ে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ বলেন, আদতে শুধু কর বাড়িয়ে বা ছাড় কমিয়ে এত বড় অঙ্কের রাজস্ব আদায় করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, অতীতে অনেক দেশ আইএমএফের শর্ত মেনে চলতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। তাই বাংলাদেশকে নিজস্ব সক্ষমতার ভিত্তিতে অর্থনীতি পরিচালনার পরিকল্পনা নিতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, আইএমএফ যদি ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখে, তাহলে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলোও তাদের বাজেট সহায়তা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের শুরুতে স্বাক্ষরিত ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ চুক্তির অংশ হিসেবে আইএমএফ ৩০টিরও বেশি সংস্কারের শর্ত দিয়েছে, যার মধ্যে বার্ষিক রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যও অন্তর্ভুক্ত। তবে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এমনকি জানুয়ারিতে ভ্যাট ও কর বৃদ্ধির পরও রাজস্ব আদায় প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছায়নি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নিয়ে মতবিরোধের কারণে চতুর্থ ঋণের কিস্তি ছাড়ে বিলম্ব হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলাদেশ আগামী জুন মাসে দুটি কিস্তি পাওয়ার আশা করছে। তার আগে আইএমএফের একটি প্রতিনিধিদল দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারের অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে শনিবার (৫ এপ্রিল) ঢাকা সফর করবে। এ সময় প্রতিনিধিদলটি অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এবং পরদিন এনবিআরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক বসবে।

ভারত থেকে এলো ১০ হাজার ৮৫০

লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির চুক্তি হয়। ইতোমধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৬৯ মেট্রিক টন চাল দেশে পৌঁছেছে।

সিরাজগঞ্জে ট্যাংকলরির চাপায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্যাংকলরির চাপায় সিএনজি চালিত অটোরিকশার চালকসহ দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোরিকশা আরও চার যাত্রী। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে হাটিকুমরুল-নগরবাড়ি মহাসড়কে উল্লাপাড়া উপজেলার পূর্বদেলুয়া সেতুর কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- সিরাজগঞ্জের সলঙ্গা থানার আলোকদিয়া গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে অটোরিকশার চালক শরিফুল ইসলাম ও উল্লাপাড়া উপজেলার ডুবডাঙ্গা গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে আব্দুল মমিন। সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুর রউফ এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বিকেলে হাটিকুমরুল গোলচত্বর থেকে যাত্রী নিয়ে অটোরিকশাটি উল্লাপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছালে শাহজাদপুরের বাঘাবাড়ি থেকে ছেড়ে আসা উত্তরবঙ্গগামী একটি ট্যাংকলরি অটোরিকশাটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক ও এক যাত্রী মারা যান। অটোরিকশার আরও চার যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করেছে। ট্যাংকলরিটি জব্দ করা হলেও এর চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে।

যশোরে সড়ক দুর্ঘটনায় চাচা ভাতিজা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর বেনাপোলের শার্শায় মোটরসাইকেল ও প্রাইভেটকারের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুই যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত দুই যুবক সম্পর্কে চাচা ভাতিজা। গত বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার সময় শার্শা উপজেলার মিনি স্টেডিয়ামে সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, শার্শা উপজেলার বৃত্তি বারিপোতা গ্রামের খলিল হোসেনের ছেলে রাসেল হোসেন (২০), একই গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে জাহিদ হোসেন (২২)। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যশোর বেনাপোল মহাসড়কের শার্শা মিনি স্টেডিয়ামের সামনে একটি প্রাইভেটকার যশোরের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল এসে প্রাইভেটকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে করে ঘটনাস্থলেই দুই যুবক নিহত হন। নাভারণ হাইওয়ে থানার ওসি রোকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুই যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘাতক প্রাইভেটকার ও চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। এছাড়া এ ঘটনার আইনগত ব্যবস্থা চলমান আছে বলে তিনি জানান।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে ৪ লেন করার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে মহাসড়কের পটিয়ার কমল মুন্সিরহাট এলাকায় এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী পটিয়া উপজেলার উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি চলাচল রোধ, লবণবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধ করে বিকল্প ব্যবস্থাপনায় যেন নৌপথে পরিবহন করা, মহাসড়কের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকগুলো সোজা করার দাবি জানানো হয়। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক বিভিন্ন সময়ে চার লেনে উন্নীতকরণের দাবি থাকলেও আমলে নেয়নি বিগত সরকারগুলো। এবার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের দাবিতে এ মানববন্ধন করেছে পটিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামী। এ সময় বক্তব্য দেন পটিয়া উপজেলা জামায়াতের আমির জসিম উদ্দীন, পৌরসভা জামায়াতের আমির সেলিম উদ্দীন, উপজেলা জামায়াতের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম, কচুয়াই উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভা জামায়াতের সেক্রেটারি রাশেদুল ইসলাম, উপজেলা কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট বোরহান উদ্দীন, তসলিম উদ্দীন, পৌরসভা কর্মপরিষদ সদস্য আবুল কাশেম, দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

বিমসটেকের নৈশভোজের টেবিলে ইউনূস-মোদি পাশাপাশি

স্টাফ রিপোর্টার : বিমসটেক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক নৈশভোজে যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একই অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থাইল্যান্ডের ব্যাংককের একটি হোটেলে নৈশভোজের টেবিলে তাদের দুজনকে এক টেবিলে পাশাপাশি বসতে দেখা গেছে। এদিন সন্ধ্যায় নৈশভোজের বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা যায়। ছবিগুলো পেছন থেকে তোলা হয়েছে। কিছুটা দূর থেকে তোলা ছবিগুলো পোস্ট করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবিগুলো পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন ব্যাংককে বিমসটেকের অফিসিয়াল ডিনার। নৈশভোজে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পাইতংতার্ন সিনাওয়াত্রার সঙ্গে ছবি তোলেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনূস। এছাড়া সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরাও গ্রুপ ছবি তুলেন। দুইদিনের সফরে থাইল্যান্ড গিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। বিমসটেক সম্মেলনে যোগ দিতে ব্যাংককে অবস্থান করছেন তিনি। শুক্রবার বিমসটেকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশ। প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া সম্মেলনের সাইডলাইনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের কথা আলোচনায় আছে। তবে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ নিশ্চিত করেনি।

জামালপুরে যমুনা নদীতে নৌকাডুবিতে একজনের মৃত্যু, নিখোঁজ ২

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের ইসলামপুরে যমুনা নদীতে যাত্রীবাহী নৌকাডুবির ঘটনায় একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কুলকান্দি এলাকায় যমুনা নদীতে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। লাশ উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম বিল্লাল হোসেন (৪৫)। তিনি ইসলামপুর উপজেলার কুলকান্দি ইউনিয়নের কুলকান্দি মধ্যপাড়া গ্রামের সামছুল আলীর ছেলে। নিখোঁজ দুজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুলকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে উপজেলার কুলকান্দি জিরো পয়েন্ট থেকে চর কুলকান্দির উদ্দেশ্যে প্রায় ৪০ জন যাত্রী নিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা যাত্রা করে। মাঝপথে নৌকা ডুবে গেলে অন্যরা সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও তিন জন নিখোঁজ হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের চার ঘণ্টার চেষ্টায় বিল্লালের লাশ উদ্ধার করা হয়। ইসলামপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মাজহারুল ইসলাম বলেন, একজনের লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মূলত নৌকায় অতিরিক্ত যাত্রী তোলার কারণে ডুবে গেছে। নিখোঁজ দুজনকে উদ্ধারে কাজ করছে ডুবুরি দল। তবে তাদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে থাইল্যান্ডের দুই মন্ত্রীর সাক্ষাৎ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন থাইল্যান্ডের সামাজিক উন্নয়ন ও মানব নিরাপত্তামন্ত্রী বরাভুত সিল্পা-আর্চা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংযুক্ত মন্ত্রী জিরাপর্ন সিন্ধুপ্রাই। গতকাল বৃহস্পতিবার ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা বিমসটেক ইয়ং জেনারেশন ফোরামে বক্তব্য দেন। বঙ্গোপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক সহযোগিতা জোটের (বিমসটেক) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা একই দিন ব্যাংকক পৌঁছান। ২ থেকে ৪ এপ্রিল ব্যাংককে বিমসটেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে বিমসটেকভুক্ত বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে শুক্রবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

বেনাপোল-শার্শা সীমান্তে সাড়ে ৯ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : যশোরের বেনাপোল-শার্শা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫০ টাকা মূল্যের শাড়ি, কম্বল, কিসমিস, বিভিন্ন প্রকার চকলেট, চশমা এবং কসমেটিক্স জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব পণ্য জব্দ করা হয়। তবে এসময় কোনো চোরাকারবারিকে আটক করতে পারেনি বিজিবি। যশোর-৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী জানান, বিজিবির টহলদল বেনাপোল বিওপি এবং বেনাপোল আইসিপির সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় শাড়ি, কম্বল, কিসমিস, বিভিন্ন প্রকার চকলেট, চশমা এবং বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স জব্দ করা হয়। জব্দ করা মালামালের মূল্য ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫০ টাকা। এগুলো বেনাপোল কাস্টমসে জমা করার প্রক্রিয়া চলছে।

নাটোরে মসজিদের ডিজিটাল সাইনবোর্ডে 'জয় বাংলা' স্লোগান, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরে মসজিদের ডিজিটাল সাইনবোর্ডে 'জয় বাংলা' স্লোগান প্রদর্শিত হওয়ার ঘটনায় লিটন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বুধবার রাতে নাটোরের লালপুরে রামকৃষ্ণপুরে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, গত বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে রামকৃষ্ণপুর পশ্চিমপাড়া মসজিদের ডিজিটাল সাইনবোর্ডে 'বাংলা আমার অহংকার, বাংলার দিকে যে তাকাবে তার চোখ উপড়ে নেওয়া হবে, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' লেখা ভেসে ওঠে। ঘটনাটি নজরে এলে স্থানীয়রা দ্রুত সাইনবোর্ডটি খুলে ফেলেন। তারা জানান, একই গ্রামে ঈদের দিন নামাজ শেষে 'জয় বাংলা স্লোগান'কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষ এবং গুলির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার তিনদিন পর একই গ্রামের মসজিদের ডিজিটাল সাইনবোর্ডে 'জয় বাংলা' স্লোগান লেখাটি ভেসে ওঠে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং দুই বছর আগে ওই সাইনবোর্ড দান করা ইমদাদুল হক লিটন নামে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নেওয়া হয়। এ বিষয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান জানান, ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে বিষয়টি জানার পরই ডিজিটাল সাইনবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছে। লালপুর থানার ওসি নাজমুল হক জানান, আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সেনবাগে মেধাবী শিক্ষার্থী ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ২৩ জনকে চিকিৎসা প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার : সেনবাগের সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে ২৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থী ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের মাঝে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা শিক্ষা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান এবং সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশন ২ জন সেচ্ছাসেবীকে বিদায় সম্মাননা ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করা হয়েছে। সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক মোঃ জাবের হোসেনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোঃ কাউছার আহমেদ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন, ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্টাতা, টপস্টার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লায়ন সৈয়দ হারুন এমজেএফ, এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ রুহুল আমিন স্মৃতি একাডেমি সিইও মোঃ আবদুস ছাত্তার, ছিলোনিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় সভাপতি আবদুল মোতালেব দুলাল, সমাজসেবী আবু ইউচুপ মজুমদার, দলিল লেখক মোঃ আলী হোসেন রতন, ব্যবসায়ী হারুনুর রশীদ, নিজামুল হক চৌধুরী ও সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য বৃন্দ।

সংগঠনের সেচ্ছাসেবী মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নিরেপক্ষ ভাবে যাচাইকৃত২৩জনকে ওই শিক্ষা এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। এবং সাখাওয়াত হোসেন পিয়াস ও আনিসুর রহমান রানাকে সংঘঠনের পক্ষ থেকে বিদায় সম্মাননা ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও উপহার প্রদান করা হয়।

সেনবাগে ঈদ পুনর্মিলনী ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

স্টাফ রিপোর্টার : জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে নোয়াখালীতে পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব সেনবাগ (পুসাস) এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে সেনবাগ সরকারি কলেজ হল রুমে পাবলিক ইউনিভাসিটি স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি হাসার সজীবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সুমন মাহমুদের সঞ্চালণায় অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলে, টপস্টার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লায়ন সৈয়দ হারুন, মোহাম্মদপুর রামেন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি মোক্তার হোসেন পাটোয়ারী, কানকিরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুল হক সুমন চেয়ারম্যান, কবিরহাট সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ হানিফ, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড.মুহাম্মদ সাখাওয়াত হুসাইন, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম মাসুদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালযের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল হালিম, রেলওয়ে সি-নয়র সহকারি প্রধান বানিজ্যিক ব্যবস্থাপক হারুনুর রশিদ এনবিআর এর কর্মকর্তা মিজানুর রহমান সুমন, কানকিরহাট বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও এপিপি এ্যাডভোকেট সামছুদ্দিন হায়দার, এনবিআর এর কর্মকর্তা ও গাজীরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি রবিউল হোসেন সুজন, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী লায়ন জসিম উদ্দিন প্রমুখ সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ জন কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান ও রাফেল ড্র এর পুরুস্কার স্পন্সর করেন সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশন।

সরাইলে মাওলানা নুরুল হুদা রহ. স্বরণে স্বারকগ্রন্থ প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে মাওলানা নুরুল হুদা রহ. স্বরণে স্বারকগ্রন্থ প্রকাশনা শোক সভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলার অরূয়াইলে উনার নিজ বাড়িতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মারকাজ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক মৎস্য ও পশু সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার ফরিদ উদ্দিন। উনার সন্তান মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতির সভাপতি ও সরাইল বিকাল বাজার শাহী জামে মসজিদ (হাটখোলা) পরিচালনা কমিটির সম্পাদক মাওলানা কুতুব উদ্দিন, অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম, মাওলানা আতাউল্লাহ, শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুল আলম, হাফেজ জাহের আলী, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা তৌহিদুল ইসলাম, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, মো. নোয়াব আলী ও মাওলানা আব্দুল হালিম প্রমুখ। বক্তারা বলেন, কীর্তিমান মনীষী বিরল কর্মবীর নুরুল হুদা গৌরবময় শিক্ষকতা আর ইমামতির পাশাপাশি দীর্ঘকাল একাধারে সমাজ পরিবর্তনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের সাথে সংস্কারমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। উনার অভাব পূরণ হবার নয়।

রামগতিতে সফিক একাডেমীর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার : আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে লক্ষীপুরের রামগতি উপজেলার চর সেকান্দর সফিক একাডেমীর গৌরব ও ঐতিহ্যের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব সুবর্ণ জয়ন্তী। এ উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পূনর্মিলনী ঘটে। গত বুধবার সকাল থেকে বিদ্যালয় অঙ্গনে নতুন পুরোনো শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়। গানবাজনায় মেতে ওঠে তারা। মিলন মেলায় পরিণত হয় প্রতিষ্ঠানটির প্রাঙ্গন। এ উপলক্ষে নানাবিধ সাংস্কৃতিক আয়োজন আর নবীন-প্রবীণদের প্রাণের মেলায় মেতে ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির গৌরব ও ঐতিহ্যের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সকালে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও গীতা পাঠ শেষে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ আমজাদ হোসেন। ১৯৮৭ সালে মানবিক শাখা থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র কলেজ শিক্ষক আবদুল্যাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন। বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। অনুষ্ঠানে রামগতি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি), মো. কবির হোসেন, সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন ইসতিয়াক আহম্মেদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকসহ শ্রেণিপেশার ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। চর সেকান্দর সফিক একাডেমী ১৯৭৫ সালে স্থানীয় ইউপি মেম্বার প্রয়াত মো. সফিক উদ্দিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিম্ন মাধ্যমিকে প্রাথমিকভাবে পাঠদান শুরু করে। পরে ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই বছরেই বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়। বিদ্যালয়টি ৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবাদযোগ্য আরও ৫ একর জমি রয়েছে বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়ের ৪ তলা ও ২ তলা ২টি ভবন ছাড়াও একটি টিনের আধাপাকা ঘর আছে। বিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। বর্তমানে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে। প্রত্যেক বছর এসএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের পাশাপাশি খেলাধুলায় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের সাথে সুনাম অর্জন করে চলেছে।

পোরশায় জমি দখলের অভিযোগ, ভুক্তভোগী পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক সাধন চন্দ্র মজুমদার ও তার দোসর নজরুল গংদের বিরুদ্ধে ৮২ বিঘা জমি দখলের অভিযোগ করে নওগাঁর পোরশায় সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার। ২০১৪ সালে সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় ক্ষমতার জোরে সাধন মজুমদারের নির্দেশে তার দোসর পোরশা সদরের মৃত ডাঃ শাহ্ আজিজ চৌধুরীর ছেলে নজরুল ইসলাম শাহ্ গংদের দিয়ে জমির মালিক সাইদ সাহ এর ছেলে আসাদ ওয়ারিশদের বাড়ির খলায় রাখা ৮২বিঘা জমির মাড়াইকৃত ধান জোর করে তুলে নিয়ে যায়। ঐসময় থেকে জমিগুলো নজরুল গং দখলে নিয়ে নেয়। সে সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ ও মামলা করেও কোন প্রতিকার পাননি ভুক্তভোগীরা। ৫ আগষ্টে সরকার পরিবর্তনের পর আসাদের পরিবার ঐ জমিগুলো দখলে নেন এবং চলতি মৌসুমে বোরো ধান রোপণ করেন। কিন্তু ওই জমিতে রোপনকৃত ধানে ২৬ মার্চ রাতে কীটনাশক প্রয়োগ করে নজরুল গংরা ধানগুলো মেরে ফেলেছেন বলে অভিযোগ করেন জমির মালিক আসাদের পরিবার। কিন্তু নজরুল গংরা উল্টো জমির প্রকৃত মালিকদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ভুক্তভোগী পরিবার আসাদ সাহ্ এর নাতি ইসমাইল হোসেন শাহ্ পোরশায় তার নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন। এসময় তার চাচা সাঈদ শাহ্, তৈয়ব শাহ্, মোস্তফা শাহ্ ও আব্দুর রশিদ শাহ্ সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ইসমাইল হোসেন তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, তাদের মালিকানাধীন জমিটি উপজেলার নিতপুর ইউনিয়নের সুহাতী মৌজায়। যার আরএস খতিয়ান নং-৬৫। জেএল নং-২১৩। খতিয়ানে ৩টি দাগে মোট জমি রয়েছে ২৭ একর ৪৯ শতাংশ। আসাদ সাহ্ নামে রেকের্ডভুক্ত জমি। আসাদ সাহ্ তার আপন দাদা। দাদা মৃত্যুর পর তার বাবা ও চাচারা ওয়ারিশান সূত্রে মালিক। প্রতি বছর তারা জমিগুলোর খাজনা দিয়ে থাকেন। দাদার আমল থেকেই ঐ জমিগুলো তারা ভোগ দখল করে আসতেন। কিন্তু স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন মজুমদার ও তার দোসর নজরুল গংরা তাদের জমিগুলো ২০১৪ সালে জোর করে দখলে নেয়। এমনকি বাড়ির খলায় মাড়াইকৃত ধান জোর করে তুলে নিয়ে যায়। সে সময়ে তারা কোথাও অভিযোগ ও মামলা করেও কোন প্রতিকার পাইনি। এখন তারা জমিগুলো আবারো দখল নিলেও আওয়ামী লীগের ওই দোসররা পুন:রায় জমি দখলের পায়তারা করছে বলেও তিনি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নজরুল ইসলাম শাহ্ বলেন, ১৯২১ সালের একটি দলিল মূলে ঐ জমিগুলো ওয়াক্ফ সম্পত্তি। তারা আরএস রেকর্ড সংশোধনের জন্য ২০০৫ সালে আদালতে মামলা করেছেন। তবে এখনও মামলা চলমান রয়েছে বলে তিনি জানান।

বাজিতপুরে জাতীয়াতাবাদী শ্রমিক দলের নতুন কমিটি গঠন ও আনন্দ মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার : কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি শেখ আলী আহসান সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত গত বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল এর বাসভবনে ৫নং হালিমপুর ইউনিয়ন শাখার শ্রমিক দলের নতুন কমিটি ঘোষণা করেন উপজেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনির। হালিমপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের নতুন কমিটির সভাপতি মোঃ জজ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইয়ারকান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ খোকন মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি, মোঃ আলমগীর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কদর মিয়া, সহ-যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুরাজ খাঁন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অহিদ মিয়া, দপ্তর সম্পাদক মোঃ রিপান খাঁনসহ ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক দলের কমিটি গঠন করা হয়। এর আগে আলোচনায় সভায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনির, শ্রমিক দলের সভাপতি শেখ আলী আহসান সবুজ, পিরিজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মোঃ গোলাম মোস্তফা ভূইয়া লিটন, সাংগঠনিক সম্পাদক রকি মিয়া, মোবারক হোসেন, শামীম মিয়া, জুয়েল মিয়াজী, বোরহান উদ্দিন, রবিন ভূইয়া। সন্ধ্যার পর কয়েকশ নেতাকর্মী সরারচর বাজারে আনন্দ মিছিল করেন।

সম্পাদকীয়

শরীয়তপুরে জলাবদ্ধতা : উন্নয়নের নামে কৃষকের দুর্ভোগ

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার গাগ্রীজোড়া এলাকায় কৃষকদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জলাবদ্ধতা। প্রায় পাঁচশ একরের বেশি ফসলি জমি এখন পানির নিচে। একসময় এসব জমিতে ধান, পাট, পেঁয়াজ, রসুনসহ নানান ফসল উৎপাদিত হতো, যা কৃষকদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অন্যতম মাধ্যম ছিল। কিন্তু কয়েক বছর ধরে জমিগুলো চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে, কারণ একটি খালের মুখ বন্ধ করে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পানিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, যা কৃষকদের দুর্দশার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশিত খবরাখবর থেকে জানা যায়, মাত্র পাঁচ বছর আগেও এই জমিগুলোতে সজীবতা ছিল, কৃষকরা সারা বছর চাষাবাদ করতেন। কিন্তু উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে আজ এসব জমি অনাবাদি হয়ে পড়েছে। ঢাকা-শরীয়তপুর মহাসড়কের কীর্তিনাশা নদীর ওপর নির্মিত সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে খালের মুখসহ প্রায় ৪০০ মিটার অংশ ভরাট করে ফেলা হয়। এতে পানি প্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। জমিতে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের কোনো পথ না থাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় কৃষকদের জীবন-জীবিকা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। যেসব কৃষক একসময় নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে সংসার চালাতেন, তারা এখন উলটো বাজার থেকে খাদ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও স্বীকার করছেন, সংযোগ সড়ক নির্মাণের কারণেই খালটির পানি প্রবাহ বন্ধ হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানিয়েছেন, সেতু ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের সময় খালটির বিষয়টি পরিকল্পনার মধ্যে রাখা হয়নি, ফলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, উন্নয়নের নামে যদি কৃষিজীবী মানুষের জীবিকা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সেটি কেমন উন্নয়ন? পরিকল্পনাহীন অবকাঠামো নির্মাণ শুধু কৃষকদের ক্ষতির কারণ নয়, এটি পুরো এলাকার অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই সংকট নিরসনে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক করতে খালের মুখ খুলে দিতে হবে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যেকোনো অবকাঠামো উন্নয়নের আগে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় নেওয়া জরুরি, যাতে এ ধরনের বিপর্যয় এড়ানো যায়। উন্নয়নের নামে কৃষকের জীবন-জীবিকা বিপন্ন করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। অথচ কৃষিজীবী মানুষের দুর্দশায় যদি প্রশাসন উদাসীন থাকে, তাহলে দেশের সার্বিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হবে। কৃষিজমি বাঁচানো, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। তাই দেরি না করে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে কৃষকরা আবারও তাদের জমিতে চাষাবাদ করতে পারেন এবং নিজেদের স্বপ্ন পুনরায় গড়তে পারেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লেভেল ক্রসিং: অব্যবস্থাপনা ও প্রাণহানির শঙ্কা

বাংলাদেশে রেলপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের হলেও, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। জেলায় ৭৩ কিলোমিটার রেলপথ জুড়ে ৭৯টি লেভেল ক্রসিং থাকলেও এর মধ্যে ৫৭টি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। আশঙ্কার বিষয় হলো, রেলওয়ের তালিকার বাইরে আরও ২০টি লেভেল ক্রসিং রয়েছে, যেগুলোর তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও নেই। অরক্ষিত লেভেল ক্রসিংগুলোতে কোনো গেটম্যান নেই, ফলে প্রায়ই ঘটে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। আখাউড়া রেলওয়ে পুলিশের তথ্যমতে, গত এক বছরে ট্রেনের ধাক্কায় ও কাটা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে ৩৫ জন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে লেভেল ক্রসিংয়ের উভয় পাশে কেবল মাত্র নোটিশ টানিয়ে রেখেছে, যেখানে লেখা আছে, দুর্ঘটনার দায় পথচারী ও যানবাহন চালকদের। কিন্তু বাস্তবে এটি রেল কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতারই বহিঃপ্রকাশ। পত্রপত্রিকার খবরাখবর থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রসিং- কাছাইট, ভাদেশ্বরা, মাছিহাতা, পাঘাচং, চিনাইর-কোনোটিতেই কোনো গেটকিপার নেই। ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হচ্ছে মানুষ ও যানবাহন। বিশেষ করে, চিনাইর এলাকায় দুই দিকে বাঁক থাকায় ট্রেন আসতে দেখাও যায় না, ফলে প্রায়শই ঘটে দুর্ঘটনা। রেলওয়ে আইন অনুযায়ী, লেভেল ক্রসিং তৈরি করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুমোদন নিতে হয় এবং নিরাপত্তা জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই নিয়ম অমান্য করেই অনেক স্থানে লেভেল ক্রসিং চালু রাখা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আখাউড়ার সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী আবু বক্কর ছিদ্দিক জানিয়েছেন, অনুমোদিত লেভেল ক্রসিংয়ে নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তবে অবৈধ লেভেল ক্রসিংগুলো বন্ধ করার কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এমদাদুল হক জানিয়েছেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১৭টি লেভেল ক্রসিংয়ে গেট লস (নিরাপত্তাকর্মীর কক্ষ) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তবে গেটম্যান নিয়োগ ও অন্যান্য নিরাপত্তা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনা চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই আলোচনা কবে বাস্তবায়নে রূপ নেবে? যাত্রী ও পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রেলওয়ে ও স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব। শুধু প্রকল্প হাতে নিলে বা কাগজে-কলমে উদ্যোগ নিলেই হবে না, দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন। প্রতিটি লেভেল ক্রসিংয়ে গেটম্যান নিয়োগ ও পর্যাপ্ত সিগন্যাল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যথায়, রেলপথ দুর্ঘটনা এবং এ ধরনের প্রাণহানি চলতেই থাকবে, যার দায় কখনোই পথচারী বা চালকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

> রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে লেভেল ক্রসিংয়ের উভয় পাশে কেবল মাত্র নোটিশ টানিয়ে রেখেছে, যেখানে লেখা আছে, দুর্ঘটনার দায় পথচারী ও যানবাহন চালকদের। কিন্তু বাস্তবে এটি রেল কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতারই বহিঃপ্রকাশ

বালু সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা জরুরি

চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বালু সিন্ডিকেটের বেপরোয়া কার্যকলাপ এখন আর শুধু পরিবেশ দূষণ বা জনস্বাস্থ্যের হুমকির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন একটি সামাজিক ও প্রশাসনিক সংকটে রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন বালুভর্তি ট্রাক ও ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট ধুলোবালি শুধু বাতাসকে বিষাক্ত করছে না, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্কুলে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনকে নরকতুল্য করে তুলছে। পুঁইছড়ি ছড়ার মতো প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করে, বসতবাড়ি বিলীন করে এবং পাহাড়ি এলাকার পরিবেশকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে এই সিন্ডিকেট যে অপরাধ সংঘটিত করছে, তা আর নীরবে মেনে নেয়ার সময় নেই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো সত্ত্বেও বালু উত্তোলনের এই অবৈধ ব্যবসা থামেনি। রাতের আঁধারে মেশিন বসিয়ে, প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে এই চক্র তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এমনকি ইজারাকৃত জায়গা ছাড়াও অন্যত্র বালি উত্তোলনের মতো কার্যকলাপ তারা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ছড়া খালে পরিণত হচ্ছে, বসতি ভেঙে পড়ছে এবং পাহাড়ি এলাকার পরিবেশ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদকে হুমকি-ধমকি দিয়ে দমন করার অভিযোগও উঠেছে, যা প্রমাণ করে এই সিন্ডিকেট কতটা প্রভাবশালী ও নির্ভীক হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতির জন্য শুধু বালু সিন্ডিকেটকে দায়ী করলে চলবে না; প্রশাসনের দুর্বলতাও এখানে স্পষ্ট। অভিযান চালানোর পরও অপরাধীদের ধরতে না পারা, তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্কের কাছে হার মানা এবং শাস্তি কার্যকর করতে ব্যর্থতা-এসবই প্রশ্ন তুলছে প্রশাসনের কার্যকারিতা নিয়ে। বাঁশখালীর এই সংকট শুধু স্থানীয় সমস্যা নয়, এটি পরিবেশ ধ্বংস ও অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রতীক। প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে-শুধু জরিমানা বা অভিযান নয়, এই সিন্ডিকেটের মূল হোতাদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে, পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয়দের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে হবে এবং বালি উত্তোলনের বৈধ প্রক্রিয়াকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বাঁশখালীবাসীর জীবন ও প্রকৃতি রক্ষায় আর দেরি নয়-এখনই সময় কঠোর পদক্ষেপের।

ঈদ আনন্দ বেদনা..

মীর আব্দুল আলীম

ঈদ এলেই শুরু হয় এক মহাযজ্ঞ। যাকে বলে ঈদযাত্রা। এই যাত্রার আনন্দ যেমন অপার, তেমনি ভোগান্তিও সীমাহীন। ঈদ মানেই খুশি, ঈদ মানেই আনন্দ! কিন্তু এই আনন্দের মূল চাবিকাঠি হলো ঈদযাত্রা। যতক্ষণ না কেউ গাঁয়ের বাড়ির উঠোনে গিয়ে মায়ের হাতে ইফতার খাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈদের আনন্দ যেন ‘লোডিং...’ অবস্থায় থাকে! আর সেই লোডিং প্রসেস মানেই ঈদযাত্রা–এক অদ্ভুত মিশন, যেখানে মিলেমিশে থাকে আনন্দ, বেদনা এবং অ্যাডভেঞ্চারের টানটান উত্তেজনা। যাত্রারর টিকিট যুদ্ধ: ঈদযাত্রার প্রথম ধাপই হলো টিকিট সংগ্রহ। যাকে বলে একেবারে ‘মিশন ইম্পসিবল’! অনলাইনে টিকিট পাওয়া মানে যেন লটারিতে জেতার মতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর কাউন্টারে গেলে? সেখানে যে লাইনের দৈর্ঘ্য দেখে অনেকেই মনে করেন, যদি এই লাইন ধরে হাঁটেন, তবে হয়ত পদ্মা সেতু না পার হলেও, গাজীপুর পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছে যাবেন! যারা আগেভাগে টিকিট পেয়ে যান, তারা নিজেদের বিজয়ী ভাবতে থাকেন। কিন্তু ট্রেন, বাস বা লঞ্চে ওঠার পর বুঝতে পারেন, আসল খেলা এখন শুরু! গন্তব্যের পথের রোলার কোস্টার: বাসে ওঠা মাত্রই শুরু হয় ‘প্যাকেট’ হওয়ার গল্প। এখানে মানুষ একে অপরের সঙ্গে এতটাই মিশে যায় যে, বায়োলজির ক্লাসে ‘মলিকিউলারের ঘনত্ব’ নিয়ে যা পড়ানো হয়, তা এখানে বাস্তবে অনুভব করা যায়! ড্রাইভার ভাইজানের ড্রাইভিং আবার একেবারে রোমাঞ্চকর। মাঝেমধ্যে মনে হয়, তিনি হয়ত আগের জন্মে ফর্মুলা ওয়ান রেসার ছিলেন! অন্যদিকে ট্রেনের অবস্থা আরও জমজমাট। যারা ভেতরে ঢুকতে পারেন, তারা নিজেদের ‘ভাগ্যবান’ মনে করেন। আর যারা ট্রেনের ছাদে ওঠেন, তারা মনে মনে নিজেকে অ্যাডভেঞ্চার লাভার বলে ভাবেন। কিন্তু বাস্তবে তারা হন একেকজন মানব পতাকা, বাতাসে দোল খেতে খেতে গন্তব্যে পৌঁছানোর অপেক্ষায়। টাইটানিক সিনড্রোম বিপদের নাম লঞ্চ: লঞ্চের যাত্রীদের জন্য ঈদযাত্রা একেবারে ‘টাইটানিক মুভি’র লাইভ সংস্করণ! ভিড় এত বেশি থাকে যে, একে ‘ভাসমান জনসভার’ সঙ্গে তুলনা করলেও ভুল হবে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যেন এক বিশাল পাবলিক মিটিং করছে, যেখানে সবাই একসঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করছে! গন্তব্যে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস: ঈদের আগের দিন রেলস্টেশনে গিয়ে দেখি, ভিড় নয়–এ যেন হাট বসেছে! এত মানুষ কীভাবে এখানে ঢুকল, তা দেখে আমি নিজেই অবাক। ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে ঢুকল, তখন যা হলো, তাকে যুদ্ধ বললেও কম বলা হবে। সবাই দৌড়াচ্ছে, ঠেলাঠেলি করছে, যেন কোনো যুদ্ধ জয় করতে এসেছে। আমি ঠিক করলাম, ট্রেনের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করব না, বরং ছাদে উঠে পড়ব। কিন্তু সমস্যাটা হলো, ছাদেও যে জায়গা নেই! এক চাচা আমাকে বললেন, “বাবা, একটু কষ্ট করে আমার ব্যাগের ওপর বসো, সমস্যা হবে না।” আমি ভাবলাম, এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে! ব্যাগের ওপর বসতেই টের পেলাম, ব্যাগের ভেতরে আসলে কাঁঠাল আছে! কাঁঠালের সুঘ্রাণে আমার ঈদযাত্রা শুরু হলো। সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে যখন অবশেষে বাড়ির উঠোনে পৌঁছে যাওয়া যায়, তখন মনে হয়, জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ জিতে এসেছি! মায়ের হাতের ইফতার খেয়ে, বাবার সঙ্গে নামাজে গিয়ে, ভাই-বোনদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বোঝা যায়–এই ভোগান্তির ঈদযাত্রাই আসলে আমাদের ঈদের পূর্ণতা এনে দেয়। তাই যতই কষ্ট হোক, ঈদযাত্রা ছাড়া ঈদের আনন্দ যেন অসম্পূর্ণ! এ যেন বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যাওয়ার মতো অনুভূতি–কষ্ট হলেও, পরে মনে হয়, আহা! কী সুন্দর একটা অভিজ্ঞতা ছিল! বাসের ঝুলন্ত ঈদ: ট্রেনে উঠে আধা ঘণ্টা পর বুঝলাম, আমি আর এই রোদে কাঁঠালের গন্ধ সহ্য করতে পারব না। তাই হাল ছেড়ে বাসের দিকে রওনা হলাম। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে গিয়েও বুঝলাম, এখানেও যুদ্ধ চলছে! এক বাসের হেলপার বললেন, “ভাই, ওঠেন, একটু দাঁড়াতে পারবেন তো?”আমি ভাবলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্যা কী! কিন্তু বাসে ওঠার পর দেখলাম, দাঁড়ানোর সুযোগ নেই–আমি পুরোপুরি ঝুলন্ত অবস্থায় আছি! যাত্রীদের ঠেলাঠেলির মধ্যে এক সময় এক আঙ্কেল আমার কানের কাছে চিৎকার করে বললেন, “ভাই, একটু সরে দাঁড়ান!”আমি কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললাম, “ভাই, দাঁড়াব কোথায়? আমি তো এখন বাতাসে ভাসছি! ঈদের আগের কয়েকটা দিন: পারিপার্শ্বিক কিছু ঘটনা চোখে জল আসে। বুক ধড়ফড় করে। এক অসহ্য কষ্টে মন ভারী হয়ে ওঠে। না সইবার কষ্টে এমনটা অনেকেরই হয়। ঈদে নিজের জন্য কেনা হয় না কিছুই। স্বজনদের জন্য কিছু নিতে রাজধানীর এক মার্কেটে গেলাম, কিন্তু কেনাকাটার বদলে এক অদ্ভুত বেদনা নিয়ে ফিরে এলাম। মার্কেটের কোলাহলের মাঝে হঠাৎ করেই এক করুণ চিৎকার কানে এলো-এক ছোট্ট মেয়ে শিশু, বয়স বড়জোর পাঁচ কি ছয়। চিৎকার করে কাঁদছে। জামাটা সে নেবেই নেবে। বাবার সাধ্য নেই কি করে কিনবে ওই জামা। চেহারা দেখেই বেশ বুঝতে পারলাম। দূর থেকে তাকিয়ে মনে হলো, কী হবে এই মেয়েটার ঈদ? কী হবে এই বাবার অনুভূতির, যখন নিজের বুকের মানিকের চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারছে না? ইচ্ছে হলো এগিয়ে যাই, শুধু ওই একটা নয়, আরও কয়েকটা জামা কিনে তুলে দিই শিশুটির হাতে। যদি ওর মুখে এক চিলতে হাসি ফোটে! কিন্তু ঠিক তখনই থমকে গেলাম–এই বাবার আত্মসম্মানবোধ কী আমার এই সহানুভূতি মেনে নেবে? যদি অপমানবোধে কষ্ট পান? মানুষেরতো আবার আত্মসম্মান আছে। সেদিন চাপা কষ্টে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এই বাজারে অল্প আয়ের মানুষের ঈদ আনন্দটা যেন নিরানন্দ হয়েই আসে। প্রতিটি বাবা-মা’ই সন্তানদের হাতে ইচ্ছামতো জামাকাপড় তুলে দিয়ে হাসি মুখটা দেখতে চায়। ক’জনের ভাগ্যেই বা সেই হাসি জোটে। এক বোতল আখের রস, অমূল্য সুখ : সেদিন ইফতারে ছোট ছেলেটা আখের রস খাবে বলতেই বাসা থেকে নিচে নেমে গেলাম। রোদের তাপ তখনো মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু সন্তানের ইচ্ছা বলে কথা! জুসবারে দাঁড়িয়ে রস কিনছি, হঠাৎ টেনেটুনে পুরোনো একটা ফ্রক পরা এক শিশু এসে দাঁড়াল সামনে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে আখের রসের বোতলের দিকে। পকেট থেকে ২০ টাকা হাতে দিলাম, তবুও দাঁড়িয়ে রইলো। আখের রস দিকে কি তৃপ্তিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। শিশুটির চোখের ভাষা পড়তে কষ্ট হলো না আমার। হাতে ধরা বোতলটা এগিয়ে দিতেই এক নিমেষে তার মুখজুড়ে ফুটে উঠল এক অভাবনীয় হাসি-যেন চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ল গোধূলির আকাশে! এমন হাসির দাম কি কোনো টাকায় মেলে? রসের বোতলটা নিয়ে সে আনন্দে দৌড় দিল। কৌতূহল জাগল মনে, পিছু নিলাম। গিয়ে দেখি, পাশের রাস্তায় একটি হুইলচেয়ারে বসা পঙ্গু বাবা, পাশে ছোট ভাইটা দাঁড়িয়ে আছে। শিশু মেয়েটা ছুটে গিয়ে বোতলটা তুলে দিল বাবার হাতে।

ছোট ভাইটা বোতলটা দেখে ফোকলা দাঁতে এমন এক তৃপ্তির হাসি দিল-তা কোনো ভাষায় লেখা যায় না! পঙ্গু বাবা, ছোট ভাই আর ছোট্ট মেয়েটার চোখে যে সুখের ঝিলিক দেখলাম, তাতে বুঝলাম-সে শুধু নিজের জন্য রস কিনতে চায়নি, সুখটুকু ভাগ করে নিতেই ছুটে গিয়েছিল! মাত্র ১০০ টাকায় সেদিন আমি এক অমূল্য দৃশ্যের সাক্ষী হলাম। সত্যিই, যাদের সামর্থ্য আছে, তারা চাইলেই এমন ছোট ছোট মুহূর্ত দিয়ে পৃথিবীকে একটু উজ্জ্বল করে তুলতে পারেন! সেদিন জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে বড় বোনকে দেখব বলে মিরপুরে যাচ্ছিলাম। ট্র্যাফিক সিগন্যালে পা নেই লাঠি ভর করেই গাড়ির সামনে হাজির ২২/২৩ বছরের এক যুবক। কিছু টাকা হাতে দিতে চেহারাটা যেন জ্বলজ্বল করছে তার। প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তিটা হয়ত বেশি ছিল তার, নয়তো তৃপ্তিটা বেশি! ভাবলাম মানুষকে খুশি করতে অনেক বেশি কিছু লাগে না শুধু একটা মন লাগে। মাঝেমাঝেই যদি এমনটা করি আমরা অন্তত জ্বলজ্বলে হাসিমুখ গুলোতো দেখতে পাব। খুব নিকটাত্মীয়ের গল্পটা এখন বলছি আমি। সেটি ছিল বছর পনেরো আগের কথা। তখন রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরীতে থাকি আমরা। আমার ওই আত্মীয় বিদেশ থেকে তার সন্তানদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় কিনে আনেন। কোরবানি ঈদের ঠিক দু’দিন আগের কথা। সন্তানদের মাঝে কাপড় বণ্টন করছেন। বাসার কাজের বুয়াটা সেদিন তার সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কাজে আসেন। শিশুটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল সেই কাপড়ের দিকে। আত্মীয়ের দিলে ভীষণ চোট লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই গায়ে কাপড় চেপে নিচে নেমে গেলেন তিনি। ফুটপাত থেকে একটি লাল গেঞ্জি আর কালো রংয়ের প্যান্ট নিয়ে এলেন। তার হাতে কাপড়গুলো দিতেই সে কি আনন্দ! আমিও উপভোগ করি তার সেদিনের জ্বলজ্বলে সেই মুখখানি। অল্পতে খুশি হওয়া সেই চেহারাটা এখনো আমার চোখে ভাসে। বিদেশ থেকে দামি ব্রান্ডের কাপড় সবটা যে তার সন্তানদের পছন্দ হয়নি এটা আমি সেদিন বুঝতে পেরেছি। সৃষ্টিকর্তা আসলে সত্যিই পারেন। সুখটা কাকে কখন কীভাবে দেবেন, তৃপ্তি কোথায় নিহিত সেটা অত্যন্ত রহস্যময়। কাউকে তিনি অল্পতে অনেক তৃপ্তি আর সুখ দেন আবার অনেক কিছু থেকেও অনেকের সুখ নেই, শান্তি নেই। এটাই হয়তো ভালো লাগার দুনিয়ায় স্রষ্টার মহান খেলা। জীবনের সুখ গুলো এমনই। এমন নানা ভালো কাজের শেষে তৃপ্তির ঘুমও আসে। আমাদের প্রত্যাহৃত জীবনে ঘুমটা আসলে আল্লাহর বিশাল একটা নেয়ামত। লাখ টাকার পালঙ্কে শুয়ে কারো হয়তো ঘুম হয় না; ছটফট করে রাতটা কষ্টে কাটে। স্বামী হয়তো কোনো ডিস্কো পার্টিতে কিংবা মদের বারে ফুর্তি করছে। রাস্তা কিংবা ফুটপাতে টাঙানো পলিথিনের ভেতরে অনেকে দম্পতির কতই না সুখের সংসার। এই আমরাই দেখি ফুটপাতে শব্দ আর ধুলাবালির মধ্যে কেউ কেউ নাক ডেকে ঘুমায়। আবার দেখি রাস্তার পাশে কোনো খালি জায়গায় ভর রোদে তৃপ্তির ঘুম দিচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। অনেকে এসিতে ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুমাতে পারে না। দামি গাড়ি, বাড়ি, খাট-পালং আর অর্থ বৈভব দিয়ে সুখ আর তৃপ্তি পাওয়া যায় না। সুখটা অন্য এক রকম। অনেক অর্থের মধ্যে থেকেও মানুষ সুখী নয়; আবার অল্প অর্থে খুব সুন্দর সুখী জীবনযাপন করছেন অনেকে। অনেকে ফুটপাত থেকে জামা কিনে তৃপ্ত। গায়ে জড়িয়ে ভাবেন কতই না সুন্দর লাগছে তাকে। আবার একই জামা গায়ে চেপে চুলকানি বেড়ে যায়! ফুটপাত থেকে কেনা জামা ভেবে কুটকুট করছে গায়। চিত্তে শান্তি নেই। ভাবে এত কম দামি জামা কী ভাবছেই না জানি লোকে। ওই যে বলছিলাম, নিজ ভাবনাটার মধ্যেই সুখ অন্তর্নিহিত। সুখী হতে নিজেকে সুখী ভাবতে হয়। সুখ পেতে হয় নিজের কাছেই। আমার বাবা-মাকে আমি কখনো শুধু আমাদের জন্য জীবন কাটাতে দেখিনি, তারা ছিলেন সবার জন্য। মানবিকতার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন তারা। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেওয়া ছিল তাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। বাবা বলতেন, “টাকায় সুখ কেনা যায় না, তবে অভাবী মানুষকে সহায়তা করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ।” সত্যিই, এই উপলব্ধি তার জীবনকেই শুধু সমৃদ্ধ করেনি, আমাদের মধ্যেও সেই মহান শিক্ষার বীজ বুনে দিয়েছেন। আমাদের ঈদ আনন্দ কখনো শুধু আমাদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাবা-মা সবসময় চেষ্টা করতেন আশপাশের অভাবী মানুষদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নিতে। আমাদের ঘর ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত-চেনা-অচেনা অনেকেই আসতেন, সবাইকে স্নেহ-ভালোবাসায় আপন করে নিতেন তারা। নতুন জামা, মিষ্টি, ঈদের উপহার–এসব শুধু আমাদের জন্য নয়, যারা হয়ত স্বপ্নেও এসব কল্পনা করতে পারেনি, তাদের জন্যও ছিল সমানভাবে বরাদ্দ। বাবা-মা বিশ্বাস করতেন, ঈদের প্রকৃত আনন্দ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন তা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আমার বাবাকে আমি সবসময়ই দেখেছি ন্যায়-নীতির এক অবিচল পথিক হিসেবে। তার কাছে সত্য ছিল অমোঘ, ন্যায়বিচার ছিল জীবনের মূলমন্ত্র। পারিবারিক বা সামাজিক যে কোনো বিষয়ে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ এক বিচারক, যেখানে আবেগ নয়, ন্যায়ই ছিল তার একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। বাবা-মা শুধু আমাদের শাসক ছিলেন না, ছিলেন পথপ্রদর্শকও। তারা শিখিয়েছেন, বড় হওয়া মানে শুধু বিত্তবান হওয়া নয়, বড় হওয়া মানে মানবিক হওয়া, উদার হওয়া, অন্যের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। আমাদের পাঁচ ভাইবোন ছিলাম তাদের স্নেহের ছায়ায় শীতল, নির্ভার। মনে হতো, বাবা-মায়ের ভালোবাসার আলোয় আমাদের জীবনে কোনো অন্ধকার আসবে না। কিন্তু বিধির বিধান বদলায় না। বাবা চলে গেছেন, মা-ও হয়তো একদিন চলে যাবেন, কিন্তু তাদের দেখানো পথ, তাদের শিক্ষাগুলো আজও আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, এগিয়ে চলার শক্তি দেয়। সময় খুব বেশি হয়নি, তবুও মনে হয়, শত বছর পেরিয়ে গেছে বাবাকে দেখি না। আমাদের চারপাশে সব আছে, কিন্তু এক অপার শূন্যতা যেন আমাদের ঘিরে রেখেছে। তবু আমরা জানি, বাবা-মা আমাদের মাঝে আছেন, তাদের মূল্যবোধ, শিক্ষা আর ভালোবাসার মধ্যে। আমরা সেই আলোতেই পথ চলছি, আগামীতেও চলব... সত্যিই, জীবনের আনন্দ ও সুখ আমাদের আশেপাশেই ছড়িয়ে আছে, শুধু খুঁজে নেওয়ার দৃষ্টিটা থাকতে হয়। অল্পতে সুখী হওয়ার আর সবাইকে নিয়ে সুখী হওয়ার অভ্যাসটাই পারে জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করে তুলতে। আসুন আমরা সবাইকে নিয়ে ঈদ আনন্দ উপভোগ করি। ঈদ মোবারক! **লেখক : মীর আব্দুল আলীম; সাংবাদিক, সমাজ গবেষক, মহাসচিব-কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ**

বাংলাদেশের রাজনীতি এক কঠিন সন্ধিক্ষণে

এম এ হোসাইন

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ আবারও এক গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। যে দেশ একসময় গণতন্ত্র ও আত্ম-অধিকারের জন্য লড়াই করেছিল, সে দেশ এখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন এই টানাপোড়েনের কেন্দ্রবিন্দু, আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই বিতর্কের মূল উৎস। নির্বাচন অনুষ্ঠানে কারও কারও অনীহা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। তবে এটি কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট নয়; এর প্রভাব আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিসরেও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ কোন পথে এগোবে, তা বোঝার জন্য প্রয়োজন গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ– মূল খেলোয়াড়দের স্বার্থ, রাজনৈতিক কৌশল ও চলমান অস্থিরতার সম্ভাব্য পরিণতি বিবেচনা করা জরুরি। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো নির্বাচন। কিন্তু বাংলাদেশে ক্রমশই তা উপেক্ষিত হতে শুরু করেছে। প্রধান উপদেষ্টা একাধিকবার ঘোষণা দিয়েছেন যে নির্বাচন ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে, অথচ বিভিন্ন সূত্রের দাবি, অন্তর্বর্তী সরকার পরিকল্পিতভাবে নির্বাচন বিলম্বিত করার কৌশল গ্রহণ করেছে– সম্ভবত তিন থেকে চার বছর পর্যন্ত। তাদের যুক্তি, দেশকে স্থিতিশীল করার জন্য আরও সময় প্রয়োজন। তবে বাস্তবতার নিরিখে এই দাবি অনেকটাই ফাঁপা শোনায়। সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট যে, পুরো বিষয়টি ক্ষমতার একটি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চাল। অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নতুন একটি রাজনৈতিক দলকে ভবিষ্যতের শাসক হিসেবে প্রস্তুত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। এ দলটি মূলত সেই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সুবিধা ভোগ করে আসছে। সরকার সম্প্রতি যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করেছে, সেটিও প্রশ্নবিদ্ধ। এটি বাস্তবিক অর্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নয়; বরং বেছে বেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের একটি কৌশলমাত্র। ফলে, প্রশাসন তার ক্ষমতা সংহত করতে ব্যস্ত, গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে নয়। প্রকৃত প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের জনগণ কি গণতন্ত্রের এই অনির্দিষ্টকালীন বিলম্ব মেনে নেবে? ইতিহাস সাক্ষী, এদেশ বারবার গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জনগণের ক্ষোভ যদি সংগঠিত হয় এবং অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে, তবে সরকারের জন্য ক্ষমতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশ এখন যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে, সেখানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথ বেছে নেয়া না হলে দেশ দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অচলাবস্থায় নিমজ্জিত হতে পারে। আর এর পরিণতি হবে ভয়াবহ– অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তির অবনতি। এখন সময় এসেছে তার উত্তর খোঁজার– প্রশাসন কি জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেবে, নাকি ক্ষমতার চোরাগলিতে হারিয়ে যাবে। বর্তমান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধক হলো প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংস্কার। নীতিগতভাবে সংবিধান সংশোধন একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া হতে পারে। তবে যখন এটি একটি অনির্বাচিত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়, তখন তা নিছক রাজনৈতিক অপকৌশলের অংশ বলে মনে করা হয়। এই উদ্যোগটি বড় রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছে। তাদের দৃষ্টিতে এটি অন্তর্বর্তী সরকার বা তাদের মদদপুষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সুবিধাজনকভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। বাংলাদেশে যেখানে রাজনৈতিক বিভাজন প্রবল, সেখানে জনগণের ব্যাপক মতৈক্য ছাড়া সাংবিধানিক সংস্কার চাপিয়ে দেয়া শুধু অস্থিতিশীলতাই বাড়াবে। কিন্তু সমস্যা এখানেই থেমে নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব অত্যন্ত কেন্দ্রাভিসারী। বড় দলগুলো সাধারণত একজন নেতাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয় উপর থেকে নিচে, ভিন্নমত দমন করা হয় এবং নীতিগত আলোচনার চেয়ে ব্যক্তিগত আনুগত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যায় না– এটি শুরু করতে হয় রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্য থেকে। দলের ভেতরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করা, স্বচ্ছ নেতৃত্ব নির্বাচন এবং নীতি নির্ধারণে প্রকৃত বিতর্কের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে বিদ্যমান স্বজনপ্রীতি ও চাটুকারিতার সংস্কৃতি ভাঙা সম্ভব হবে। কিন্তু যারা বিদ্যমান ব্যবস্থার সুবিধাভোগী, তাদের মধ্যে এমন পরিবর্তনের জন্য খুব একটা আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিছক অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়; এটি ক্রমশ বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অংশ হয়ে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বিন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা সীমিত। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এই সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চলমান টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে, নয়াদিল্লি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। অন্যদিকে, চীন এখন ঢাকাকে কাছে টানতে বেশ সক্রিয়। ইউনূসের বেইজিং সফর এরই ইঙ্গিত দেয়। বাংলাদেশ যদি চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়, তবে এটি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্য অস্বস্তির কারণ হতে পারে। ফলে বাংলাদেশ এক বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে এই কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার চ্যালেঞ্জ নতুন কিছু নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মাঝে পড়ে ছোট দেশগুলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে হয়, যাতে সার্বভৌমত্ব রক্ষা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোর ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ তার কূটনৈতিক কৌশলে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তা কেবল অদূরদর্শিতাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে অবহেলার পরিচায়ক। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অবশ্যই ন্যায় ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, যাতে সম্মান ও সমতা বজায় থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ পাকিস্তান নয়। যে কোনো ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থই প্রধান হওয়া উচিত। প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো– এমন কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষা করা, যা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটকে পুরোপুরি বোঝার জন্য দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতাকে স্বীকার করা জরুরি– আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। উভয় দলই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ক্ষয়িষ্ণু করার জন্য দায়ী। আওয়ামী লীগ, টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর, দুর্নীতি ও কর্তৃত্ববাদী আচরণের অভিযোগে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। দলটি যদি পুনরায় বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে চায়, তবে অবশ্যই নিজের ভুলগুলো স্বীকার করে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, অতীতের ক্ষমতার অপব্যবহারকে আমলে নিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং গণতান্ত্রিক অগ্রাধিকারকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। তবে এটাও সত্য যে, আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতি অসম্পূর্ণ। অন্যদিকে, বিএনপি এখনো দলীয় কাঠামোর দুর্বলতার ভারে নুয়ে পড়েছে। দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকা-ের অভিযোগে জর্জরিত দলটি এখনো গণতন্ত্রের প্রতি তাদের প্রকৃত দায়বদ্ধতা জনগণকে বিশ্বাস করাতে পারেনি। এর চেয়েও বড় সমস্যা হলো, দলটি এখনো এমন কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করতে পারেনি, যা হতাশ জনগণের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করবে। জামায়াত-ই-ইসলামী এখনো তার বিতর্কিত অতীতের ভার বইছে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকার কারণে। দলটির আদর্শিক অবস্থান বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং তারা প্রায়শই ইসলামকে অপব্যাখ্যা করে বিকৃত রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করে। বাস্তবে, জামায়াতের তথাকথিত ইসলামী রাজনীতি ধর্মের প্রকৃত নৈতিকতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে, তাদের নৈতিক দায়িত্ব দেশের মানুষের কাছে ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা। তদুপরি, তারা যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নিতে চায়, তবে অবশ্যই ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর, জামায়াত নতুনভাবে সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। সব রাজনৈতিক দলের সামনে এখন দুটি পথ– হয় আভ্যন্তরীন দলীয় সংস্কার নয়তো বা বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশের জনগণ আর প্রচলিত রাজনৈতিক নাটক মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে উগ্রবাদের ক্রমবর্ধমান বিস্তার। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো শক্তি সঞ্চয় করছে এবং এতে বিদেশি শক্তিরও সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। ইউনূস প্রশাসনের কিছু কঠোরপন্থী ইসলামী গোষ্ঠীর প্রতি নমনীয় মনোভাব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। যদি এই উগ্র গোষ্ঠীগুলো আরও শক্তিশালী হয়, তবে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়তে পারে, যা কেবল জাতীয় স্থিতিশীলতাই নয়, দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিরও মারাত্মক ক্ষতি করবে। এই ক্রমবর্ধমান হুমকির বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদক্ষেপ না নিলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন অংশীদাররা এমন একটি দেশে সম্পৃক্ত হতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে, যেখানে উগ্রবাদের ঝুঁকি বাড়ছে। বাংলাদেশ এখন একটি যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এগিয়ে যাওয়ার পথ অবশ্যই গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধারের হতে হবে, অনির্বাচিত প্রশাসনের অধীনে অনির্দিষ্ট স্থবিরতার নয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক দলগুলো ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা আর বিলম্ব মেনে নেবে না– নির্বাচন আরও পিছিয়ে গেলে আরও বড় প্রতিক্রিয়া আসতে পারে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য বার্তাটি স্পষ্ট: পরিবর্তিত হও, নতুবা জনরোষের ঢেউয়ে ভেসে যাও। অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, জবাবদিহি ও প্রকৃত সংস্কার এখন আর বিকল্প নয়– এগুলো আবশ্যক। পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক চাল এবং কৃত্রিম বিলম্বের দিন ফুরিয়ে আসছে। আগামী কয়েক মাসে নেয়া সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে থাকবে নাকি কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ঝুঁকবে। বিশ্ব তাকিয়ে আছে। জনগণ অপেক্ষা করছে। আর ইতিহাস রায় দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

[লেখক : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক]

বৈষম্যহীন বাংলায়’ দলিতদের প্রতি সীমাহীন বৈষম্য

শিপন কুমার রবিদাস

বর্ণবাদ হলো সেই দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে: মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবেই অনেকগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং একই সঙ্গে বিশ্বাস করা হয় কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য উঁচু অথবা নিচু; কিংবা তার ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী; অথবা বেশি যোগ্য কিংবা অযোগ্য। বর্ণবাদের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করাটা কঠিন। গবেষকদের মতে, বর্ণবাদ কখনো গায়ের চামড়ার রং দিয়ে হতে পারে, কখনো আঞ্চলিকতা দিয়ে হতে পারে, কখনো গোত্র দিয়ে হতে পারে, কখনো বর্ণ দিয়ে হতে পারে। কিছু কিছু সংজ্ঞা অনুসারে, কোনো মানুষের আচরণ যদি কখনো তার জাতি বা বর্ণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটি অন্য কারো জন্য ক্ষতিকর না হলেও তাকে বর্ণবাদ বলা হবে। অন্যান্য সংজ্ঞায় শুধু বর্ণবাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়ে শোষণ এবং অত্যাচার করাই বর্ণবাদ।যদিও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘মানুষ জাতি’ কবিতায় বলে গেছেন– “কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান রাঙা”। তবুও সাদা আর কালোতে, জাতি আর ধর্মের নানা বর্ণবাদী বৈষম্যে নিপীড়িত হয়েছেন, সহিংসতায় প্রাণ দিয়েছেন অগণিত মানুষ। আবার এই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামেও প্রাণ দিতে হয়েছে অগণিত মানুষকে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই জন্ম ও পেশাগত কারণে অস্পৃশ্যতার চর্চা ও অমানবিক আচরণের দৃষ্টান্ত অহরহ। বাংলাদেশে এই একবিংশ শতাব্দীতেও দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীরা প্রতিনিয়ত অস্পৃশ্যতার শিকার হন বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে। খাবারের হোটেল থেকে শুরু করে উপাসনালয়, সেলুনসহ অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হন তারা। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তাদের জীবনযাপন করতে হয়, ‘পাবলিক স্পেস’ ব্যবহারের সুযোগ তারা পাননা। এই বিচ্ছিন্নতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জন্ম ও পেশাগত পরিচয়ের কারণে বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭৫ লাখ মানুষ সমাজে অস্পৃশ্যতার শিকার। দলিতরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন, কর্মক্ষেত্র, ব্যবসা বাণিজ্য, আবাসন– এমনকি মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। যুগ যুগ ধরে দলিত জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান যে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে তা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের অনেকেই জাত-পাত বৈষম্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, মানতে নারাজ। তাদের মতে, সভ্যতার এ যুগে এসে অস্পৃশ্যতা চর্চার সময় নেই। হ্যাঁ, বিষয়টি এমনটি হলে ভালোই হতো। কিন্তু বাস্তবতা পুরো উল্টো। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও কিছু মানুষের রেস্টুরেন্ট, সেলুন, উপাসনালয়ে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, রংপুরসহ অধিকাংশ জেলাতেই হরিজন গোত্রের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হোটেলের বাইরে থেকে খাবার নিতে দেখা যায়। থাকে তাদের জন্য আলাদা প্লেট-গ্লাস। এর চেয়ে অমানবিক আর কী হতে পারে। এ লজ্জা কার? বর্ণবৈষম্যমূলক আচরণের সূত্র ধরে বগুড়ার সান্তাহারে মিঠুন বাঁশফোরের হাত গরম তেলে ঝলসে দেয়া, মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় হরিজন শিশুকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া, রংপুরের গঙ্গাচড়ায় হরিজন শিশুকে খাবার হোটেল থেকে বিতাড়িত করা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে হরিজন শিশু শিক্ষার্থীদের ভর্তি না নেয়ার মতো ঘটনাগুলো একই সূত্রে গাথা। এরকম চলমান উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। বিশ্বাস না হলে যখন-তখন প্রমাণ মিলবে সরেজমিন পরিদর্শনে গেলে। বিষয়গুলো হরহামেশাই ঘটছে সারাদেশে। দেখার কেউ নেই। কোনও প্রতিকারও নেই। অঞ্চলভেদে এই বৈষম্যের তারতম্য থাকলেও কঠিন এবং কঠোর প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দলিতদের জীবনযাপন করতে হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ করা হলেও স্বাধীনতার এত বছর পরও বৈষম্য বিরাজমান। দেশের অনগ্রসর দলিত, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গসহ পিছিয়ে পড়া তথাকথিত অস্পৃশ্য নাগরিকদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপে আইন প্রণয়নের দাবি দীর্ঘদিনের। ‘অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের জন্য ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রণালয় “বৈষম্য বিলোপ আইন ২০১৪” খসড়া তৈরি করেছে যা এখনও চূড়ান্তভাবে আইন আকারে অনুমোদিত হয়নি। এটি কার্যকর হলে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি মামলা করতে পারবেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অবহেলিত মানুষগুলো উপকৃত হবেন। অবহেলিত জনগোষ্ঠীর প্রায় এক কোটি মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে। এতে বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য করার অপরাধে নানা দ-ের সুপারিশ রয়েছে। সুপারিশে বলা হয়, সরকার প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক ‘বৈষম্য বিলোপ বিশেষ আদালত’ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জেলা জজ বা দায়রা জজকে এ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করবে। অভিযোগ গঠনের তারিখ থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকাজ শেষ করতে হবে। এটি কার্যকর হলে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করার অধিকারী হবেন। খসড়া আইনে বলা আছে; ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শারীরিক, মানুষিক ও লৈঙ্গিক প্রতিবন্ধীত্ব এবং কথিত অস্পৃশ্যতার অজুহাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈষম্যমূলক কাজ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। প্রস্তাবিত খসড়ায় অবহেলিত জনগোষ্ঠীর লোকদের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হলে প্রথমবার ২ বছরের কারাদ- বা ৫০ হাজার টাকা অর্থদ- বা উভয় দ- দিতে পারবেন আদালত। পরে প্রতিবারের জন্য ৫ বছরের কারাদ- বা সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা অর্থদ- বা উভয় দ- দেয়া যাবে। শিক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণে বাধা; কর্মলাভে বাধা, জনস্থল, সার্বজনীন উৎসব, নিজ উপাসনালয়ে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে বাধা প্রভৃতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

বিশ্বে ১ কোটি ৪০ লাখ শিশু অপুষ্টির মুখে, আছে মৃত্যুঝুঁকি: ইউনিসেফ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রধান আন্তর্জাতিক দাতারা সাহায্য বাজেট কমিয়ে দেওয়ার ফলে চলতি বছর কমপক্ষে ১ কোটি ৪০ লাখ শিশু ক্ষুধার্ত এবং অপুষ্টি বা মৃত্যুর ঝুঁকির মুখে পড়বে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা ইউনিসেফ। গত বুধবার জাতিসংঘের শিশু সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকার এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্ভিক্ষের ঢেউ ঠেকাতে শিশু পুষ্টি তহবিলে অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছে। দুই মাস আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার বিলিয়নিয়ার উপদেষ্টা ইলন মাস্কের ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি ইউএসএআইডি সংস্থাটিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। একজন বিচারক এই প্রচেষ্টা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নিশ্চিত করেছেন, ইউএসএআইডি তার ৪২ বিলিয়ন ডলারের বাজেট থেকে ৮৩ শতাংশ কর্মসূচি বাতিল করছে। ব্রিটেনের মতো অন্যান্য প্রধান দাতা দেশগুলো সম্প্রতি প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সাহায্য কমিয়ে দিয়েছে বা স্থগিত করেছে। ইউনিসেফ সতর্ক করেছে, তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে এমন ২ দশমিক ৪ মিলিয়ন শিশু বছরের বাকি সময় ইউনিসেফের 'ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থেরাপিউটিক খাবার' থেকে বঞ্চিত হবে। ক্ষুধার্ত শিশুদের জন্য জরুরি সেবা প্রদানকারী ২ হাজার ৩০০টি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ইউনিসেফ-সমর্থিত ২৮ হাজার খাদ্য কেন্দ্রও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সব মিলিয়ে এই বছর ১ কোটি ৪০ লাখ শিশু পুষ্টি সহায়তা এবং পরিষেবায় ব্যাঘাতের সম্মুখীন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় দাবানলে মৃত্যু বেড়ে ২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে দাবানলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ জনে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া আহত হয়েছে আরও ৩০ জন। তাছাড়া এখনো কয়েকটি এলাকায় আগুন জ্বলছে। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে, আহতদের মধ্যে ২২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হতাহতদের বেশিরভাগের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। দক্ষিণ কোরিয়ার দাবানলের কারণে এরই মধ্যে ২৩ হাজার মানুষ বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে ১৭ হাজার হেক্টরের মতো বন ধ্বংস হয়েছে। দাবানল নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের কয়েক হাজার কর্মীর পাশাপাশি পাঁচ হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। দেশটিতে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারও আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নিয়েছে। গত বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ার উইসেয়ংয়ের পাহাড়ি এলাকায় আগুন নেভানোর সময় একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে পাইলট নিহত হন। এদিকে, গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির দুর্যোগ ও নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান লি হান-কিউং বলেছেন, ইতিহাসের বৃহত্তম এই দাবানল বিশ্বজুড়ে জলবায়ু সংকটের কঠিন বাস্তবতা উন্মোচিত করেছে। এমনটি আমরা আগে হতে দেখিনি। যা আমরা আগে কখনও দেখিনি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে এই মৌসুমে গড়ের চেয়ে অর্ধেক বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর আগে দেশটির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হান ডাক-সু এই পরিস্থিতিকে 'অভূতপূর্ব সংকট' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানল, যা নতুন রেকর্ড তৈরি করছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পাঁচ হাজারের বেশি সেনাসহ হাজার হাজার দমকলকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হেলিকপ্টারও নিয়োগ করা হয়েছে। তবে প্রবল বাতাসের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আগুনে ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১ হাজার ৩০০ বছর পুরোনো গৌনসা মন্দির, যা ৬১৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ায় দাবানল সাধারণত বিরল ও এতে প্রাণহানির ঘটনাও কম ঘটে। তবে চলমান এই দুর্যোগে এখন পর্যন্ত যে সংখ্যক মৃত্য হয়েছে, তা এটিকে দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী দাবানলে পরিণত করেছে।

পাকিস্তানে পৃথক দুই হামলায় ১৩ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও সহিংসতার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সেখানে সবশেষ পৃথক দুইটি হামলায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। গোয়াদারের ডেপুটি কমিশনার হামুদুর রহমান জানিয়েছেন, কালমাট এলাকায় করাচিগামী একটি বাসে হামলা চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। জিওয়ানি স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) খালিদ দাস্তি বলেছেন, নিহত ও আহতদের দ্রুত পাসনি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সোহবাত পুর জেলার একটি গ্রামে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা একটি বাড়িতে গুলি চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় সাতজন নিহত হয়েছেন। সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এসএসপি) ইউসুফ বাঙ্গার জানিয়েছেন, নিহতরা একই পরিবারের ও তাদের মধ্যে একজন নারী ও তিন শিশু রয়েছে। যাত্রীদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই হামলার তদন্ত ও দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন। নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাসীদের কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড তাদের বর্বরতার প্রতিফলন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী হামলায় আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে কালাত ও নোশকি জেলায় সন্ত্রাসীরা কমপক্ষে আটজনকে হত্যা করে। এর কয়েকদিন পর গোয়াদরে হামলাটি ঘটলো। সম্প্রতি নুশকি-দালবন্দিন মহাসড়কে একটি আধাসামরিক বাহিনীর বহরে বিস্ফোরণে তিনজন ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) সেনাসহ কমপক্ষে পাঁচজন নিহত ও ৩৫ জন আহত হন। এর আগে বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এর সঙ্গে যুক্ত কয়েক ডজন সন্ত্রাসী একটি রেলওয়ে ট্র্যাক উড়িয়ে দেয় ও জাফর এক্সপ্রেসে হামলা চালায়। যেখানে ৪৪০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিল। এক জটিল অভিযানের মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনী ৩৩ হামলাকারীকে নির্মূল করে এবং জিম্মি যাত্রীদের উদ্ধার করে। এ সময় বেশ কিছু যাত্রীও নিহত হয়। সূত্র: জিও নিউজ

বাণিজ্য যুদ্ধ তীব্র করে আমদানিকৃত গাড়ির ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ ট্রাম্পের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা গাড়ি ও ছোট ট্রাকের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। এ সিদ্ধান্ত আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে আর তাতে ট্রাম্পের শুরু করা বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধ আরও বিস্তৃত হবে। মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই শুল্ক আরোপের ফলে গাড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাবে আর উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হবে। গত বুধবার হোয়াইট হাউজের ওভাল দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেন, "আমরা যা করতে যাচ্ছি তা হল যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি নয় এমন সব গাড়ির জন্য ২৫ শতাংশ শুল্ক।" নির্বাচনী প্রচারণায় কর হ্রাস ও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়িষ্ণু শিল্প খাত পুনরুজ্জীবিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। কর হ্রাসের ফলে ঘাটতি রাজস্ব পূরণে শুল্ককে একটি উপায় হিসেবে দেখছেন তিনি। পাশাপাশি অতিরিক্ত শুল্কের কারণে আমদানি কমলে অভ্যন্তরীণ শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে বলে আশা তার। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ৩ এপ্রিল থেকে ঘোষিত শুল্ক আদায় শুরু হবে। রয়টার্স জানায়, ট্রাম্পের ঘোষণার পর প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লায়েন এই পদক্ষেপকে 'ব্যবসার জন্য খারাপ, ভোক্তাদের জন্য আরও খারাপ' বলে মন্তব্য করেছেন।

উত্তর কোরিয়া রাশিয়ায় আরো ৩ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছে : সিউল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উত্তর কোরিয়া এই বছর রাশিয়ায় অতিরিক্ত ৩ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছে এবং কিয়েভের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মস্কোকে সাহায্য করার জন্য এখনও ক্ষেপণাস্ত্র, কামান এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সিউলের সামরিক বাহিনী একথা জানিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া এই বছর ইউক্রেনে মস্কোর যুদ্ধের জন্য রাশিয়ায় অতিরিক্ত ৩ হাজার সেনা পাঠিয়েছে। সিউল থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। ২০২২ সালে ইউক্রেনে মস্কোর আক্রমণের পর থেকে ঐতিহ্যবাহী মিত্র রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। সিউল নেতা কিম জং উনকে মস্কোকে সাহায্য করার জন্য হাজার হাজার সৈন্য এবং অস্ত্রের কন্টেইনার পাঠানোর অভিযোগ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি বার্তা সংস্থা 'ইয়োনহাপ' এই খবর জানিয়েছে। এদিকে মস্কো বা পিয়ংইয়ং কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে সেনা মোতায়েনের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। তবে গত বছর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যখন উত্তর কোরিয়ায় বিরল সফর করেছিলেন, তখন উভয় দেশ একটি বিশাল সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। যার মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার কথাও ছিল। উত্তর কোরিয়ার বার্তা সংস্থা 'কেসিএনএ' এই খবর জানায়। দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ বলেছেন, 'জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে অতিরিক্ত ৩ হাজার সেনা পাঠানো হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে'। ইয়োনহাপের খবরে একথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, রাশিয়ায় পাঠানো প্রাথমিক ১১ হাজার উত্তর কোরিয়ার সৈন্যের মধ্যে

৪ হাজার নিহত বা আহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জেসিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জনবলের পাশাপাশি, উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র, কামান সরঞ্জাম এবং গোলাবারুদ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে'। এতে বলা হয়েছে, 'এখন পর্যন্ত এটি মূল্যায়ন করা হয়েছে, উত্তর কোরিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বল্প-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, পাশাপাশি প্রায় ২২০ ইউনিট ১৭০ মিমি স্বয়ংক্রিয় বন্দুক এবং ২৪০ মিমি মাল্টিপল রকেট লঞ্চার সরবরাহ করেছে'।

ভিয়েতনামে সবচেয়ে বড় মাদক তৈরির কারখানায় অভিযান, ৬ মাস পর সফল পুলিশ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভিয়েতনামের পুলিশ দেশের বৃহত্তম সিন্থেটিক মাদক কারখানায় অভিযান চালিয়েছে। মাদক চক্রটিকে ধরতে ছয় মাস ধরে অভিযান চলছিল। অবশেষে গত শনিবার শেষ হয় এই অভিযান। ২০০ জন কর্মকর্তা দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরটিতে তিনটি সংযুক্ত স্থাপনায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেন। যাদের মধ্যে একজন তাইওয়ানের নাগরিকও ছিলেন। তিনি মাস্টারমাইন্ড হিসেবে অভিযুক্ত। দেশটির উপকূলীয় পর্যটন শহর নাহা ট্রাংয়ের ওই কারখানা থেকে ১.৪ টন কেটামিন জব্দ করা হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে। গত বুধবার দেশটির সরকারি নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত এক বিবৃতি অনুসারে, এটি ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড় সিন্থেটিক ড্রাগ উৎপাদন কারখানা। মাদক-সম্পর্কিত অপরাধ তদন্ত বিভাগের পরিচালক নগুয়েন ভ্যান ভিয়েন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'কারখানাটিতে উন্নত প্রযুক্তিসহ বৃহৎ আকারে মাদক উৎপাদন করা হতো।' গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে চারজন ভিয়েতনামের নাগরিক, চারজন চীনা নাগরিক এবং তিনজন তাইওয়ানর নাগরিক রয়েছেন। এ ছাড়া তাদের মধ্যে ৫১ বছর বয়সী অভিযুক্ত চক্রের নেতা চ্যাং চুন মিংও রয়েছেন। তিনি গত আগস্টে কাচের টিউবের একটি বিশাল চালান নিয়ে ভিয়েতনামে প্রবেশ করেন এবং এর পর থেকেই পুলিশ তাদের ওপর নজরদারি চালিয়ে আসছিল বলে নিউজ পোর্টালটি জানিয়েছে। চ্যাং গত নভেম্বরে নহা ট্রাংয়ের শহরের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ হাজার ৩০০ বর্গমিটার (১৪ হাজার বর্গফুট) জমি ভাড়া নিয়েছিলেন এবং মাদক উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ তাইওয়ানের দুইজন নাগরিককে নিয়োগ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। চীনা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় শহর নহা ট্রাং। কারখানার কার্যক্রম মূলত রাতে পরিচালিত হতো এবং আধা-সমাপ্ত পণ্যটি পরে পরিশোধনের জন্য অন্য একটি স্থানে স্থানান্তরিত করা হতো। সরকারি বিবৃতিতে পুলিশের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, 'জব্দ করা মাদক পরিশোধিত হলেও এখনো ভিয়েতনাম বা বিদেশে পাঠানো বা বিক্রি করা হয়নি। 'কমিউনিস্ট ভিয়েতনামে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর মাদক আইন রয়েছে এবং আদালত নিয়মিত মাদকপাচারে দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। ভিয়েতনামের একটি আদালত হেরোইন, কেটামিন এবং মেথামফেটামিনসহ ৬০০ কিলোগ্রামের (এক হাজার ৩২০ পাউন্ড) বেশি মাদক পাচারের অভিযোগে ২৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ৬০০ গ্রামের (২১ আউন্স) বেশি হেরোইন বা ২.৫ কিলোগ্রামের বেশি মেথামফেটামিনসহ যে কেউ ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

বিনোদন

ভক্তকে থাপ্পড় ও ঘুষি মারলেন শ্রাবন্তী

বিনোদন ডেস্ক : সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে কলকাতার একটি গ্রামে হাজির হয়েছেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। তাকে দেখার জন্য সেখানে তীব্র ভিড় জমেছে। অভিনেত্রীকে হেঁটে মঞ্চে পৌঁছানোর জন্য বাঁশ দিয়ে ঘিরে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। সেখান দিয়ে হেঁটে মঞ্চে পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলেন শ্রাবন্তী। এ সময় তাকে দু'হাত দিয়ে ঘিরে নিরাপদে মঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এর মাঝেও অভিনেত্রীকে দেখতে, তার ছবি তুলতে, এমনকি ছুঁয়ে দেখার জন্য ঠেলাঠেলি করছিলেন অনেকেই। শ্রাবন্তী যখন হেঁটে মঞ্চের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন একজন যুবক অভিনেত্রীকে অশালীনভাবে স্পর্শের চেষ্টা করেন। বুঝতে পেরেই তৎক্ষণাৎ চটে তাকে মারার জন্য উদ্যত হন অভিনেত্রী। একজনকে থাপ্পড় ও ঘুষি মারেন তিনি। রেগে যুবককে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে থাকেন এই তারকা। কী এমন ঘটেছে যে কারণে এতটা মারমুখী হয়ে উঠলেন অভিনেত্রী? শ্রাবন্তী জানালেন, দুই মাস আগের ঘটনা। শীতে আসামে গিয়েছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল একটি অনষ্ঠানে অংশ নেওয়া। সেই শো'তে হাজির হতেই উৎসুক জনতা ঘিরে ধরে তাকে। শ্রাবন্তী বলেন, 'ব্যবস্থাপনা একেবারেই ভালো ছিল না। রাতও হয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তারক্ষী থাকলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। হঠাৎই ভিড় থেকে একটা হাত এগিয়ে আসে আমার দিকে। অশ্লীলভাবে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। আমার দুই হাত বুকের কাছে ছিল। নয়তো ওর উদ্দেশ্য ঠিক কী তা আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। সে সময় আর কিছু মাথায় ছিল না। হাতটা ধরে পাল্টা চড়-ঘুষি মেরে দিই। কী করব বলুন! তারকা তো পরে, আগে তো আমি একজন মেয়ে।' খানিকক্ষণ দম নিয়ে তিনি আবার বলেন, 'আমাকে পাঁচটা মানুষ চেনেন, আমার সঙ্গে যদি এমনটা ঘটতে পারে, তবে সাধারণ মেয়েদের কত না অসুবিধের মধ্যে যেতে হয়।

'আনন্দমেলা'য় একমঞ্চে নাচবেন বুবলী, মৌ ও তিশা

বিনোদন ডেস্ক : পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) পর্দায় প্রতিবারের মতো এবারও দেখা যাবে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'আনন্দমেলা'।

এবারের 'আনন্দমেলা'র উপস্থাপনা করেছেন অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা ও চিত্রনায়ক মামনুন ইমন। নাচ, গান, কাওয়ালি, কৌতুক, নাটিকা- এসব আয়োজনেই সেজেছে অনুষ্ঠানটি। 'শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাব' শিরোনামের বিখ্যাত গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লা। ইমরান ও কনার কণ্ঠে থাকছে ডুয়েট গান। অনুষ্ঠানটিতে ফোক গান পরিবেশন করেছেন সালমা, ঐশী ও গামছা পলাশ। জনপ্রিয় নয়টি গানের কোলাজে নৃত্যে অংশ নিয়েছেন মডেল ও অভিনেত্রী সাদিয়া ইসলাম মৌ, অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা ও চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। বিভিন্ন হাস্য-রসাত্মক ঘটনা নিয়ে থাকছে কয়েকটি নাটিকা। আরও থাকছে শাওন মজুমদার, রাইসা সুলতানা ও তারেক মাহমুদের কৌতুক পরিবেশনা। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে কাওয়ালি গান পরিবেশন করবেন সমীর হোসেন কাওয়াল ও তার দল। মাহবুবা ফেরদৌস, মনিরুল হাসান ও হাসান রিয়াদের প্রযোজনায় 'আনন্দমেলা' প্রচারিত হবে ঈদের দিন রাত ১০টায়।

ঐশ্বরিয়ার গাড়িতে বাসের ধাক্কা

বিনোদন ডেস্ক : বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। মুম্বাইয়ের রাস্তায় তার গাড়িতে পেছন থেকে এসে ধাক্কা মেরেছে একটি বাস! ঐশ্বরিয়ার বিলাসবহুল গাড়ি টয়োটা ভেলফ-ায়ার সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে বলে জানা গেছে। গত বুধবার মুম্বাইতে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই হয়েছে ভাইরাল। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের একটি বাস অভিনেত্রীর গাড়িকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা মারে। যদিও এই দুর্ঘটনার সময় নায়িকা গাড়িতে ছিলেন কিনা তা এখনও জানা যায়নি। তবে গুরুতর কিছু ঘটেনি। অভিনেত্রীর টয়োটা ভেলফায়ার মডেলের গাড়িতে বাসটির ধাক্কার পর রাস্তায় ভিড় জমে যায়। ঐশ্বরিয়ার দেহরক্ষীরা তৎক্ষনাৎ পরিস্থিতি সামাল দেন। তারপর গাড়িটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করেছেন। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে মজা করেছেন। একজন লিখেছেন, 'বাস চালকের কিছু হয়নি তো?' আর একজন ঐশ্বরিয়ার শাশুড়ি জয়ার প্রসঙ্গ টেনে লেখেন, 'জয়া হলে বলতেন: এটা ধাক্কা দেওয়ার একটা জায়গা হলো?' আর একজন অভিষেক ও নিমরতের প্রসঙ্গ টেনে লেখেন, 'কে চালাচ্ছিল গাড়িটা অভিষেক বচ্চন না নিমরত কৌড়?' এদিকে অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা যাচ্ছে, ওই গাড়িতে ছিলেন না ঐশ্বরিয়া। কোনও কিছুই হয়নি অভিনেত্রীর। সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন তিনি। কাজেই চিন্তার কিছু নেই। অভিনেত্রী ঠিক আছেন শোনার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন অনুগামীরা।

এবার 'বরবাদ' সিনেমার আইটেম গানে নুসরাত জাহান

বিনোদন ডেস্ক : এবার ঢালিউড কিং শাকিব খানের 'দুষ্টু কোকিল' হতে চলেছেন টালিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। এর আগে নুসরাতের বান্ধবী মিমি চক্রবর্তীও দুষ্টু কোকিল হয়ে দর্শকদের বাজিমাত করেছিলেন। মাসখানেক আগেই মুম্বাইয়ে গিয়ে 'বরবাদ' সিনেমার আইটেম নম্বর 'চাঁদমামা'র শুটিং করে এসেছিলেন নুসরাত জাহান। জানা গেছে, 'তুফান' সিনেমারও দ্বিগুণ বাজেটে তৈরি হয়েছে 'বরবাদ' সিনেমা। সুপারস্টার শাকিব খানের জন্মদিন প্রাক্কালে সেই গানের এক ঝলক দেখিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন দুই বাংলার দুই তারকা। ড্যান্সফ্লোরে শাকিব-নুসরাতের রোমান্টিক পারফরম্যান্স যে ঈদ আসার আগেই সুপারহিট, সেটি বেশ স্পষ্ট জানা গেল। আজ শুক্রবার শাকিবের জন্মদিন। অন্যদিকে ঈদ ৩১ মার্চ ঈদ। আর উৎসবের কথা মাথায় রেখেই দিনদুয়েক আগে আইটেম নম্বর 'চাঁদমামা'র টিজার প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন নির্মাতারা। মেহেদি হাসানের 'বরবাদ'সিনেমায় থাকছে এ গান। যে ছবির শুটিং হয়েছে ভারতের মুম্বাইয়ে। অ্যাকশন-রোমান্টিক ঘরানার সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন 'খাদান'-এর 'কিশোরী' ইধিকা পাল। আর সেই সিনেমারই অংশ নুসরাত জাহানের আইটেম গান 'চাঁদমামা'।

যেভাবে আটকে রাখা হলো ফিলিস্তিনের অস্কারজয়ী নির্মাতাকে

বিনোদন ডেস্ক : সপ্তাহখানেক আগে ফিলিস্তিনি তথ্যচিত্র 'নো আদার ল্যান্ড' এর জন্য অস্কার জেতেন নির্মাতা হামদান বল্লাল। তথ্যচিত্রে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব তুলে ধরা এই নির্মাতা এবার ব্যাপক নির্যাতনের শিকার। সম্প্রতি বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই নির্যাতনের ভয়াবহতা তুলে ধরেন নির্মাতা। জানান, ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুসিয়া গ্রামে অভিযান চালায় ইসরায়েলি সৈন্যরা; এ সময় হামদানকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে পশ্চিম তীরের সামরিক ঘাঁটিতে ফেলে রাখা হয়, চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। সেই নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরে নির্মাতা জানান, পুরোটা সময় তার চোখ বাঁধা ছিল, এমনকি বরফের মতো ঠান্ডা হিমঘরে তাকে বন্দি করে রাখা হয়। তার সঙ্গে আরও দুইজন ছিল। হামদান বলেন, 'সারারাত ঠাণ্ডায় কাতরাচ্ছিলাম।

হবু সন্তানের জন্য নতুন পদক্ষেপ সিদ্ধার্থ-কিয়ারা জুটির

বিনোদন ডেস্ক : গত মাসেই সুখবর দেন বলিউডের তারকা দম্পতি সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদবানি। তাদের ঘরে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। এর মাঝে হবু সন্তানের জন্য নতুন এক পদক্ষেপ নিলেন তারা। শোনা যাচ্ছে, সন্তানের জন্য নাকি নতুন একটি বাড়ি কিনতে যাচ্ছেন তারা। সম্প্রতি কিয়ারা এবং সিদ্ধার্থ মুম্বাইয়ে বাড়ি খুঁজতে বের হন। যদিও ছবিশিকারিদের দাবি, তারা ইতোমধ্যেই বাড়িটি কিনে ফেলেছেন। এও শোনা যাচ্ছে, নতুন বাড়ির অন্দরসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খান। তাদের সঙ্গে গৌরীকে

দেখামাত্রই শুরু হয়েছে জল্পনা- তাহলে হবু সন্তানের ঘরের সাজসজ্জার দায়িত্ব গৌরীকে দিতে চান তারকা দম্পতি! সামাজিক মাধ্যমে সেই মুহূর্তের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। এদিন কিয়ারার পরনে ছিল কালো প্যান্ট ও গোলাপি রঙের জামা। সিদ্ধার্থকে জলপাই রঙের কার্গো প্যান্ট এবং নীল শার্ট পরতে দেখা যাচ্ছে। দু'জনেরই মুখে ছিল মাস্ক। কিয়ারার ওজন খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মত অনুরাগীদের।

শুটিংয়ে আহত হলেন বরুণ ধাওয়ান

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান শুটিং করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। তার আসন্ন ছবি 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর শুটিং চলছে। এই শুটিং চলাকালীন হৃষিকেশের পাহাড়ি এলাকায় এক দুর্ঘটনায় আঙুলে গুরুতর চোট পেয়েছেন তিনি। আছেন। শুটিং চলমান রেখেছেন তিনি। কোনো সমস্যা নেই। এর আগে 'বর্ডার ২' ছবির শুটিং করতে গিয়ে একই আঙুলে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন বরুণ। তখন তার আঙুলে গভীর ক্ষত হয়েছিল এবং প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। সে সময়ও তিনি শুটিং বন্ধ করেননি এবং তার কাজ চালিয়ে

চোটে বরুণ বেশ কিছু সময়ের জন্য ব্যথায় ভুগলেও শুটিং বন্ধ করেননি। কাজ শেষ করে বিশ্রামে গিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে আঙুলের চোট নিয়ে বরুণ চিকিৎসকের কাছে যান। তবে শুটিং যাতে কোনোভাবে থেমে না যায় সেদিকে সতর্ক ছিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় বরুণ একটি ছবিও পোস্ট করেছেন। বরুণের এই ছবি দেখে তার ভক্তরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। অভিনেতা জানান, তিনি ভালো গেছেন। বরুণের এই সাহসিকতা এবং কাজের প্রতি অনুরাগ তার ভক্তদের মধ্যে অনেক প্রশংসিত হয়েছে। এই মুহূর্তে বেশ জমজমাট শুটিং চলছে 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ছবির। এতে তার সহশিল্পী হিসেবে পূজা হেগড়ে অভিনয় করছেন। শুটিং চলাকালে তারা একাধিক ছবি এবং ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেছেন যা ভক্তদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

ঈদ উপলক্ষে গরুর দাম বেড়ে যায়। তাই বিক্রির জন্য হাটে নিয়ে যাচ্ছেন খামারি। রঘু, রংপুর।

টাঙ্গাইলে অটোরিকশার রাজত্বে নাকাল শহরবাসী

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল শহরের প্রতিটি সড়কেই আগের যেকোন সময়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি চলাচল করছে ব্যাটারী চালিত অটোরিকশা। অদক্ষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক চালকদের হাতে স্টিয়ারিং থাকায় অহরহ ঘটছে দুর্ঘটনা। অনেক সময় ডান-বাম না দেখে কিংবা সিগন্যাল না মেনে এক পায়ের উপর ভর করে অটোরিকশা যত্রতত্র ঘুড়াতে(টার্ণ) গিয়ে উল্টে আহত হচ্ছেন যাত্রীরা। শহরের অলি-গলিতে গড়ে উঠেছে এসব অটোরিকশার গ্যারেজ। ভোর থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এসব অটোরিকশা শহরে চলাচল করে থাকে। এগুলোর গ্যারেজে রাতভর বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যাটারী চার্জ দেওয়ার কাজ চলে। চার্জ পূর্ণ হলে চালকরা সকালে রিকশা নিয়ে বের হন। সারারাত চার্জ দেওয়ায় প্রচুর বিদ্যুত খরচের ফলশ্রুতিতে শহরে লোডশেডিং ঘটছে। পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, সর্বশেষ নির্বাচিত মেয়র ছিলেন এসএম সিরাজুল হক আলমগীর। তিনি ২০২১ সালের ১১ মার্চ টাঙ্গাইল পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে এক হাজার ১০০টি, একই সালের ২৮ জুন এক হাজার ১০০টি, ওই সালের ৩১ অক্টোবর পুনরায় দুই হাজারটি এবং ২০২৩ সালের ২১ জানুয়ারি এক হাজার ৮০০ সহ মোট ৬ হাজার অটোরিকশার অনুমতি দেন। সাবেক মেয়র এসএম সিরাজুল হক আলমগীর দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে ৩ হাজার ২২০টি ইজিবাইকের চালকদের ও দুই হাজার ৪৩৪ টি অটোরিকশা চালককে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেন। এসব অটোরিকশা, ইজিবাইক চলাচলের অনুমতি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের অনুমতি দিতে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। শহরের আদি টাঙ্গাইল ও বাজিতপুর এলাকার বিভিন্ন গ্যারেজে শেরপুর, জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ থেকে আসা আসলাম, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীরসহ বেশ কয়েকজন ব্যাটারী চালিত অটোরিকশা চালকের সাথে কথা হয়। তারা জানান, শহরে এসব অটোরিকশা চালানো অবৈধ, তবুও পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ব্যাটারী চালিত অটোরিকশা চালান। ভাড়া বেশি হওয়ায় টাঙ্গাইল শহরে অটোরিকশা চালিয়ে ভালোই আয় হয়। অটোরিকশা চালিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ডাল-ভাতে দিন চলে যাচ্ছে। অটোরিকশা চালক শাহজাহান জানান, তিনি আগে সরিষাবাড়ি এলাকায় কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। এ কাজে উপার্জন কম হওয়ায় তার বন্ধু মানিকের পরামর্শে টাঙ্গাইল শহরে অটোরিকশা চালাতে আসেন। এ শহরে অটোরিকশা ও ইজিবাইক ভাড়া বেশি হওয়ায় সারাদিনে ভালোই আয় হয়। গ্যারেজ ভাড়াসহ আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়েও দিন শেষে এক হাজার থেকে ১২শ' টাকা রোজগার করা যায়। শহরের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে দেখা গেছে- টাঙ্গাইল শহরের আদি টাঙ্গাইল, বাজিতপুর, কাজীপুর, বালুচড়া, বেবীস্ট্যান্ড, কান্দাপাড়া এলাকা, কলেজপাড়া, বেড়াডোমা, নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকা, কোদালিয়া, সাবালিয়া, বৈল্যা বাজার, আশেকপুর, রাবনা বাইপাস এলাকায় বিভিন্ন পরিত্যাক্ত ও অব্যবহৃত জায়গায় গড়ে উঠেছে ব্যাটারী চালিত অটোরিকশা ও ইজিবাইক চার্জের শ' শ' গ্যারেজ। এসব গ্যারেজে রাতে প্রতিটি অটোরিকশা বা ইজিবাইক অন্তত ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত চার্জ দেওয়া হয়। এতে প্রতিদিনের সরবরাহকৃত বিদ্যুতের একটা বড় অংশ চলে যায় অটোরিকশা ও ইজিবাইক চার্জে। সাধারণত একটি ব্যাটারী চালিত অটোরিকশা চালানোর জন্য ১২ ভোল্টের ৪টি ব্যাটারীর প্রয়োজন হয়। প্রতি সেট ব্যাটারী চার্জের জন্য মাসে বিদ্যুত খরচ হয় ন্যূনতম তিনশ' থেকে সর্বোচ্চ চারশ' ইউনিট। ফলে এখাতে ব্যয়িত বিদ্যুতের ঘাটতি সাধারণ নাগরিক জীবনে পড়ছে। কুমুদিনী সরকারি কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ইতি, সাদিয়া, তমা সহ অন্যরা জানান, এ ছোট শহরে এতো অটোরিকশা ও ইজিবাইকের প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত তিন চাকার যানের কারণে ১০ মিনিটের রাস্তা পাড়ি দিতে আধা ঘণ্টা সময় রেগে যায়। ভাড়াও অনেক বেশি। অসহনীয় যানজট এড়াতে শীঘ্রই এ অবৈধ অটোরিকশা তুলে দেওয়ার দাবি জানান তারা। পথচারী আহাদ মিয়া জানান, অটোরিকশার টুং টাং কর্কশ শব্দের যন্ত্রণায় শহরে চলাচল করা দায়। এতো ছোট জায়গায় এতো তিন চাকার যানবাহন কী দরকার?

সাঁথিয়ায় সাংবাদিকদের সাথে কেন্দ্রীয় যুবদল নেতার মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিল

সাঁথিয়া, পাবনা প্রতিনিধি : সাবেক তিন বারের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির দোয়া কামনায় সাবেক ছাত্রনেতা ও কেন্দ্রীয় যুবদল নেতা সংসদীয় আসন ৬৮ পাবনা-১(সাঁথিয়া-বেড়া আংশিক)ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী মাসুদুল হক মাসুদ এর সাঁথিয়া প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে গত বুধবার প্রেস ক্লাবের হলরুমে মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাঁথিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি মানিক মিয়া রানার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জল হোসেনের পরিচালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি মাসুদুল হক মাসুদ সাঁথিয়ার সকল ক্ষেত্রে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন। এ সময় আরো বক্তব্য দেন, সাঁথিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সাংবাদিক মীর নজমুল বারী নাহিদ, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি জয়নুল আবেদীন রানা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাঁথিয়া উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ইলিয়াস আহম্মেদ বিপ্লব, সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মনিরুল ইসলাম রাজা, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান বাবুল, সাবেক উপজেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক আসিফ আল আলীম রাজিব, যুবদলনেতা, রাতুল ইসলাম রানা, আতিকুজ্জামান সজল, ইব্রাহিম হোসেন, এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক ছাত্রদল নেতা মোক্তার হোসেন প্রমুখ। সবশেষে দেশ ও জাতির কল্যান কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন ধোপাদহ ইউনিয়ন যুবদলের সহ সভাপতি রশিদুল হাসান হিরো।

জাতীয় নাগরিক পার্টির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রমাদান মোগল রেস্টুরেন্টে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ শহিদুল ইসলাম মৃধা, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উপজেলার আমীর টি.এম. বেলাল হুসাইন, শ্রীনগরে ছাত্র আন্দোলনের শহীদ সুভন এর পিতা ফজলুল ইসলাম, শহিদ আল-আমিন এর পিতা আইয়্যুব আলী, জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা কমিটির আহ্বায়ক জাকারিয়া, সদস্য মোঃ মাজাদ, মোঃ জুমান, মনটি, আল মাহবুব রবিন, আলি নেওয়াজ, রাজীব তালুকদার, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মূখ পাত্র অবন্তিকা দাস, সদস্য সচিব রোহান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ছিয়াম হাওলাদার, জেলা কমিটির সদস্য ফাহিম আহমেদ প্রমুখ।

দেওয়ানগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে মিনি ট্রাক ও মোটরসাইকেল এর মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে। এলাকাবাসীরা জানায় দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চরআমখাওয়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য আশরাফ আলী আকন্দের ছেলে নিহতের মো. রাশেদ আকন্দ (৩০) সে যমুনা রেল সেতু উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মী ছিলেন। ঐদিন কর্মস্থল টাঙ্গাইল থেকে মোটরসাইকেল যোগে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে দেওয়ানগঞ্জের পাথরেরচর ব্রিজ এলাকায় পৌঁছলে বিপরীতমুখ থেকে একটি মিনি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পরে স্থানীয়রা মিনি ট্রাকটি আটক করে দেওয়ানগঞ্জ থানার সানন্দবাড়ি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে খবর দেয়। পরে তদন্ত কেন্দ্র পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মোট দেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করে। এ ব্যাপারে তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আঃ রহিম ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মিনি ট্রাকটি আটক করা গেলেও ঘাতক চালক পালিয়ে যায়।

কাহারোলে লিচু বাগানগুলোতে বেড়ে গেছে মৌমাছিদের আনাগোণা

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় লিচু গাছগুলো এবার মুকুলে ভরে গেছে। তাই মুকুলের সমারোহে লিচু বাগানগুলোতে চেয়ে বেড়ে গেছে মৌমাছিদের আনাগোণা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় উপজেলার নয়াবাদ গ্রাম ও মুকুন্দপুর গ্রামের লিচুর বাগানে সারিবদ্ধ মৌ-বক্স বসিয়েছেন মৌ-খামারীরা। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কাহারোল উপজেলায় ২শত ৫০ জন বাগান মালিক রয়েছে, বাগান সংখ্যা ২শত ৫০টি। ১৪০ হেক্টর জমিতে লিচু বাগান রয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মৌ-খামারিরা এসে ভীড় জমিয়েছে। এতে উদ্যোক্তা ও মৌ-খামারীরা এবার ৫০ মেট্রিক টন মধু আহরণের পাশাপাশি মৌ-মাছি পরাগায়নের মাধ্যমে ৩০ ভাগ বেশি লিচু উৎপাদনের সম্ভবনা রয়েছে। ধানের উপজেলা কাহারোলে লিচু বাগানগুলোতে সারিবদ্ধ মৌ-বক্স সভা পাচ্ছে। মৌ-মাছির গঞ্জন আর মৌ-খামারীদের কর্ম-ব্যবস্তায় এখন মুখরিত লিচু বাগানগুলো। মৌ-মাছি লিচু মুকুলের মধু নিপুন ভাবে আহরণের পর বাক্সে ফিরছে আবার বাক্সে মধু জমা রেখে মধু আহরণে ছুটছে। সিরাজগঞ্জ থেকে কাহারোল উপজেলায় মুকুন্দপুর গ্রামের লিচু বাগানে মৌ-খামার বসিয়েছে। মৌ-খামারী হাসনাত ও তার লোকজন তাদের দলে রয়েছে ৮-১০ জন লোক। মৌ-খামারী হাসনাত জানান, তারা এবার চারটি স্থানে ৬ শতাধিক মৌ-বক্স বসিয়েছে। মধু সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে ৫টন মধু সংগ্রহ করেছেন।

গাছে গাছে ছোট আম ধরেছে। গাজীরহাট, দিঘলিয়া, খুলনা।

মেলান্দহে অস্বলদের মাঝে সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ

মেলান্দহ, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে অনাথ-হতদরিদ্র-বিধবা-নৌমুসলিম-প্রতিবন্ধী-শিক্ষার্থী এবং অস্বচ্ছল ইমামদের মাঝে সেলাই মেশিন-অনুদানের নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মডেল মসজিদ কমপ্লেক্সের ইসলামি কালচারাল অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন-ইসলামিক ফাউন্ডেশন মেলান্দহ এরিয়ার সুপারভাইজার মাজহারুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন-ইউএনও এস.এম. আলমগীর। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-ইউনাইটেড ট্রাস্টের সুপারভাইজার আবু সামা, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি-ইত্তেফাক সংবাদদাতা শাহ জামাল প্রমুখ। ধর্মমন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি বাস্তবায়ন করেছে। ২৬৫ জনের মাঝে সেলাই মেশিনসহ সর্বমোট প্রায় ৯ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়।

চরভদ্রাসনে ৩শ' ঈমামকে ঈদ সামগ্রী বিতরন

ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার গাজীরটেক গ্রামের নিজ বাড়ীর আঙিনা থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও 'আমরা বিএনপি পরিবার' এর উপদেষ্টা আলমগীর কবিরের পক্ষে ৩শ' মসজিদের ঈমামের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরন করা হয়েছে। উক্ত বিএনপি নেতা আমেরিকান প্রবাসী হওয়ায় নিজ পিতার নামে গড়া 'হাজ্বী আব্দুর রহিম কল্যান ট্রাষ্টে'র মাধ্যমে তার ব্যাক্তি তহবিল থেকে উপজেলার ৩শ' মসজিদ ঈমামের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরন করা হয়। এসব ঈদ সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন 'হাজ্বী আব্দুর রহিম কল্যান ট্রাষ্টে'র পরিচালক মোঃ মোস্তফা কবির। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি মোঃ শাহজাহান শিকদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা কৃষক দলেন সভাপতি কামরুল হাসান ফিরোজ ও যুবদল নেতা মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন জাফর। অনুষ্ঠানটি সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন উপজলা কৃষক দলের সাধারন সম্পাদক মোঃ ফারুক হোসেন। অনুষ্ঠানের ঈমামদের উদ্দেশ্যে অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য দেন, উপজেলা বিএনপি নেতা কে.এম ওবায়দুল বারী দীপু, শেখ আঃ কুদ্দুস আলী, আরমান আলী শিকদার ও মুফতী জাকারিয়া প্রমূখ। জানা যায়, উপজেলার প্রতিটি মসজিদ ঈমামকে আসন্ন ঈদুল ফিতর উদযাপনের জন্য ২৫ কেজির এক বস্তা মিনিকেট ভাতের চাল, ২কেজি পোলাও'র চাল, ২ প্যাকেট সেমাই, ১কেজি চিনি, ২ প্যাকেট গুড়া দুধ ও নগদ ১৫০০ করে টাকা বিতরন করা হয়। একই হারে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩০০ মসজিদ ঈমামের মাঝে মোট সাড়ে ৭ মে.টন. মিনিকেট চাল, ৬০০ কেজি পোরাও'র চাল, ৬০০ প্যাকেট সেমাই, ৩০০ কেজি চিনি, ৬০০ প্যাকেট গুড়া দুধ ও নগদ সাড়ে ৪ লাখ করে টাকা বিতরন করা হয়। এসব ঈদ সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, "আমেরিকান প্রবাসী আলমগীর কবির অত্যান্ত বড় হৃদয়ের নেতা। তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রতিটি উৎসবে ও দুর্যোগকালীন মুহূর্তে এলাকাবাসীর পাশে থেকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে চলেছেন। তাই আলমগীর কবিরের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনায় প্রধান অতিথি সকলের কাছে দোয়া কামনা করেন"।

আমতলীতে সাত ব্যবসায়ীর স্বপ্ন পুড়ে ছাই

আমতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমতলী উপজেলার মাইঠা বাজারের সাত ব্যবসায়ীর স্বপ্ন। এতে অন্তত ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আশরাফুল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছেন। ঘটনা ঘটেছে গত বুধবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে। জানাগেছে, আমতলী উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাইঠা এলাকায় ২০১০ সালে বাজার স্থাপন করা হয়। ওই বাজারে গত ১৫ বছর ধরে ১৪ ব্যবসায়ী বিভিন্ন ধরনের দোকানে প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা করে আসছেন। গত বুধবার রাত দুইটার দিকে ব্যবসায়ী মিলন গাজীর মুদিমনোহরদী দোকান থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়। মুহুর্তের মধ্যে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় সাতটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে আমতলী ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের নিয়ে দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে বাজারের মিলন গাজী, ফেরদৌস খন্দকার, রুহুল আমিন খন্দকার, ফারুক মোল্লা, জব্বার খন্দকার, নাজমুল আহসানের দোকান এবং মন্নান খন্দকারের ক্লাবঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে অন্তত ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ী-রা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে আমতলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ আশরাফুল আলম ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছেন এবং ব্যবসায়ীদের সহায়তার আশ্বাস দেন। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, ডাকাডাকির শব্দ শুনে বাজারে গিয়ে দেখি আগুন জ্বলছে। পরে স্থানীয়রা মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হই। পরে ফায়াস সার্ভিসের লোকজন এসে দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মুদিমনোহরদি ব্যবসায়ী মিলন গাজী কান্নাজনিত কণ্ঠে বলেন, মোর সব শ্যাস অইয়্যা গ্যাছে। হারা জীবন য্যা কামাই হরছি সব আগুণে পুইর?্যা গ্যাছে। মোর পথে বসা ছাড়া আর উপায় নেই। মুই কি দিয়া গুড়াগাড়া লইয়্যা ঈদ করম্ হ্যাইয়্যার কিছুই রইল না।

শেষ সময়ে জমে উঠেছে গ্রামীণ ঈদ বাজার

বরিশাল প্রতিবেদক : সপ্তাহ ঘুরলেই পবিত্র ঈদ-উল ফিতর। মুসলিম সমপ্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে শেষসময়ে জমে উঠেছে জেলার উপজেলা পর্যায়ের গ্রামীণ ঈদ বাজার। উপজেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, রোজা শুরুর পর থেকে বিশেষ করে ২০ রমজানের পর থেকে তাদের বিক্রি বেড়েছে। শেষদিকে বিক্রি আরও বাড়বে বলেও তারা আশা করছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার দশ উপজেলার বিভিন্ন মার্কেট এবং ফুটপাতের সবখানেই এখন ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড়। পরিবারের সদস্যরা কেউ নিজের জন্য, কেউ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নতুন জামা কাপড়, জুতা, শাড়ি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবী, গেঞ্জি ও বাচ্চাদের পোশাক ক্রয় করছেন। উপজেলা পর্যায়ের সবচেয়ে বড় ও বাহারী পোশাকের সমাহারে সাজানো গৌরনদীর ভাই ভাই শপিং মলের স্বত্তাধীকারি ভোলা সাহা জানিয়েছেন, এ বছর শাড়ীর চেয়ে থ্রি-পিসের চাহিদা অনেক বেশি।

সাপাহারে বিএনপির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সাপাহার, নওগাঁ প্রতিনিধি : সাপাহার উপজেলার পাতাড়ী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলমুডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ -১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী জননেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার মোঃ ছালেক চৌধুরী। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ইন্জিনিয়ার খালিদ হাসান চৌধুরী (পাহিন)বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী বেনু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (১)আব্দুল্লাহ আনছারী ও শফিকুল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, নিয়ামতপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বাদশা চৌধুরী, তিলনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেরম্যান আব্দুর রহমান কল্লোল, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহব্বায়ক আক্কাস আলী, ছাত্রদল নেতা হাসান আলী।

নাঙ্গলকোটে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সভা ও ইফতার মাহফিল

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা প্রতিনিধি : কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের হেসাখাল ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল উরুকচাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হেসাখাল ইউনিয়ন যুবদল নেতা মোহাম্মদ মহিন উদ্দিনের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নাঙ্গলকোট পৌরসভা বিএনপি সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আমিন জসিম। হেসাখাল ইউনিয়ন যুবদল নেতা সাদ্দাম হোসেনের সঞ্চালনায় ইফতার মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন নাঙ্গলকোট উপজেলা যুবদল সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কমিশনার আবু ইউসুফ মজুমদার, নাঙ্গলকোট পৌরসভা যুবদল সদস্য সচিব এনায়েত উল্যাহ কামাল, নাঙ্গলকোট উপজেলা যুবদল যুগ্ম আহবায়ক শিহাব উদ্দিন খন্দকার, মোহাম্মদ অহিদুল ইসলাম মজুমদার, আলমগীর হোসেন মোল্লা, নাঙ্গলকোট পৌরসভা যুবদল যুগ্ম আহবায়ক নুরুল ইসলাম সোহাগ, নূর আহমেদ, উপজেলা ছাত্রদল সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খলিলুর রহমান সোহাগ, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল সদস্য আব্দুর রহিম সুজন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাখাওত হোসেন সুজন, হেসাখাল ইউনিয়ন ছাত্রদল সাবেক আহবায়ক মহরম আলী সোহাগ, উপজেলা ছাত্রদল নেতা গাজী মোহাম্মদ আনোয়ার। এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রোদের তাপ থেকে বাঁচতে ছাতা মাথায় যাচ্ছে শিশুরা। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত উপুআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থী তারা। তালুক তামপাট, রংপুর।

দৌলতপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ঘন্টার ব্যবধানে পৃথক দুটি স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছেন। প্রাগপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের প্রাগপুর বাজারে বালু ভর্তি ট্রলির ধাক্কায় আসমত আলী (৫৮)নামে এক সাইকেল আরোহী নিহত হয়। অপরদিকে, সকাল ৮টার দিকে মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ১০ কেজি সহায়তার (ভিজিএফ) চাল নিতে গিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাসের ধাক্কায় নার্গিস বেগম (৫৫)নামে এক নারী প্রাণ হারান। নিহত আসমত আলী আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের ধর্মদহ গ্রামের মৃত লালু মণ্ডলের ছেলে এবং নার্গিস বেগম মথুরাপুর ইউনিয়নের মথুরাপুর পশ্চিমপাড়া এলাকার মতলেব মন্ডলের স্ত্রী। প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আসমত আলী তারাগুনিয়া বাজারে পান কিনতে যাচ্ছিলেন। পথে প্রাগপুর বাজারে পৌঁছালে বালু ভর্তি ট্রলির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি সহায়তার চাল নিতে গিয়ে নিরাপদ পরিবহন নামের একটি বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান নার্গিস বেগম। দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা জানিয়েছেন, পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারী ও এক পুরুষ নিহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বীরগঞ্জে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নাটিকা

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : শিশু সহিংসতা ও শিশু বিবাহ প্রতিরোধে দিনাজপুরে বীরগঞ্জে সচেতন মূলক নাটিকা পরিবেশন করা হয়েছে। উপজেলার নিজপাড়া ইউনিয়নের ইম্প্যাক্ট প্লাস শিশুদের উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বীরগঞ্জ এপি সহযোগিতায় নিজপাড়া ইউনিয়নের নখাপড়া গ্রামে নাটিকাটি মঞ্চস্থ করেন। নিজপাড়া ইউনিয়নের আওলাকুড়ি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হেমন্ত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বীরগঞ্জ এপি প্রোগ্রাম অফিসার ডরিস লিয়া হাসদা। এ সময় বড়বোচাপুকুর গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি শ্যামল রায়, চাকবানারশি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি, ধীরেন্দ্রনাথ রায় ধর্মীয় নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিলন ইসলাম, রুস্তম আলী, আজম খান অত্র এলাকার অন্যান্য শিক্ষার্থীবৃন্দ, ও এলাকাবাসী। এ ব্যাপারে ডরিস লিয়া হাসদা বলেন, আমার গ্রাম, আমার দায়িত্ব, শিশুর জীবন হোক বাল্যবিবাহ মুক্ত। আঠারো আগে বিয়ে নয়, আমরা করবো পৃথিবী জয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বর্তমানে পাঁচটি জিরো নিয়ে কাজ করতেছে, জিরো হাঙ্গার, জিরো চাইল্ড লেবর, জিরো চাইল্ড আউট অফ ইস্কুল, জিরো চাইল্ড ম্যারেজ, জিরো চাইল্ড মেইলনিউট্রেশন, এবং আপনার সকলেই অবগত আছেন যে নিজপাড়া ইউনেয়ের দাড়িয়াপুর গ্রামকে ২০২৩ অর্থবছরে আমরা বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষনা করেছি, এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বীরগঞ্জ উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার সকল গ্?ামকে বাল্য বিবাহ মুক্ত ঘোষণার লক্ষে প্রতিনিয়ত সচেতন মূলক কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু ঘোষনা করলেই হবে না। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আমাদের সকলকে সচেতন হয়ে এক সাথে এক যোগে কাজ করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে। তাই অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ রইল আপনার সন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দেবেন না। তাদেরকে স্কুলে যেতে উৎসাহ প্রদান করবেন।

জাতীয় ইমাম সমিতির বরিশাল মহানগর শাখার কমিটি গঠণ

বরিশাল প্রতিবেদক : নগরীর কালেক্টরেট জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও খতিব ডাক্তার হাফেজ আব্দুল আল মামুনকে সভাপতি ও জেনারেল হাসপাতাল জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা মোহাম্মদ জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির মহানগর শাখার কমিটি গঠণ করা হয়েছে। নগরীর কালেক্টরেট জামে মসজিদে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির মহানগর শাখা ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন এ কমিটি গঠণ করা হয়। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএম কলেজের সাবেক প্রভাষক আলহাজ মাওলানা আব্দুর রব ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমাম আলহাজ মাওলানা আব্দুল হান্নান খান। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে কাউন্সিলের সভাপতি কালেক্টরেট জামে মসজিদের সাবেক পেশ ইমাম ও খতিব আলহাজ মাওলানা এবিএম মোশাররফ হোসাইন জানিয়েছেন, নবগঠিত কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে আলহাজ মাওলানা মো. মোখলেসুর রহমান, আলহাজ মাওলানা কামাল উদ্দিন মঈনী, আলহাজ মাওলানা আব্দুল গাফফার, আলহাজ মাওলানা মনিরুজ্জামান নূরানী ও মাওলানা মকবুল আহমেদ। সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ নুরুল্লাহ ও মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আল আমিন। অর্থ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মো. মনির উদ্দিন আনোয়ারি, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আল ইমাম, শিক্ষা সাহিত্য ও গবেষণা সম্পাদক মাওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ শাহিন।

খাবারের সন্ধানে ফাঁকা সড়কে পাশে ঘুরছে হুদহুদ পাখিটি। বারাকপুর, দিঘলিয়া, খুলনা।

যুক্তরাজ্য ফিরে গেলেন হামজা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : হামজা চৌধুরী এলেন, খেললেন, জয় করলেন। আসলে জয় বলতে, মানুষের মন জয় করা বুঝিয়েছি। ভারতের বিপক্ষে যে ম্যাচটিতে তার অভিষেক হলো, সেখানে হামজা তার নিজের মতোই খেলেছেন; কিন্তু তার তৈরি করে দেয়া বলে ফরোয়ার্ডরা গোল করতে পারেনি। ফলে ম্যাচ ড্র হয়েছে; কিন্তু হামজা নিজের জাত ছিনিয়েছেন এই ম্যাচে। বাংলাদেশ মাতিয়ে অবশেষে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। গতকাল সকালে ঢাকা থেকে সিলেট এরপর সেখান থেকে দুপুর ১২টায় যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে বিমানে উঠেছেন তিনি। বাংলাদেশের হয়ে খেলার জন্য গত ১৭ মার্চ দেশে আসেন হামজা। সিলেটে নামেন বিমান থেকে। এরপর সড়ক পথে যান গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলার স্নানাঘাটে। সেখান থেকে ১৮ মার্চ আসেন ঢাকায়। যোগ দেন দলের সঙ্গে। ২১ মার্চ যান শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে খেলার জন্য। ২৫ মার্চ ছিল শিলংয়ের জওয়াহেরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফাইং রাউন্ডে বাংলাদেশ খেলে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে। গোলশূন্য ড্র করলেও হামজা তার খেলা দিয়ে সবার মন জয় করে নিয়েছেন। ভারতের বিপক্ষে খেলার পরদিনই ঢাকায় ফিরে আসেন বাংলাদেশ দলের সঙ্গে। আপাতত জাতীয় দলের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট না থাকায় যুক্তরাজ্য ফিরে যাচ্ছেন ধারে শেফিল্ড ইউনাইটেডে খেলা লেস্টার সিটির এই ফুটবলার।

আইপিএলের রান উৎসবের সমালোচনায় রাবাদা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলে এবারের মৌসুমেও চলছে রান উৎসব। দাপট দেখাচ্ছেন ব্যাটাররা। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের চূড়ান্ত নির্দশন দেখিয়ে চলছে দলগুলো। তবে এমন রান উৎসবে খুশি নন দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা পেসার কাগিসো রাবাদা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দর্শক জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে বেশিরভাগ সময়ই বড় রানের ম্যাচ হয়। এ কারণে উইকেটগুলোতে বোলারদের জন্য কোন সহায়তা থাকে না বললেই চলে। এর বাইরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পর থেকে নিষিদ্ধ রয়েছে লালা ব্যবহার। সবমিলিয়ে ব্যাটে-বলের ভারসাম্যের অভাব স্পষ্ট। আইপিএলের এবারের আসর নিয়ে অনেকেই ভবিষ্যতবাণী করছেন ৩০০ রান দেখার বিষয়ে। এ নিয়ে আলোচনায় নিয়ে এবার রাবাদার কথায় ঝরল অসন্তোষ। তার মতে ক্রিকেটে ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে ভারসাম্য আনা দরকার। রাবাদা বলেন, ''খেলাটিকে কোনো একভাবে এগোতেই হবে, তবে আমি মনে করি না যে এটি সবসময় ফ্ল্যাট উইকেটে হওয়া উচিত, যেখানে প্রতিটি ম্যাচে একই ধরণের ফল আসবে। এতে মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'' এরপরই ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রিকেটকে ব্যাটিং বলেন রাবাদা। তাগিদ দেন পরিবর্তনের। ''আপনি চাইলে আমাদের এই খেলাকে ক্রিকেট না বলে ব্যাটিং বলেও ডাকতে পারেন। কিছু রেকর্ড ভাঙতেই পারে। এটা নিয়ে আমার আপত্তি নেই। হাই-স্কোরিং ম্যাচগুলো ভালো, কিন্তু একই কথা লো-স্কোরিং ম্যাচেও বলা যায়। কিন্তু আপনি সবকিছু নাটকীয়ভাবে একপাক্ষিক করতে পারেন না। ব্যাট আর বলের মধ্যে একটা ভারসাম্য দরকার।'' এবারের আসরে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলছেন কাগিসো রাবাদা। নিজের প্রথম ম্যাচে খরুচে ছিলেন এই প্রোটিয়া পেসার। ৪ ওভারে ১ উইকেট পেলেও খরচ করেন ৪১ রান।

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রাইজ মানি ঘোষণা করলো ফিফা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আগামী জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে ক্লাব বিশ্বকাপের ২১তম আসর। এর আসরে বিশ্বের ৬টি ফেডারেশনের মোট ৩২টি ক্লাব অংশ নেবে। এর টুর্নামেন্টের মোট প্রাইজ মানি আগেই ঘোষণা করেছে ফিফা। তবে সুনির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজ মানির পরিমাণ। অবশেষে টুর্নামেন্টের সেরা দলের প্রাইজ মানিও জানিয়ে দিয়েছে ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে হতে যাওয়া এ বিশ্বকাপে বিজয়ী দল সর্বোচ্চ ১২৫ মিলিয়ন ডলারের অর্থ পুরস্কার পাবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১ হাজার ৫২২ কোটি টাকা প্রায়। গত বুধবার এ ঘোষণা দিয়েছে ফিফা। ফিফা আগেই ঘোষণা করেছিল, ১৪ থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত চলা এই টুর্নামেন্টের জন্য মোট প্রাইজ মানি ১ বিলিয়ন ডলার। এক বিবৃতিতে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, 'ফিফা এই টুর্নামেন্ট থেকে কোনো অর্থ জমা করবে না। সমস্ত রাজস্ব ক্লাব ফুটবলের জন্য বিতরণ করা হবে। একইসঙ্গে ফিফার সংরক্ষিত তহবিলেও হাত দেওয়া হবে না, যা ২১১টি ফিফা সদস্য সংস্থার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ফুটবল উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ছিল।' ১ বিলিয়ন ডলারের প্রায় অর্ধেক ৩২টি ক্লাবের মধ্যে ভাগ করা হবে, যেখানে প্রতিটি ক্লাবের পরিমাণ নির্ধারিত হবে তাদের ক্রীড়া ও বাণিজ্যিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে। এর ফলে ম্যানচেস্টার সিটি ও রিয়াল মাদ্রিদের মতো বড় ক্লাবগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থ পাবে। ফিফা ইউরোপীয় ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যৌথভাবে এটি নির্ধারণ করেছে। ৪৭৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক পুরস্কার হিসেবে। যার ফলে সর্বাধিক জয়ী দল সাতটি সম্ভাব্য ম্যাচ জিতে সর্বোচ্চ ১২৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত অর্থ পেতে পারে। এদিকে বিভিন্ন খেলোয়াড় ও কোচ নতুনভাবে পুনর্গঠিত ক্লাব বিশ্বকাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ এটি ফুটবলারদের বিশ্রামের সময় কমিয়ে দেবে। উদ্বেগ জানানোর ফুটবলারদের মধ্যে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনও রয়েছেন। এ বিষয়ে হ্যারি কেন বলেন, 'অবশ্যই, এটি আরেকটি গ্রীষ্ম, যেখানে আপনি প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম নিতে পারবেন না। আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমাদের আসলে এ বিষয়ে কিছু করার নেই।' তবে বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকার টুর্নামেন্ট নিয়ে উচ্চাশাও প্রকাশ করেছেন। ফিফা.কম-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমার লক্ষ্য এটি জয় করা। আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল, তাই আমরা যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিই, সেটি জয়ের উদ্দেশ্যেই খেলি।' ক্লাব বিশ্বকাপে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি), কনফেডারেশন অব আফ্রিকা ফুটবল (সিএএফ) ও উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিয়ান অঞ্চল ফেডারেশন (কনকাকাফ) থেকে ৪টি করে মোট ১২টি ক্লাব অংশ নেবে। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল (কনমেবল) থেকে ৬টি, অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন (ওএসসি) থেকে ১টি, ইউরোপিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (উয়েফা) থেকে সর্বোচ্চ ১২টি ও হোস্ট হিসেবে খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মিয়ামি।

সাব্বিরকে দলে চেয়েছিলেন ধোনি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : আইপিএলের ১৮তম আসর মাঠে গড়িয়েছে। একসময় সাকিব-মুস্তাফিজ নিয়মিত খেললেও এবারের আসরে নেই কোন বাংলাদেশি ক্রিকেটার। আইপিএলের খেলার সুযোগ এসেছিল জাতীয় দলে একসময়ের নিয়মিত মুখ সাব্বির রহমানের। বিডিক্রিকটাইমকে বিষয়টি জানিয়েছেন এই ক্রিকেটার নিজেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর্বিভাবের পর জাতীয় দলের বড় আস্থার নাম হয়ে ওঠেন সাব্বির। এই হার্ডহিটার ব্যাটার দারুণ সময় কাটিয়েছেন ২০১৫-১৬ সালে। সেসময় এশিয়া কাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছিলেন তিনি। এসময়ই তাকে আইপিএলে খেলার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারতীয় তারকা মহেন্দ্র সিং ধোনি। বিডিক্রিকটাইমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাব্বির জানিয়েছেন, ধোনির সাথে আইপিএল নিয়ে আলোচনার কথা। সাব্বির বলেন, ''২০১৬ সালের এশিয়া কাপ ভালো খেলেছিলাম। এর আগে ২০১৫ বিশ্বকাপে ভালো করেছিলাম, এরপর ইন্ডিয়া সিরিজে ভালো করেছিলাম। ভালো খেলা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল তোমার বোর্ড কি এনওসি দেবে বা খেলার ইচ্ছা আছে কি না। আমি বললাম অবশ্যই আইপিএল সবাই খেলতে চায় স্বপ্ন মানুষের। যদি বোর্ড এনওসি দেয় আমি খেলতে রাজি।'' পরবর্তীতে জাতীয় দলের খেলা থাকায় এনওসি পাননি সাব্বির। তবে ধোনির তাকে খেলার প্রস্তাব দেয়াকে বড় অর্জন মনে করেন এই ক্রিকেটার। ''সে সময় বাইরে একটা ট্যুর ছিল সে কারণে খেলা হয়নি, এনওসি দেয়নি। কিন্তু ধোনি যে আমাকে বলেছিল খেলার কথা আমার কাছে এটা বড় অর্জন।'' আইপিএলে খেলতে পারলে পরিবর্তন আসতো সাব্বিরের ক্যারিয়ারে এমনটাই ধারণা তার। এ নিয়ে তিনি বলেন, ''সে সময় খেলতে পারলে পরিবর্তন তো অবশ্যই আসতো। বড় টুর্নামেন্ট, বড় প্লেয়ারের অধীনে বড় অধিনায়কের অধীনে খেলা যেতো। খেলতে পারতাম কি না জানি না কিন্তু ভালো পরিবেশ থাকতো ভালো, প্র্যাকটিস সুবিধা ভালো হতো। পরিবর্তন আসতো, কিন্তু যেটা হয়নি সেটা তো হয়নি কিন্তু কিছু করার নেই। খেলতে পারলে ভালো হতো।''

এছাড়া সাব্বির জানিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনির বড় ভক্ত তিনি। নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন এই তারকার জার্সিও। সাব্বির জানালেন ধোনির জার্সি সংগ্রহের গল্প। ''ধোনির বড় ফ্যান ছিলাম, আফ্রিদিরও। ধোনির ভূমিকা আর আমার ভূমিকা জাতীয় দলে অনেকটাই একই ছিল। আমি যখন জাতীয় দলে খেলতাম ৭ নম্বরে খেলতাম ও(ধোনি) ৭ নম্বরে খেলতো। সে খুব ভালো ফিনিশার। ৭ নম্বরের রোল মডেল। ধোনির সাথে অনেক ম্যাচ খেলেছি কথা বলতাম। লাস্ট ২০১৬ এশিয়া কাপের সময় ওকে বললান তোমার একটা জার্সি লাগবে আমার স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব। তখন আমাকে ওর রুমে ডেকে কথা বলেছে জার্সি দিয়েছে। সে একজন কিংবদন্তি একারণেই তার জার্সি নেওয়া।''

সুতোয় ঝুলছে ব্রাজিল কোচ দরিভালের ভাগ্য

স্পোর্টর্স ডেস্ক : নিজেদের ফুটবল ইতিহাস সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পার করছে সম্ভবত এখন ব্রাজিল। বিশেষ করে আর্জেন্টিনার কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হওয়াটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কর্মকর্তারা। এ ক্ষেত্রে তারা দায়টা চাপাতে চাচ্ছে বেশি কোচ দরিভাল জুনিয়রের ওপরই। যদিও আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর সমস্ত দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন দরিভাল। এখন তিনি পড়ে গেছেন চাকরি হারানোর শঙ্কায়। কারণ, ব্রাজিলের কোচ দরিভালের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, সেটা নির্ধারণে বৈঠক ডেকেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। আজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এই বৈঠকটির। গত বুধবার আর্জেন্টিনার কাছে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি এডনাল্ডো রদ্রিগেজ। তার এই প্রতিক্রিয়ার কারণেই মনে করা হচ্ছে, হয়তো দরিভালের ভবিষ্যৎ খুব একটা ভালো হতে যাচ্ছে না। যদিও একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের পর কোচ দরিভাল জুনিয়র এবং সিবিএফের মধ্যে এটা একটা রুটিন মিটিং হতে যাচ্ছে। তবুও, ধারণা করা হচ্ছে, কোচিং স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি নিয়ে আসবেন এডনাল্ডো রদ্রিগেজ। ইসপিএন দরিভালের একটি সূত্র মারফত জানিয়েছেন, তাকে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার বিষয়ে কেউ কিছু বলেনি বা এ সম্পর্কে তিনি এখনও কিছুই জানেন না।

লাইফস্টাইল

ঘরেই তৈরি করুণ ইফতারের মজাদার হালিম

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ইফতারিতে ভাজাপোড়া তো প্রতিদিন খাচ্ছেন। যদিও ইফতারে ভাজাভুজি খেয়ে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভোগেন। ইফতারে নানান পদের মধ্যে বাঙালির অন্যতম পছন্দের একটি হচ্ছে হালিম। ইফতারে হালিম খেতে ছোট বড় সবাই কমবেশি পছন্দ করেন। অনেকে আবার হালিম খান নান রুটি বা পরোটা দিয়ে। আপনি যেভাবেই খান না কেন, বাইরে থেকে কিনে আনা হালিম কখনোই স্বাস্থ্যকর হবে না। আবার হালিমে কী মাংস ব্যবহার করা হচ্ছে না নিয়েই মনে খুঁতখুতে ভাব থাকে। ঘরেই কিন্তু খুব সহজেই হালিম তৈরি করা যায়।

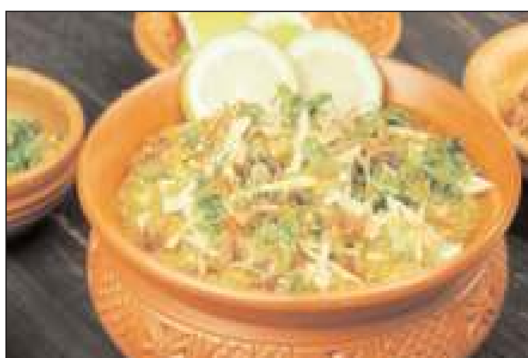

উপকরণ ১. গরুর মাংস পৌনে এক কেজি ২. হালিম মিক্স ২ কাপ ৩. লাল মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ ৪. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ ৫. লবণ ১ টেবিল চামচ ৬. আদা বাটা আধা টেবিল চামচ ৭. রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ ৮. ধনিয়া গুঁড়া ১ চা চামচ ৯. হালিমের মসলা পরিমাণমতো ১০. তেল আধা কাপ ১১. রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ ১২. শুকনো লাল মরিচ ৩-৪টি ও ১৩. সরিষা আধা চামচ **পরিবেশনের জন্য যা লাগবে-** ১. আদাকুচি ২. ধনেপাতা কুচি ৩. কাঁচা মরিচ কুচি ৪. পেঁয়াজ বেরেস্তা ৫. শসা কুচি৬. লেবু ছোট টুকরো করে কাটা **পদ্ধতি** মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে। চুলায় প্যান বসিয়ে তাতে তেল দিতে হবে পৌনে এক কাপ। তেল গরম হলে তাতে দিন পেঁয়াজ কুচি ১কাপ। পেঁয়াজ ভেজে বাদামিরঙা হলে তাতে ধুয়ে রাখা মাংস দিন। এর সঙ্গে ২ চা চামচ হালিমের মসলা দিয়ে দিতে হবে। ভালোভাবে নেড়ে ঢেকে দিন। চুলার আঁচ কমিয়ে রাখতে হবে যেন ধীরে ধীরে মাংস কষানো হয়। এর ফাঁকে ২ কাপ পরিমাণ হালিম মিক্স ১ লিটার ফুটন্ত গরম পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে রেখে দিন আধা ঘণ্টার জন্য। ১০/১৫ মিনিট পর মাংস থেকে বেশ কিছুটা পানি বের হবে। এবার ঢাকনা সরিয়ে মাংসের সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে লাল মরিচের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, লবণ ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা আধা টে চামচ, রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ ও ধনিয়া গুড়া ১ চা চামচ। মসলাগুলো দেওয়ার পর মাংস নেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন ২০/২৫ মিনিটের জন্য। মাংস সেদ্ধ হওয়ার জন্য ৪ কাপের মতো পানি দিয়ে নেড়ে আবারও ঢেকে দিতে হবে। ১৫/২০ মিনিট রান্না হওয়ার পর মাংস পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তখন এর সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হালিম মিক্স। ভালোভাবে নেড়ে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে দিতে হবে দেড় লিটারের মতো। নেড়ে ঢেকে দিতে হবে ১০/১৫ মিনিটের জন্য। চুলার আঁচ কমানো থাকবে। হালিম মিক্সয়ের সঙ্গে যেসব চাল-ডাল ও অনান্য উপকরণ মেশানো হয় সেগুলো খুব আঁঠালো হয়। সেজন্য রান্নার সময় নিচে লেগে যেতে পারে। তাই খেয়াল রাখুন। লবণটা দেখে নিন। প্রয়োজন হলে লবণ দিয়ে দিতে হবে। প্রায় ১৫/২০ মিনিট রান্না করার পর চাল ডাল সেদ্ধ হয়ে হালিম বেশ থকথকে হয়ে যাবে। যদি চাল-ডাল সেদ্ধ না হয় তবে আবারও একটু ফুটন্ত গরম পানি দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। রান্নার এই শেষ পর্যায় হালিম এর মসলা ১ টেবিল চামচ হালিমে দিয়ে নেড়ে দিতে হবে। চুলার আঁচ একদম কমিয়ে রেখে আরেক চুলায় আরেকটা প্যান বসিয়ে তাতে তেল দিতে হবে আধা কাপ। তেল গরম হলে তাতে ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি, ৩-৪টি শুকনো লাল মরিচ, সরিষা আধা চা চামচ দিয়ে নাড়তে হবে। এরপর রান্না করা হালিমের মধ্যে ঢেলে দিন বাগার। এতে হালিমে সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসবে। হালকা হাতে হালিম নেড়ে দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। একটু পাতলা থাকতেই চুলা থেকে হালিম নামিয়ে নিন। কারণ ঠান্ডা হলে হালিম আরও ঘন হয়ে যাবে। এজন্য হালিমের ঘনত্বটা বুঝে নামাতে হবে। এবার সার্ভিং ডিশে হালিম নিয়ে পরিবেশনের জন্য কিছু উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে নিলেই তৈরি সুস্বাদু হালিম।

রোজায় পেটের সমস্যা দূর করতে করুণ যোগাসন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রমজানে সারাদিন রোজা রাখার ফলে শরীরে পানিশূন্যতা, শক্তির ঘাটতি ও ক্লান্তি দেখা দিতে পারে। রোজায় আরও যে সমস্যাটি প্রায় সবার দেখা দেয় তা হচ্ছে পেটের সমস্যা। রমজান মাসে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার কারণে অনেকেরই হজমজনিত সমস্যা হয়। বিশেষ করে গ্যাস, অ্যাসিডিটি, ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের সমস্যাগুলো শরীরকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং রোজা পালন কঠিন করে তুলতে পারে। এই সমস্যা কমাতে যোগাসন করতে পারেন। খুব বেশি পরিশ্রম ছাড়াই যোগাসন করতে পারবেন যে কোনো সময়। যোগাসনের একটি অত্যন্ত কার্যকরী আসন হল কুক্কুটাসন। 'কুক্কুট' অর্থাৎ মোরগ থেকে কথাটি এসেছে। এই আসনের ভঙ্গি অনেকটা মোরগের মতো।

তাই এমন নামকরণ। এই আসন নিয়মিত করলে, হাত, কাঁধ ও পিঠের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। হজমশক্তি ভালো হবে। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কমবে। কুক্কুটাসন নিয়মিত করতে পারলে অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যাও কমবে। পেট ও কোমরের পেশি শক্তপোক্ত হবে এই আসনে। পেটের মেদ কমবে। ঘুমের সমস্যা থাকলে তা দূর হবে। অনিদ্রা দূর করতেও এই আসন কার্যকরী হতে পারে। তবে যদি আপনার হার্টের সমস্যা থাকে বা হার্টে অস্ত্রোপচার হলে এই আসন করা যাবে না। উচ্চ রক্তচাপ যাদের আছে তাদের এই আসন না করাই ভালো।

সেহরিতে যেসব খাবার খেলে কমবে ওজন

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রমজানে ওজন কমানোর লক্ষ্য থাকলে সেহরি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক খাবার নির্বাচন করলে সারাদিনের রোজা রেখে শক্তি পাওয়া যাবে, একই সঙ্গে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তাই সেহরিতে এমন খাবার খেতে হবে যা দীর্ঘসময় পেট ভরা রাখবে, হজমে সাহায্য করবে এবং অতিরিক্ত ক্যালোরি যোগ করবে না। সেহরিতে যা খাবেন ওজন কমানোর জন্য- **প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার** প্রোটিন হজম হতে সময় নেয় এবং দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই সেহরিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন রাখা জরুরি। সিদ্ধ ডিম বা অমলেট (তেল কম ব্যবহার করে), চিকেন বা মাছ (গ্রিল/সিদ্ধ/ভাজা নয়, ঝোল বা স্টিমড), গ্রিক ইয়োগার্ট বা টক দই (চিনি ছাড়া), ছোলা ভেজানো। **জটিল কার্বোহাইড্রেট** সাধারণ (সিম্পল) কার্বোহাইড্রেট যেমন সাদা ভাত বা মিষ্টি খাবার দ্রুত হজম হয়ে যায় এবং ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। তাই জটিল কার্বোহাইড্রেট বেছে নেওয়া ভালো, যা দীর্ঘক্ষণ শক্তি জোগাবে। শুনতে একটু কঠিন মনে হলেও খাবার কিছু খুবই সাশ্রয়ী। আপনি খেতে পারেন- লাল বা ব্রাউন রাইস, ওটস বা ওটমিল, লাল আটার রুটি, চিয়া সিড বা ফ্ল্যাক্স সিড (ভেজানো বা স্মুদি তে)। **স্বাস্থ্যকর ফ্যাট** সঠিক পরিমাণে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট খেলে দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা লাগে না এবং এটি ভালো শক্তির উৎস। অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল, বাদাম ও চিনাবাদাম (কাঁচা বা হালকা ভাজা, লবণ ছাড়া), এভোকাডো বা চিয়া সিড খেতে পারেন। **ফাইবারযুক্ত সবজি ও ফল** ফাইবার হজম প্রক্রিয়া ধীর করে এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই সবজি ও কিছু কম সুগারযুক্ত ফল রাখা যেতে পারে। শসা, গাজর, লেটুস, টমেটো কাঁচা বা সালাদ হিসেবে খেতে পারেন। আপেল, নাশপাতি, বেরি ফল, ১-২টি ডুমুর বা খেজুর খেতে পারেন। **প্রচুর পানি ও হাইড্রেটিং খাবার** রীর ডিহাইড্রেটেড থাকলে ক্ষুধা বেশি লাগে, তাই পানি ও পানিযুক্ত খাবার সেহরিতে রাখা জরুরি। কমপক্ষে ২-৩ গ্লাস পানি সেহরিতে খাওয়া উচিত। ডাবের পানি বা লেবু-পানি খেতে পারেন। সেহরিতে চাইলে চিকেন বা সবজির স্যুপ খেতে পারেন। যা আপনাকে প্রোটিন, ক্যালরি সহ নানান পুষ্টি উপাদানের জোগান দেবে। ওজন কমানোর জন্য কিছু খাবার এড়িয়ে চলা জরুরি, কারণ এগুলো দ্রুত হজম হয়ে যায় এবং ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়। যেমন- ভাজাপোড়া খাবার, মিষ্টিজাতীয় খাবার সুগার ড্রিংক, মিষ্টি, মধু বেশি পরিমাণে, ফাস্ট ফুড ও প্রসেসড ফুড সসেজ, নুডলস, ফ্রোজেন খাবার, অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার একেবারেই খাবেন না।

ঈদের আগে চুল পড়া রোধে যা করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : রোজা প্রায় শেষের দিকে। এখনই প্রস্তুতি নিচ্ছেন ঈদের। শপিং করছেন নিজের এমন পরিবারের জন্য। তবে সুন্দর জামা কিনলেই তো হবে না সেই সঙ্গে মানানসই সাজও প্রয়োজন। এখন থেকেই ত্বক ও চুলের যত্ন নিন। তাহলে ঈদের দিন সুন্দর একটি সাজ দিতে পারবেন। অনেকের বিভিন্ন কারণে চুল পড়া সমস্যা দেখা দেয়। নানান কারণেই চুল পড়তে পারে। শারীরিক কোনো সমস্যার কারণে কিংবা দূষণ, ভুল পণ্য ব্যবহার করা, দুশ্চিন্তা, পুষ্টিকর খাবারের অভাব আরও অনেক কিছু। তবে আপনার যদি শারীরিক কোনো সমস্যা বা কোনো মেডিসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তবে যদি এসব কোনো কারণ না হয় তাহলে ঘরোয়া কিছু টোটকায় আপনার চুল পড়া কমাতে পারেন। আসুন দেখে নেওয়া যাক উপায়- **পেঁয়াজের রস** চুল গজাতে সাহায্য করে পেঁয়াজের রস। চুলে পেঁয়াজের রস ব্যবহারের চল বহু পুরোনো। এতে থাকা সালফার চুলের জন্য জরুরি কেরাটিন প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। নারকেল তেলে থাকে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। ফলে দুই উপকরণের মিশেল চুল ঝরা রোধ করতে, নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

নারকেল তেল চুল মসৃণও রাখে। **যেভাবে ব্যবহার করবেন-** ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ পেঁয়াজের রস মিশিয়ে নিন। তারপর মাথার ত্বকে ভালো করে মেখে হালকা হাতে মাসাজ করুন। মিনিট ২০ রেখে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দুই থেকে তিন বার এইভাবে চুলে তেল মালিশ করুন। কয়েক মাসেই চুল হবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। **মেথি** মেথিতে রয়েছে প্রোটিন, আয়রন, নিকোটিনিক অ্যাসিড।

চুল নরম করতে, খুশকি দূর করতে, চুলের বাড়-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এটি। **যেভাবে ব্যবহার করবেন-** মেথির দানা গুঁড়ো করে নারকেল তেলে মিশিয়ে মাখা যায়। আবার মেথির দানা পানিতে ভিজিয়ে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে প্যাক হিসেবেও চুলে ব্যবহার করতে পারেন। তেলের সঙ্গে একটু মিশিয়ে চুলায় কিছুক্ষণ জ্বাল করে ঠান্ডা করে সরক্ষণ করতে পারেন। রাতে চুলে মেখে সকালে শ্যাম্পু করে নেবেন। **অ্যালোভেরা জেল** চুলের ক্ষতিগ্রস্ত ফলিকল ঠিক করতে সাহায্য করে অ্যালো ভেরায় থাকা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম। চুল নরম করতে, ডগা ফাটা কমাতে সাহায্য করে এটি। তবে অনেকের কাঁচা অ্যালোভেরায় ত্বকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

ইফতারে তৃপ্তি দিবে শরবত-ই মোহাব্বত

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ইফতারিতে নানান ধরনের শরবত খান সবাই। লেবু, ট্যাংসহ নানান কিছু। বিভিন্ন ফলের রস, লাচ্ছি, স্মুদি যে যার পছন্দমতো ইফতারের মেন্যুতে রাখেন। তবে আজ আপনার ইফতারের মেন্যুতে রাখতে পারেন শরবত-ই মোহাব্বত। নাম শুনেই বেশ রাজকীয় মনে হচ্ছে, খেতেও অনেক মজা।

চলুন বানানোর পদ্ধতিটি জেনে নেওয়া যাক- **উপকরণ** ১. তরমুজের জুস আধা কাপ ২. তরমুজের টুকরা এক কাপ ৩. জ্বাল করা ঠান্ডা দুধ ২ কাপ ৪. সুগার সিরাপ স্বাদমতো ৫. বরফ প্রয়োজনমতো ৬. রুহ আফজা ২ টেবিল চামচ **পদ্ধতি** একটি পাত্রে দুধ নিন। এবার তার সঙ্গে স্বাদমতো সুগার সিরাপ মিশিয়ে নিন। এবার একে একে তরমুজের ছট টুকরো, তরমুজের রস, রুহ আফজা দিয়ে মিশিয়ে নিন। ব্লেন্ড করা যাবে না। চামচ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। পরিবেশনের আগে পরিমাণমতো বরফের টুকরা দিয়ে দিন। এবার গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন।

রমজানে ঘুমের সমস্যা দূর করতে যা খাবেন

লাইফটস্টাইল : রমজানে অনেকের ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। চোখ বন্ধ করে পরে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিন্তু ঘুম আর হয় না। অনিদ্রার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। রমজানেও অনেকের এই সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের সমস্যা দূর করতে স্বাস্থ্য কর জীবনযাপন ও খাবার আপনাকে সাহায্য করতে পারে। ঘুমের এমন সমস্যা কিন্তু শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের জন্যও হতে পারে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক বা ১৯-৫১ বছর বয়সি পুরুষদের দিনে ৪০০ থেকে ৪২০ গ্রাম পর্যন্ত ম্যাগনেসিয়ামের দরকার হয়। একই বয়সের নারীদের প্রয়োজন হয় ৩১০-৩২০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের ক্ষেত্রে অবশ্য ওই পরিমাণ সামান্য বেশি। তাদের দৈনিক ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদা থাকে ৩৫০-৩৬০ মিলিগ্রাম। এই ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদা পূরণ হতে পারে চেনা কিছু খাবার খেলেই। জেনে নিন ম্যাগনেসিয়ামের চাহিদা মেটাতে কী কী খাবার খেতে পারেন- **কাঠবাদাম** ।ঠবাদামে আছে স্বাস্থ্যকর স্নেহ পদার্থ এবং ম্যাগনেসিয়াম। যা শরীরকে বিশ্রাম করতে সাহায্য করে। ১ আউন্স বা ২৮ গ্রাম কাঠবাদামে রয়েছে ৮০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম। **পালং শাক** পালংশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনিসিয়াম। এক কাপ রান্না করা পালংশাকে ১৫৭ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম থাকে। **মিষ্টি কুমড়ার বীজ** তি ২৮ গ্রাম মিষ্টি কুমড়ার বীজে রয়েছে ১৫০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম। যা ঘুম ভালো করতে সাহায্য করে। **কলা** লায় ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম-দুই-ই রয়েছে। একটি মাঝারি মাপের কলা খেলে তা থেকে ৩২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। **চিয়া বীজ** চয়া বীজকে বলা হয় সুপারফুড। তাতেও রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম। ২৮ গ্রাম চিয়াবীজে রয়েছে ১১১ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম।